## छा बाहि बात्र

SCT Kolkata

ীক্রশ্বর বস্থ

5

মা টি

शः य

প্রথম পর'

প্রথম প্রকাশ : আবাচ ১৩৬৬

প্রকাশক। প্রবোধ অধিকারী, কথামালা প্রকাশনী ১৮এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাভা ১২

মুদ্রক। প্রকুরকুষার রায়, অঞ্জণী প্রেস ১৫৩।৫ অপার সারকুলার রোড, কলকাভা ৬

প্ৰচহদ। সুবোধ দাশগুপ্ত

ব্লক ও প্রচহদমুদ্রণ। রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলকাতা ৬

माग: 8:00

CO38
STATE CENTRAL LIBRARY

Visit of the Control of the Control

CAL GLIA

33. 60. 60.

## **औरश्रदमक्त मिळा** प्य-। यदश्रद्

'চা মাটি মাত্রব' উপস্থাসটিকে আমি তুই পর্বে ভাগ করেছি। প্রথম পর্বে—পটভূমি, ধারাবাহিক ঘটনার মিছিলে চা বাগানের শ্রমিকদের সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার, উৎসব আনন্দ, জীবনের ভিজ্ততাবোধ, পাপবোধ, সাহেব ও বারুদের কথা স্থান পেয়েছে আর দিতীয় পর্বে ধাকবে—জীবনটা কি, মাত্র্যুষ্ট বা কি, মাত্রুষ্টে মাত্রুষে বিভেদ কোথায়, মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ।

এই কাহিনীর মূল চরিত্রটি চোদ্দ বছর বয়সে দেশ ছেড়ে চা বাগানে আসার দিন থেকে দীর্ঘ পয়ষ্টি বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি পদে পদে যে বেদনাদায়ক ভিক্ত অভিজ্ঞতা সয়য় করেছে, মাহুষের মুখের মধুর ছলনাকে মনের কথার অনাবিল প্রকাশ মনে করে বারবার পর্যুদন্ত হয়েছে, ভালবাসতে গিয়ে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্ত ভালবাসার এবং ভাল করবার নেশা ছাড়তে পারেনি—এ ভারই জীবনের কাহিনী।

এই কাহিনীর চরিত্রগুলি বাস্তব পটভূমিকায় একান্ত কান্ননিক। সাদৃষ্য একান্তই আকন্মিক বলে মনে করতে হবে।

वीदत्रचत्र बञ्ज

এই मिथं कि :

উল্মেষ, রাস, দুর্ণীহাওরা, মানসলভা, মারের গান কান্তনের প্রথম। আকাশ নির্মেষ, সমুদ্রের নিস্তরক্ষ নীল জলের মন্ত শাস্ত। হাড় কাঁপানো শীত নেই! শুধু তার জের আছে অল্প আর। ঝিরঝিরে স্বন্থ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উত্তরের নীলচে পাহাড়ের চুড়োণ্ডলি বরকে ঢাকা। বিকেলের মরা হলদে রোদ মেখে গাছের পাভাগুলো তির তির করে নড়ছে। এই শাস্ত স্পিন্ধ রোদে গা-ঢেলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ভাওনাথ। কেমন উদাস, অলস, নিরাসক্ত ভাব। গতি মন্থর। কোথার যাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। পদক্ষেপ অবাধ কিন্তু এলোপাথাড়ি বাভাসের মত এলোমেলো চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মনের মধ্যে।

বাড়ির সামনে স্থপুরি বাড়ি। ভারপর চায়ের চাষ, পরে গভীর অরণ্য আর সব শেষে তুরষা নদী। এই তুরষাই বিশাল বিস্তৃত वनानीरक श्रं जार्श जार्श करत इस्टि हाल एक कान विकास निमान । বাড়ি থেকে ছু'পা এগিয়েই স্থপুরিবাড়ির ভেতরকার সরু প্রচ্ছন্ন রান্ডাটা ধরে বাগানের মধ্যে এসে পড়ে সে। সোজা হেঁটে চলে বনের বুকচেরা ছোট্ট অপরিসর ঝরেপরা লতাপাতা মোড়া পথ দিয়ে। স্তিমিত আলোয় ছুই পাশের অরণ্যবিস্তার যেন একটা জ্মাট নিস্তৰভার পাহাড়। ছ'চারটে পাখির কুজন ছাড়া আর কোনো শব দিনের শেষে পাখিরা বাসায় ফিরছে, ডাকছে যে যার সঙ্গীকে নিজের পাশে। সামনেই নদী। সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। মনটাতে তথনো ছেঁড়াকাটা নানা স্থর ভাঁজছে। নদীর মধ্যে একটা মন্ত বড় পাথর। জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে দেয়। ্সমস্ত দেহট ঠাণ্ডা জ্বলে শিরশির করে ওঠে। পাথরটার ওপরে গিয়ে বসে। স্বৃত্যুন্দ বাভাসে নদীর ধারের কুল সমেত কাশকুলে গাছগুলো प्रमह् । हात्रा পড़েছে नमीत अष्ट फिरिक **ज**रम । यत इस जम নিতে আসা কোনো কুলবধুর কুলপাতা ছাপা শাড়ীর আঁচল উড়ছে रयन। भार नीम करम विकित मान नीम गामा कारमा तक-रवतरक्षत्र कृष् গাঁছিরে চলেছে। মাছগুলো ছুটে ছুটে এসে ঠোকর মারে তাতে।
নিরস পাথর। ব্যর্শভায় মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। মাছগুলো আবার
আসে। উপরে অনস্ত আকাশ নেমে এসে সারা বনজ্জল আর
নদীটিকে চক্রাকারে যিরে ফেলেছে। অরণ্যের গাছপালায় পোকামাকড় পশুপক্ষী, নদীর মাছ শামুক ঝিকুক ভাওনাথ—সব কিছুই ধরা
পড়েছে সেই বেড়া-জালের মধ্যে। এই তো পৃথিবী। এখানেই
মাটি মাকুষের থেলা, মাকুষে মাকুষে লড়াই। তবুও ভাওনাথের
মনে হয় এখানে যেন জীবনটা অনেক খোলা-মেলা, মুক্ত। এখান থেকে
সব দেখা যায়, উপভোগ করা যায়। এখানে চিমনির কালো ঝোঁয়া
নেই, মেসিনের ধারালো দাঁতের দাঁভখামিচ নেই। চোখ মেলে চেয়ে
দেখবার অকুরস্ত আকাশ আছে এখানে, আছে বুক্ভরে নেবার অকুরস্ত
বাতাস। এ যেন আর এক জগত, আর এক জীবন। প্রকৃতির
কোলে বসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ভাওনাথ। একটা নতুন
ভাওনাথকে দেখতে পায়।

অন্ধনার আন্তে আন্তে সমস্ত আকাশ, বনজন্সল, নদীনালা গাছপালাকে প্রাস করে ফেলছে। বড় লোলুপ ক্ষুথার্ড এই অন্ধনার। গোটা পৃথিবীটাকে গিলে ফেলবে আর কয়েক মুহুর্তের মধ্যে। দূর থেকে মচমচ খচখচ আওয়াজ ভেসে আসছে। সজে সজে একটা ভোটকা গন্ধ। বাবের গায়ের গন্ধ। জল খেতে আসছে নদীজে।

ভাওনাথ উঠে দাঁড়ায় এবারে। সামনে বনের এপাশে সেপাশে একবারটা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রান্তা ধরে। বন আর স্থপুরিবাড়ি পার হয়ে গুদোমের কাছে এসে দাঁড়ায়। এখানে কয়লার ছাই আর ধরানির ঢেউয়ে আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। ভূবে গেছে চা শিরীবের গাছ, চায়ের গুদোম, অফিস, সাহেবদের কুঠি, বারুদের আর মজুরদের ধরবাড়ি। নিকটেই পিলখানা। সেখান থেকে ভরঞ্জ ও কলাগাছের তাজা খেসো জলো গন্ধ ভেসে আসছে। মটমট শক্ষ হচ্ছে। হাভিটা খাছে। জন্ধকারে কিছুই দেখা যাছে না তরু জন্মুঙ্কৰ করভে পারে হাঁড়গোড় সব চিবিয়ে চিবিয়ে বেশ আরাম করে খাছে। সুঁড় দিয়ে এমনিভাবে জড়িয়ে ধরছে যে পিছলে কি ছিটকে

যাওয়ার উপায় নেই। ছ'এক কোটা রস পড়ছে সুঁড় দিয়ে গড়িয়ে। সেইটুকু স্বাক্ষরই শুধু রেখে যাচ্ছে মাটিতে।

নিব্দের ঘরের কাছে ফিরে এসে ঘরটার দিকে তাকায়। এ-ঘর रयन रम चार्श प्रत्यनि कारनामिन। चरंतत्र क्रभो भान हो शिष्ट्। দুরে অতি উঁচু পাহাড়ে আগুন লেগেছে। জন্স জনছে পুড়ছে। कर्षेकर् वाश्याप राष्ट्र। अर्छात माजित्य माजित्य गर तथा ভাওনাথ। সারা পাহাড়টা লাল হয়ে উঠেছে। আগুনের লাল শিখাগুলো দাউ দাউ করে ছলছে। গাছপালা কাঁপছে। পাহাড়টাও। পাহাড়ের ধুম ভেঙেছে। আকাশস্পর্শী আগুন পাহাড়ের মাথা ছু রৈছে। माथाछ। नान छेकछरक रस्य शिष्ट्। वहमूस्त छाउनाथ, उर् अत উত্তাপ অহুভব করে সে। চোখে মুখে, গায়ে অন্তরে। চোখের সামনে দেখতে পায় সারিবাঁধা ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে আঁতুড়ে ধর। আলো নেই, অনেক আগেই নিৰে গেছে। সৰ্বত্ৰ একটা অসহায় নীরবতা। অম্পষ্ট আলোয় দেখতে পাচ্ছে অপরিসর ছোট ছোট বরগুলোর মেঝে জুড়ে মজুররা তাদের ছোট বড় ছেলে-মেয়ে মা-বোন **ভাই नि**रंग छर्ग जाङ्। न<del>का</del> त्नरे, िछा त्नरे, निर्विकात। मिथ्रेट शांग्र जात्मत त्रक्तशैन क्याकार्य पूथ। विव्येख विवर्ग हुल ; উপযুক্ত খান্তের অভাবে দিন দিন এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। षात षम्रुपिरक रेक्क्जुना श्रामाप (थरक नान नीन मयूष षामात्र विकि मिक त्रामिन वागरह। त्रथारन हमह व्यवाध कीवरनत त्थाक, व्यादमाम श्रदमारमञ्ज त्र हीन विवय। कारन छनए श्राय छारमञ्ज কলোল, কাচের গ্লাসের টুংটাং ঝুনঝুন আওয়াজ, দেখতে পার মধ্যে সমন্ত বুকের ভিতরটা যেন জ্ঞালা করে ওঠে। এলোমেলো ष्यत्नक छावना, ष्यत्नक बिछामा উर्द्रम रुरा ७८७।

এতদিন ধরে যে আদর্শ দেহের ও মনের উত্তাপ আর উত্তেজনা দিয়ে পুষে রেখেছে তা কি একটা হুমকিতে কিংবা অনাহার জভ্যাচারের ভয়ে ভেজে পড়বে? এতো ছুর্যোগ বয়ে গেল ভার ওপর দিয়ে—বাপ মা মারা গেল বিনা আহারে, বিনা চিকিৎসায়। ক্রকমিণ সরলো। ভুকুরমাণও। এসব যধন সে সইতে পেরেছে

তথ্য আর কিছুই তাকে উদ্যান্ত করতে পারবে না। লক্ষ্য সে ছাছবে না কিছুতেই। এই দারিদ্রা প্রাপীড়িত লোকগুলোর দেহে ভাপ আনতে হবে, মনে আলো জালতে হবে, পথ স্থাম করতে হবে, প্রকৃত জীবনের সন্ধান দিতে হবে তবেই তো এই বুজুক্ষা নির্মতা ও নির্মাতন একটা নতুন দিনের, নতুন পৃথিবীর জন্ম দেবে।

রিজভা নি:স্বভার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো জীবন নেই। বারে বারে এই একই কথা সুরে ফিরে মনে জট পাকাচ্ছে ভাওনাথের। সে আজ চোদপনর বছর আগের কথা। এই চোদপনর বছরে কত বিপর্যয় বিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর ঋতুবদল হ'ল কতবার। ভাজের নদীর মভ খরতর উচ্ছল হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন, আবার ভাটার টানে নিস্তরক্ষ হয়েছে হেমস্তের হাওয়া লেগে। বসস্তের কুল কুটেছিল রূপ রস গন্ধ নিয়ে, ঝরে মরে গেছে চৈতি হাওয়ায়!

মনে পড়ে প্রকৃতির সৌলর্ঘ মিছিল, সেই উচুনিচু সীমাহীন চেউখেলানো মাঠ, শালবনের ছায়া ছায়া পথ, সেই নীল ছোট ছোট পাহাড় দুরে যেখানে আকাশ এসে মিশেছে। মনে পড়ে প্রকৃতির গা-ছোঁওয়া সেই মানুষগুলোকে। কী সরল সুস্থদেহ। কী সহজ সরল জীবনযাত্রা। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, তেলচক্চকে মুখ। ওরা চলেছে गातिरवैर्ध थामात कत्र । ওদের তেল-চোঁয়ানো দেহে সোনালী রোদের মাভামাভি। বাঁশের বাঁশির স্থর সারা প্রান্তরটাকে माजान करत जुरलहा भारतत वन जातारम माल श्रीराष्ट्र, দূরে আকাশ মাথা নিচু করে হাসছে। সেই শালপাভাছাওয়া ছোট ছোট মাটি পাথরের ঘর, জোয়ান জোয়ান ছেলে মেয়েদের উচ্চল উদ্দাম মুভ্য, হাসি গান বাজন।। ভাওনাথ প্রাণের রক্ষে রজে অহুভব করে জীবনের সেই অপুর্ব ম্পন্দন মুর, ছন্দ। সেখানে ভাল বৈৰম্য নেই, আরণ্যক পাশব উল্লাস নেই। তথন বুঝতে পারতো না ভাওনাথ, বোঝবার মত বয়সও হয়নি ভার-জীবন कि এবং कि-मनना मिरा এই कीवन गाँथा, कि छात्र स्थाताक আর কি সে চায়। আজ বুঝতে পারে শুধু চুণ বালি দিয়ে জীবনের পাঁথনি হয় না তার সঙ্গে আরো কিছু সারবন্তাও চাই। চাই नांहि, जित्यके।

সেদিন ছিল কিন্তে লর হাট। হাট, ওদের বাড়ি থেকে ভিন কোশ দুরে। পাহাড়ভলির প্রাম। প্রামের পরেই বাঠ। বাঠে গরুর বাস কাটছিল ভার বাবা লেংড়া আর সে। বেলা দশটা ভখন। ভাড়াভাড়ি করছিল বাপবেটার। লেংড়াকে হাটে যেন্ডে হবে। এই দশ সাঁরের মধ্যে আর বিতীর হাট নাই। হাট বসে প্রতি মঙ্গলবারে। প্রতি হাটবারে হাটে যাওয়া হয়ে ওঠে না। পরসাকড়িরও টানা-টানি আবার কাজও অকুরন্ত। গত হুই হাটে যাওয়া হয়নি। আজ যেতেই হবে, অনেক টুক্টাক্ জিনিসপত্তরের একটা ফিরিন্তি দাখিল করেছে স্থবনী। হাটে যাওয়া মানেই একটা দিন নই। ধুব জোরে জোরে পা চালিয়ে গেলেও ছ'বটা লাগে শুরু যেতে। এরপর হাটের জিনিসপত্তর কিনে যরে ফিরতে কমপক্ষে আরো ভিন বটা সময় লাগে। ফিরতে ফিরতে বেশ রাড হয়ে যার। ভখন ভো আর যাস কাটার সময় থাকবে না। আর যাস নাহলে গরু কটিই-বা রাতে খাবে কি?

পাহাড়তলির সব প্রামগলিতেই একটা বিরাট হৈচে পড়েছে। খবরটা রটিয়েছে ওদের গাঁরের রামু বড়াইক। কিনকেলে মেরের বাড়ি গিয়েছিল সে। রাভে ফিরেছে।

লেংড়া আর ভাওনার্থ সে-খবর জানতে পারেনি আগে, ভারা সকালেই বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে।

বাস কাটার খস্থস্ শব্দের তালে তালে স্থর মিলিয়ে চলছিল লেংড়ার চিন্তাধারা। মাঝে এক কাঁকে ভাওনাথকৈ বলে, কভ জিনিস যে আজ কিনতে হবে। স্থন, ভেল, পেঁয়াজ, রশুন আরো কভ কি। একখানি গামছা একটা মাথাল, আর একটা কাঁচিও কিনতে হবে। কাঁচিটার মাথা ভেঙে পেঁভো হয়ে গেছে, ঠিকমভ গাছ নিঙ্গানো যায় না ও দিয়ে। গাছের মূল-শেকড কেটে যাওয়ার ভয়।

হঠাৎ চনকে ওঠে লেংছা। কি বেন একটা বাছের ওপর লাফিরে পড়ে ভার। বাসের নধ্যে ছিল একটা ব্যাপ্ত। বাস নছাভে ভর পেরে একটা লাক নেরে হাত পা ছভিরে পড়ে গিরে লেংছার বাড়ে। একটা ভীভিস্ফাক চীৎকার দিরে ওঠে লেংছা। সেই আভননি ভাওনাথও চমকে ওঠে। ছ'পা পিছিয়েও গিয়েছিল। হেসে ফেলে সে। ভয় পাওয়'তো তথনকার বয়সে স্বভাবিক। সবেমাত্র চোদ্দোয় পা দিয়েছিল সে।

লেংড়া বললো, ডর নখে। ব্যাপ্ত আহে। একটা স্বস্থির নি:শ্বাস ছাড়ে ফু'জনে।

কাটা ঘাসগুলোর দিকে একটু চোখ ছটো বুলিয়ে ভাওনাথকৈ বলে—চল্ আব ধর যাবু!

কাটা যাসের আঁটি বাঁধছিল ভারা। হঠাৎ একটা সোরগোল শুনতে পায়। রাস্তার দিকে ভাকাভেই দেখতে পায় হৈ-হল্লা করতে করতে দলে দলে লোক চলেছে হাটে। মাঠের মধ্যে হালট, সেইটাই যাভায়াভের পথ। সারা হালটা লোকে ভরতি। লোকগুলোর চোখেমুখে কেমন একটা খুশির আমেজ!

ব্যাপার কি জানার জন্ম চঞ্চল হয়ে ওঠে ওরা। লেংড়া এক-পা ছ-পা করে অনেকখানি এগিয়ে যায় লোকগুলোর নিকটে। ভাওনাথও বাপের পিছু পিছু যায়। প্রামের গোপী ঘাসিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করে, লেংড়া কা ভেলেক জুন ?

'গোপী অবাক হয় লেংড়ার প্রশ্নে। বলে, চাচা ভোয় নেই শোনলেক ? আজ হাটে খুব বড় সভা হবে। একজন বাবু এসেছে শহর থেকে। কিসে টাকা পয়সা বেশি কামানো যায় ভার উপায় নাকি বাডলিয়ে দেবেন ভিনি।

স্থানী ছিল যরে। ওদের পায়ের শব্দ পোয়ে হর থেকে ওঠোনে এসে দাঁড়াল। সামাশ্য কয় মুঠো যাস দেখেই ভার চোখ কপালে উঠল। থোতনায় হাত দিয়ে বললে, এতনা হাসমে হালকা গোউকা কা হোবে ?

लि: जा कथा चुल वल पूर्वनीत्क।

ভাওনার্থ মনে মনে অনেক কথা ভাবে, অনেক কল্পনার জাল বোনে। বাবুরা কেমন, তারা কি ভাদেরই মত—না অশ্য কোনো রকম ? বাবু বলতে কি বুঝার আর এর মানেই বা কি ?

ভাওনাথ নিজেকে ভার চেপে রাখতে পারল না। ভাবদারের

সুরে লেংড়াকে বলে, যোর হাট যারু বাপ । বারু দেখেনি কোনোদিন, ভারা কেমন দেখবে লে ।

লেংড়া আপত্তি করেনি এতে। সভ্যিই ভো সে শহরে বারনি কোনোদিন। শহরে না গেলে বাবু দেখবে কোথেকে? আর শহরও ভো কাছে নয়, পুরো ছ'দিনের রাস্তা। হেঁটে যাওয়া ছাড়া গভ্যস্তর নেই।

রাস্তায় লোক ধরে না। জনস্রোভ খলখল করছে, চলছে বর্বার নতুন জলের স্রোভের উজান যাওয়া মাছের মন্ড।

লোংড়া বললো, বহুৎ ভিড় হেকে। মোকের **সার্থ-সার্থমে** আহো ছোওয়া।

ভাওনাথ হ বলে সম্বতি জানায় কিন্তু অল্পমণের মধ্যেই ভুলে যায় সে-সব কথা। উৎসাহভরে এগিয়ে চলে যায় অনেক দুরে, লোকের ভিড়ের মধ্যে লেংড়া পড়ে থাকে বছ পিছনে।

ভাওনাথ, ভাওনাথ বলে গলা চিরে ডাকে লেংড়া।

ইত্রাইত্রেলর হাট। অন্ন একটু জায়গার মধ্যে ছোট একটা হাট। লোকে লোকারণ্য। পা রাথবার জায়গা নেই। সব চেয়ে বেশি ভিড় শিবু মহাজনের দোকানে। স্টোভে একটা লোকরালা করছে সেখানে। ভাওনাথের চোখে বড় ভাল লাগলো লোকটাকে। চেহারায় ওদের দেশের লোকের মন্ত কিন্ত হাবভাব অন্ত ধরনের। স্টোভটার সোঁ সোঁ শব্দ হছে। সেদিকে নজর পড়তেই বিশ্বয়ে চোথ ছ'টো বড় হয়ে ওঠে। এ আবার কী এক অনুত জিনিস? আগুন আসছে কোথা দিয়ে? ভাওনাথের কৌতুহলী মনে জিজ্ঞাস'র অন্ত নেই। নিশালক চেয়েছিল স্টোভ আর লোকটার পানে। চোখেমুখে বিশ্বয় আর ভয়ের চিক্ত কুটে উঠেছে। লোকটির কিন্ত ভয় নেই একটুও। আগুন ধরে দা বার। এক কাঁকে লেংডার দিকে ভাকার লোকটা। ঠেনিটের

লোকটির চোখে চোখ পড়ে ভাওনাথের। কি বেন আছে
নাম্বটার চোখের চৃষ্টিভে। একবার তাকালে বার বার তাকাবার
ইচ্ছা হয়। মাম্বটা দেখতে তাদেরই মত, তবু কোথাও মিল
নেই যেন তার দেখা মাম্বের সচ্চে। বয়স বেশি নয় ওর।
ভাওনাথ আশাজ করে—কুড়ি বাইশ কি বড় জোর তেইশ হবে।
এর বেশি নয়।

ভাওনার্থ হাবার মত চোর্থ বড়'করে কোলার দিকে তাকিয়ে থাকে। চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর কথা শোনার জন্মে।

ভাওনাথ দেখতে পায় কোলার চোখে মুখেও একটা আঞ্চির ইলিভ।

এই সরল প্রাম্য কিশোরটির মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত পাড় ভেঙে যায় কোলার। নিজে থেকেই বলে ওঠে, এখানে এসে বোস না ?

সমস্তই আশ্চর্য লাগছিল ভাওনাথের। এই মানুষটার কথা বলার চং, অঙ্গভলি চলাফেরা সবই যেন ভিন্ন জগতের। আলাপ পরিচয়ে জানভে পারে লোকটির নাম কোলা। আর ভার বাবুর নাম জানবাবু।

কোলা তার জামার পকেট থেকে সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট তাকে দেয়। এইবারে তার জামা কাপভের দিকে সৃষ্টি পড়ে ভাওনাথের। কী পরিকার, সাদা ধবধবে। অনেক টাকা রোজগার করে নিশ্চয়ই ?

নিজের ভাষায় জিগ্যেস করে ভাওনাথ, তোকের বাবু কাহা

বাংলায় উত্তর দেয় কোলা, স্নান করছেন।

ভাওনাথ বুঝতে পারে কোলার কথা। সে ভার দিকে ফিরে। দেখতে পায় কোলা বাংলায় কথা বলে যেন গর্ব অনুভব করছে মনে মনে। বাইরে পিয়াল গাছের নিচে ইঁদারা। সে দিকে চোখ ছটো একবারটা বুলিয়ে নেয়। কই কলভলাভে ভো বাবু বলতে কাউকে দেখতে পাছে না। ভবে কোথায় স্থান করছে? ওখানে ভো শুধু কয়েজন হাটুরীয়া হাত পা মুখ ধুছে। কৌতুহল ভাগে বনে। ভিগোস করে, কাহা, কাহাত ভো বারু নবে।

বিচক্ষণের হাসি হেসে কোলা জবাব দেয়, ভোয় নেই জানলেক বাবুলেক বাহিরমে গোছল নেই করথে।

ভাওনাথ অবাক । বিষয় চেয়েছিল কোলার দিকে। ভাবছিল বাবুরা খোলা ভারগায় স্নান করে না কেন, কি হয় এভে ?

ভাত টগবগ করে কুটছে। কোলা মন দের সে-দিকে। ভাতের হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে খুন্তি দিয়ে কয়েকটা ভাত নিয়ে টিপে টিপে পরীক্ষা করে আবার ঢাকনিটা যথাস্থানে হাঁড়ির ওপর রেখে দেয়। ভাত কুটতে থাকে।

মুহুর্তের নিস্তব্ধতা। মনে মনে অনেক কিছু ভাবে ভাওনাথ। ভারপর জিগ্যেস করে; ভোয় তেনি বহুৎ লেখাপড়া জানোথিস ?

—লেখাপড়া নেই জানে থে মুই। লেখাপড়া জানলে ভো বারু হতে পারভাম। বাবুর কাজ করভাম অফিসে বসে।

অবাক লাগে ভাওনাথের। এ কি বিশ্বাস্ত ; কিন্তু কোলাই বা খামোখা মিছে বলবে কেন ? তা হলে এমন দেশও আছে বেখানে লেখাপড়া না জানলেও মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করা যায় ? সেও তো যা হোক অয় একটু লিখতে পড়তে পারে, ভাহলে নিশ্চয়ই বেশ কিছু উপার্জন করতে পারব। স্কুল ভোনেই গাঁয়ে। ভাগ্যিস তার মামা বউ মরার পর ভাদের বাড়িতে এসে এক বছর ছিল ভাই সে একটু বাংলা ও ইংরেজী হরক লিখতে পড়তে শিখতে পেরেছে। মামা ছিল নাগপুরে একটা আফ সর পিয়ন। সেইসময় সে আর একজন পিয়নের কাছে লেখাপড়া শিখেছিল। ছেলেপিলে ছিল না ভাই সমস্ত মায়াটা পড়েছিল বউয়ের ওপর। বউ মারা যাবার পর চাকরি ছেড়ে দেয়। বলভো: কি হবে আর চাকরি করে, কার জন্তু চাকরি করব ?

এতক্ষণে জ্ঞানবারু স্নান সেরে মাধায় চিরুণি বুলোতে বুলোতে এসে জিগ্যেস করলেন:

- —রালা হয়েছে রে কোলা **?**
- -- दाँ बाबू, नव टेज्री।

## — (थर्ड प्न, वर्ग ভिতরে চলে গেলেন छ। नवांदू।

দরজা ধোলা। ভাওনার্থ দেখতে পার জ্ঞাননারু সারা গারে সাদা গুঁড়োগুঁড়ো কি বেন ছিটিয়ে দিচ্ছেন। সাদা খড়ির মত গুঁড়ো। নিকাঁশ করে বাটা। বাতাসে তার মিটি গন্ধ আসছে। আরো একটু গুঁড়ো উড়ে এসে ভাওনাথের চোখেমুখে লাগে। নাক টেনে টেনে গন্ধ শোখে বার বার। সকলের অজ্ঞাতসারে আলগোছে মুখে হাত দিয়ে ছু'একটা গুঁড়ো এনে পর্শ্ব করে। হাতটা ধুব মিটি গন্ধে ভরে গেছে। সমস্ত মনটাও মেতে উঠেছে গন্ধে। শুধু কৌতুহল আর জিজ্ঞাসা। এরা আলাদা জগতের লোক, এদের সবই নতুন। হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ভাওনাথের মন পাহাত্তলির প্রামগুলোর ওপর, তাদের অধিবাসীদের ওপর। সে ভাবতে পারে না এমন মনোরম দেশ থাকতে কেন এই নির্বোধ বর্বর লোকগুলো সেখানে থাকে ?

মিনিট মিনিট করে কয়েক ঘণ্টা কেটে যায়। সময়ের যেন ভানা আছে, মুহুর্ভের মধ্যে উড়ে গেছে কোপায়। বেলা ভিনটে। লোক ধরে না শিরু মহাজনের দোকানে। ঠেলাঠেলি গুঁভোগুঁভি শুরু হয়েছে। ওরা যেন দেবদর্শনপ্রার্থী। এতো ঠেলাঠেলি, এতো লোক একসঙ্গে এক জায়গায় কোনোদিন দেখেনি ভাওনাথ।

এ-সমস্ত কথা এখন যেন কেমন অবান্তর ও অপ্রাসন্ধিক বলে মনে হয় ভাওনাথের। এর অনেক কথাই বিস্মৃতপ্রায় তরুও যে-সব আজ স্মৃতির ল্রোভ বেয়ে ভেসে আসছে একের পর এক।

জ্ঞানবারু এসে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। লম্বা চওড়া সুঠাম চেহারার মাসুষটি। ধুব ভাল লাগলো ভাওনাথের। কী চমৎকার ব্যবহার? অত বড় একটি লোক অহন্ধার বলতে কিছু নেই। এসেই হাসিমুখে হাভ ছ'টো জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে স্বাইকে নমন্ধার জানিয়ে নরম মিষ্টি অথচ দৃগু গলায় বলতে শুরু করলেন, ভাই সব, ভোমরা নিশ্চরই শোননি এখনো, আর শুনবেই বা কি করে? কে ভোমাদের এ-সব খবর দেবে বল? সকলেই ভো নিজের নিয়ে ব্যস্ত। এ-দেশে ইংরেজ এসেছে এ-কথা আর নভুন করে বলার দরকার আছে মনে করিনে। সারা বাংলার উত্তর

অঞ্চল পাহাড় জলল কেটে চায়ের চাব আরম্ভ করেছেন। আপে ভো চা বলে কিছু আছে এ কথা এ-দেশের লোকে জানভোই ना। हा रूटा हीन मिट्न। जाब भक्षान बहुत धरत जक्रांख পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থ বায় করে ভারা অনেক চা বাগান খুলেছেন। এর মধ্যে ভাঁদের টাকায় কভ গরীব লোক যে বড়লোক হয়ে স্থাৰ্থে স্বচ্ছদেশ ষরসংসার করছে তার হিসেব নেই। বাগানে কেউ খেতে না পেয়ে মরে না, কাপড় জামার অভাবে কখনও পড়ে না এখানকার লোক। প্রতিদিনই সাহেবরা খুলছেন নতুন নতুন অনেক বাগান, এই দেশের লোকের জন্ম, ভোমাদের জন্ম, ভোমাদের ভাত কাপড়ের জন্ম। সেখানে পাবে সরকারী ভাল ঘরবাড়ি, সেধানে পাবে বিনা খাজনায় ক্ষেত-খামার করার জায়গা জমি। অহুধ হ'লে ওবুধ পাবে, পয়সা লাগবে না। সরকারী ডাজার আছে, যখন দরকার পাবে। অনেক, অনেক স্থবিধা স্থযোগ আছে সেখানে। কভ রকমের যে স্থবিধা ভা ভোমরা ধারণাও করতে পারবে না, এবং চোখে না দেখা পর্যন্ত অনেকেই বিশাসও করবে না হয়ত। আমি জোরগলায় শপথ করে বলতে পারি, ভোমরা একবার সেখানে গেলে আর ফিরে আসতে চাইবে না, এখানকার কথাও ভুলে যাবে। আমার সঙ্গে গেলে, গাড়িভাড়া, পথের খাওয়া দাওয়ার খরচ কিছুই লাগবে না ভোমাদের, বরং আরো পাঁচ টাকা নগদ দেব। তা দিয়ে তোমাদের দরকারি আর আর জিনিসপত্তর কিনতে পারবে। এ-ছাড়া বাগানে যাওয়ার পর আরো টাকা পাবে সেখানে। হাঁ, বলতে ভুলে গেছি, বিনা পায়সায় চা পাবে খেতে। এই চায়ে ভোমাদের গায়ে অনেক জোর হবে, কাজে ফুভি আসবে আর ফুভিতে অনেক বেশি কাজ করতে পারবে, আর অনেক বেশি কাজ করতে পারলে অনেক টাকা পাবে। চা খেলে কোনো অমুখ হবে না, আর যদি কখনও সদি इस कामि इस, এककान हा स्थरप्त भनीन हाका इरस छेठरव। অর হোক এককাপ চা খাও় সমস্ত শরীরটা ঘাম দিয়ে অর ছেড়ে यात्व। हारमञ्ज व्यन्क छन। वनट्ड शिक्ष कथा कुरनाम ना। ভাই ভো বিলেভের লোকগুলোর গায়ে এভ জোর, ভাদের অসুধ

করে না কোনোদিম। ওরা চা ধার বলে অভ সাহস আর অবন আযুদে।

এরপর লেংড়ার সঙ্গে অনেক রাত্রে বাড়ি কেরে ভাওনাধ। স্থানী তথনও উঠেনে বসে বাঁশের ঝাঁপি তৈরি করছে, সামনে একটা কুপি জলছে। অল্প হাওয়ায় বাডিটা একবার কমছে আবার বাড়ছে।

ওদের দেখতে পেয়ে সুখনী বলে ওঠে: বুধু নাকি নাম লিখিয়ে এল চা বাগানে যাবে বলে ?

লেংড়া জবাব দেওয়ার আগেই ভাওনাথ বললে, একলা বুধু কেন ? অনেকেই লিখিয়েছে।

সুধনী গর্ব অকুভব করে মনে মনে। হাসতে হাসতে লেংড়াকে বললো, তা হলে এইবার দেখতে পাচ্ছ তোমাকে আমি যা যা বলেছি তা সব ঠিক? সুখনী না থেমে বলতে থাকে, কিইবা এমন কামের লোক আমার ঐ মামাতো ভাই শনচর। ছিপছিপে মরা কাঠ চেহারা, না আছে শক্তি সামর্থ, না আছে বুদ্ধিস্থদ্ধি। একটা নিরেট পাথর, ক্যাবলা। দেখেছ তো আজ চার বছর আগে ওর কী ছিল আর এখন কি নেই? দেখলে তো হু'বছর বাদে যখন বউ নিয়ে দেশে ফিরলো বউয়ের গায় কত গয়না? মাথায়, কানে, নাকে, গলায়, কোমরে পায়ে সব জায়গায়, যেখানে যা দরকার। বউয়ের বয়স ভো কম নয়, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ই হবে তরু গয়না পরে ফিটফাট থেকে কত সুলর দেখায় ভাকে। আর ভার পাশে আমাকে কত বুড়ি দেখায়।

লেংড়া হাসতে হাসতে বললো, তব চলেক তানি দেখে আইবু।

লেংড়ার কথাতে ভাওনাথের সন্দেহ হয়। সে মনে করে ভার মাকে বুঝি ঠাটা করছে বাবা। সে সংশয় ভাঙে লেংড়ার পরের কথাতে। লেংড়া বললে: জায়গা ভাল না লাগে কিরে অ সবো আবার। শনচর ভো বলেছিল, না থাকলে সাহেবরা দেশে পাঠিয়ে দেয় আবার।

ভাওনাথ ধুব ধুশি হয়েছিল বাবার কথাতে। ভাকে আর

বারনা ধরতে হয়নি। আর তার মন্তের সঙ্গে বা বাবার বড়ের বিল আছে দেখে নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান ভেবে মনে মনে গৌরবের হাসি হেসেছিল সে। সেই হাসি এখনও ভাওনাথের মনে পড়ে কিন্তু সেই রক্ম হাসি এখন আর সে হাসতে পারে না। সেই হাসির উৎস কোথায় সে-সদ্ধানও ভানে না সে।

বাবু দেখেছে আজ এবারে সাহেব দেখবে এই আনন্দেই সে বিভার। কোলার কাছে শুনেছে সাহেবরা দেখতে নাকি ধুব ফর্স1, চুলগুলো সোনালী, চোখেমুখে আলো ঝলমল করছে আর শরীরে অসুরের শক্তি। মনে মনে সাহেবের রূপ কল্পনা করে ভাওনাথ।

পরদিন সকালে লেংড়া আবার কিনকেলে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসে তাদের। এক হপ্তা পার একটা নির্ধারিত দিনে রওনা হতে হবে তাদের। ঐ দিন ক্ষণ সবই ঠিক করে দিয়েছেন জ্ঞানবারু।

এরপর জানবাবুর উপদেশ মত নির্ধারিত দিনে ওরা গিয়ে হাজির হয় তাঁর কাছে। ইতিমধ্যে হালের গরুবাছুর হাঁস, মুরগী যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে দিয়েছে লেংড়া। জলের দামে বিক্রী করতে হয় সব, কারণ ক্রেভার চেয়ে বিক্রেভা এখন বেশি। লভাপাভার তৈরি ছোট কুঁড়ে বরটিভে একজন দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়াকে বসিয়ে যান।

কোলাকে চাপরাশী ভাকতে বলেন জ্ঞানবারু। অল্পকণের
মধ্যেই ইয়া মোচন্ত্র্যালা গাটাগোটা শক্তসমর্থ চেহারার একটা
লোক সঙ্গে করে কোলা ফেরে। লোকটির কোমরে একটা চামভার
চওড়া পেটি বাঁধা। পেটিভে পিতলের এক চাপরাস। ভাতে
বড় বড় হরফে লেখা পিওন টি, ডি, এল, এ। এ ছাড়া কাঁধ
থেকে কোমর পর্যন্ত আড়াআড়ি আর একটা স্থতীর চওড়া মোটা
ব্যাচ ঝুলছে পৈভার মত। ভাতেও ঐ কথাগুলো লেখা। ননে
মনে একটু ভয় হয়েছিল ভাওনাথের। পুলিশের নাম শুনেছে,
ভবে কি লোকটা পুলিশ ?

এরপর জ্ঞানবারুর ছকুম মত ঐ ছয় কুটে বিরাট দৈত্যের মত লোকটি ভাদের নিয়ে যায় লোহারডগা। সবই বেন ব্যায়ে মত চলছে। সেখানে গিয়ে ওরা দেখতে পায় সব তৈরি। পৌছান নাত্রই খাওয়া দাওয়া হয়। কোট-প্যাণ্টপরা একজন বাবু এসে হকুম দেন একটা লোককে, ওদের মালখানায় নিয়ে গিয়ে কাপড়-জামা বাসনপত্তর দিয়ে দাও। লেংড়া একখানি ধুভি, সুখনী একটা লাল পাছা-পেড়ে শাড়ি আর ভাওনাথকেও দেয় একখানা ছোট ধুভি। আর এ-ছাড়া তারা পেল একটা লোহার কড়াইও আর ভিনখানা কলাইকরা থালা।

ওরা সকলেই খুব খুশি হয়েছিল পাওনার নমুনা দেখে। ভাহলে কিনকেলে বাবুটি যা বলেছেন ভা সবই সভ্য।

এরপর আর একটা চাপরাশধারী লোকের সঙ্গে ওরা স্টেশনে আসে। সেই লোকটি যে বরাবর ভাদের সঙ্গে বাগানে আসবে ভা প্রথমটায় বুঝতে পারেনি ওরা।

ভাওনাথ রেলগাড়ি দেখেনি কোনোদিন। বিশ্বয়ের অবধি নেই, मत्न जकूत्रस्य बिखाना जात जानना। नव किছू भूँ रहे भूँ रहे प्रथए সে। এমন করে দেখার পিপাসা এর আগে তার ছিল না। যত দেখছে ভত দেখার সাধ হচ্ছে, জানবার পিপাসা বাড়ছে। তথনো স্টেশনে গাড়ি আসেনি। স্টেশন ঘরটার সামনে মাটিভে কাঠের ওপর বসানো মস্ত বড় সোজা ছু'টো লোহা দেখতে পেয়ে লেংড়াকে क्रिराग्न करत्र कानरा भारत, त्म प्र'रो। त्त्रममारेन, अत अभन्न मिरारे নাকি গাড়ি চলে। ভারপর হঠাৎ একটা খট্খট্ আওয়াজে চমকে ওঠে। পিছন ফিরে ভাকিয়ে দেখে একজন বাবু এক টুকরো কাঠের ওপর ভাতে একটা কাঠিতে আঙুল ঠুকছে। শব্দ হচ্ছে টরে টকা টরে টরে! আশ্চর্য হয় অথচ অস্কুত ভাল লাগে ভাওনাথের। লেংড়ার দিকে জিজাত্ম নেত্রে বোকার মত চেয়ে থাকে, মুখে একটু হাসি। লেংড়া বুঝতে পারে ভাওনাথের মনের ভাব। সব বুঝিয়ে দেয় তাকে। ভাওনাথের কিন্ত মাধা বুলিয়ে যায় এসব ভাবতে। কি করে একটা কাঠ ঠুকলে কথা বেরোয় আর শব্দই বা কভটুকু জোরে হচ্ছে যে তা অতদুরে আর একটা স্টেশনে যাবে। এরপর ফুঁক ফুঁক শব্দ আর একরাণ কালো বোঁয়া উড়ে षारम। भाषि এरमर् श्राहेक्र्स। स्थर् भाष এक्ट्रे मूर्त्र

একটা লোক দাঁড়িয়ে সবুজ ঝাণ্ডা উড়াচ্ছে। অস্কুত লাগে, হাঁ
করে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর কত কি ভাৰছিল সে। লেংড়া একটা
ধাকা দিয়ে হাত ধরে তাকে গাড়িতে ওঠায়। তথন জিজাসা
করার অবকাশ পায়নি গাড়িতে উঠে লেংড়াকে জিগ্যেস করে জানতে
পারে সব। প্রত্যেকের কাজের সঙ্গে একটা অস্কুত যোগাযোগ
কেমন করে এসব সম্ভব হয় এ-প্রশ্নের উত্তর শুঁজে পায় না ভাওনাধ।

গাড়ি চলেছে মেষের মত কালো কালো ধোঁয়া উড়িয়ে। সেই
সঙ্গে রেল লাইনের ছু'ধারে ছুটে চলেছে অকুরম্ভ সৌলর্ম ও
নানারকম ও নানা নানা চেহারার লোকের মিছিল। কত সবুজ
ধানক্ষেত, বিল, নীল টলটলে জল, কত পাখী, নতুন নতুন মুখ,
কত প্রাম, শহর, ষরবাড়ি, গাছপালা, গাড়িষোড়া, দোকানপসার
সাইনবোর্ড। এ-সব দেখে দেখে মন তন্ময় হয়ে পরে, জীবনের
একটা নতুন আস্বাদ পায়।

ছোট ছোট মাছগুলো জল থেকে ওপরে লাফিয়ে ওঠে আবার জলে পড়ে। ভাওনাথ তীক্ষ দৃষ্টি মেলে জলের দিকে চেয়ে থাকে। মাছগুলোকে ধুব স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না, ওগুলো যেন হাওয়ার চেয়েও ক্রন্ত। বকগুলো কী চালাক। চোখেরই বা কী তীব্র দৃষ্টি, চলন নি:শব্দ অথচ কত ক্রন্ত, প্রবণশক্তি কী প্রথর। জলের কিনারে নিভান্ত সভ্য ছেলের মত চুপচাপ বসে আছে আর একটু শব্দ হয়েছে কি লম্বা সরু ঠোঁটাটি ছুবিয়ে দেয় জলে। ভারপর কি হয় দেখার সুযোগ পায়নি। গাড়ি ছুটে চলে ঝড়ের বেগে।

নজর পড়ে দোকানগুলোর দিকে। অগণতি দোকান। সারবাঁধা।
একটার পর আর একটা। কি নেই ওগুলোতে? ওটা কি
লেখা? অনেক কটে মনে মনে বানান করে পড়ে ভাওনাথ, প
দাবর প। এর মানে কি? এখানে আবার কি পাওয়া যায়?
হাঁ, ঐ তো জুতো আঁকা রয়েছে ঐ লেখাটার নিচেয়, তাহলে
নিশ্চয়ই জুতোর দোকান। শীচরপের। কী অভুত অভুত নাম।
শীচরপ মানে তো পা'। তাহলে এইটে হয়ত পায়ের হাসপাতাল
হবে, পা ভেঙে গেলে কি জানি পা জোড়া দেওয়া হয় এখানে? চোখ
পড়ে সাইনবোর্ডের নিচের দিকে। এ কি এখানেও জুতো আঁকা?

ান জর মনে হাসে ভাওনাধ। মুহুর্তে ব্লান হরে যার সারা মুধধানা। মনে করে ছ-দও দাঁড়িয়ে দেখে কিছু সে উপায় নেই। গাড়ি যেন কারো অপেকা রাখে না, বাভাসের মন্ত সোঁ সোঁ ছ ছ করে চলেতে।

মাঝে এক কাঁকে মনে পড়ে কোলাকে। লোকটাকে বড় ভাল লাগে ভাওনাথের। সে রয়ে গেল। কবে ফিরবে, কে জানে ? সে সব জানে, থাকলে সব দেখিয়ে ভনিয়ে বুঝিয়ে দিভ। হঠাৎ মনটা অফ্যদিকে বাঁক নেয়। কোলা কিন্তু বড় ধরচে। ভাওনাথ অভ ধরচা করবে না। ওর মার একটাও গয়না নেই। বাবা ভো দিভে পারেনি কিন্তু সে দেবে; হাঁসুলি, মল, কানকুল, নাকছাবি। কভ ছংখ কষ্ট অভাবের সংসার ওদের। বড় হয়ে মজুরি থেটে সংসারের সব অভাব দূর করবে সে।

্র এরপর কাটিহার স্টেশনে এসে চমক ভাঙে। একটা বিরাট হৈচৈ হুড়মুড করে ভাদের সঙ্গের ও অক্সাম্ভ গাড়ির লোকগুলো কাঁধে বাঁশের ছ'ধারে ঝোলানো পুটলিপত্তর নিয়ে আর একটা গাড়িতে উঠছে, ভারাও সেই গাড়িতে ওঠে। এদিকে ফেরিওয়ালারা কাচেখেরা কাঠের বাক্স মাথায় আর জলের বালতি হাতে, পুরি মেঠাই চাই, পানবিড়ি চাই বলে হাঁক ছেড়ে বেড়াচ্ছে। চা কেরি করে বেড়াচ্ছে চাওয়ালা, চা খান, অবসাদ দুর হবে, দেহের ক্লান্তি कांग्रें यज्पूत श्री (याज शांत्रवन। गांरे जानरान छिन, পিপাসা দুর হবে শরীর ঠাণ্ডা হবে। রন্তাবাটের পচা ভোবার অল খেয়ে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবেন না। ওরা চা পানি পুরি মেঠাই খায়। তারপর পার্বতিপুরে আবার গাড়ি বদল। কাটিহারের বিরাট হৈ চৈ-এর মধ্যে লাল পাগড়িপরা চাপরাসধারী লোক গুলোকে লক্ষ্য করতে পারেনি ভাওনাথ। এবারে পার্বভিপুরে এসে এই লোকগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মানুষগুলোর চলাফেরা कथावाडी खनत्म मत्न दय এরা यन विश्व क्य करत এসেছে, এপের **७**পরেই যেন ইংরেজ সরকার সমস্ত দায়িত চাপিয়ে । দর্বেরত । এরপর নম্বর পড়ে চা জলখাবারের দোকানগুলোর দিকে। থাকের ওপর থাক দিয়ে স্তরে স্তরে কি স্থানর অভুতভাবে সাজানো এই

বিচিত্র মেঠাইগুলো। ইরেক রকমের মেঠাই কোনোটারই নাম জানে না ভাওনাথ। মেঠাইগুলোর স্থমিষ্ট গন্ধ পায় নাকে। এরপর লালমণিরহাট পেরিয়ে কুচবিহার। কুচবিহার পার হলেই দেখতে পায় মাটির রং অনেকটা বদলে গেছে। রেলের ছইপাশে যেখান থেকে মাটি কেটে রেল লাইন বসানো হয়েছে সেই সমস্ত গর্তগুলির পাড় লালচে রঙের। মনে হয় কেউ যেন ভাতে সিঁ হুদ্ধ লেপে দিয়েছে। এরপর যেই আলিপুরত্নার পার হয়েছে অমনি দেখা যায় সেই ঢেউ খেলানো ধানের মাঠ আর সমতল প্রান্তর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখানকার জমি অসমতল, উঁচু-নিচু। মাটি বড় একটা চোখে ধরা পড়ে না শুধু বালি আর পাথরের কুঁচি! মাঝে মাঝে বড় বড় ছু'একটা পাথর, ওর ওপর বসে গাঁয়ের ছেলেরা গর করছে। আকাশে বাতাসে চিমনির মাথায় কালো কালো অজল ধোঁয়া উঠছে। সাদা মেঘগুলো কেমন যেন কালো হয়ে গেছে ঐ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়। সুর্যের রশ্মিও যেন ক্ষীণ হয়ে গেছে। শেষে দমনপুর স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি এসে থমকে দাঁড়ায় রাজাভাত-খাওয়ায়। আবার একটা ভাড়াহড়ো পড়ে যায়। তবে এবারকার ভাড়াহুড়ো আগের মত জোরালো নয়। ধীরে স্থক্তে সকলেই গাড়ি থেকে নামে। ভারাও। এখানেই গাড়ির গতি শেষ হয়েছে. আর द्राललाहेन (नहे।

ঘন বনের মধ্য দিয়ে লতাপাতায় ঘেরা প্রচ্ছন্ন সরু পথে ওরা চলতে থাকে উত্তরমুখো পাহাড়ের দিকে। পাহাড়টা হাসছে— চোখেমুখে রোদের ঝিলিমিলি। পথে ডিমা, কালজানি, বাসরা নদী আর গাড়োপাড়া, গাঙ্গুটিয়া, কালচিনি ও হাসিমারা বাগান। তারপর দলমাননগর।

তখন চৈত্রের প্রথম। কিছু দিন আগের কলমকরা চা গাছগুলো ফান্তনের মাঝামাঝি একটা রষ্টি পেয়ে তার স্থঁচলো ডাঁটাগুলোর চারপাশ দিয়ে সমান ভাবে সবুজ কচি পাতা সমেত নতুন ডালপালা লকলকিয়ে উঠেছে। মনে হয় কে যেন স্থানুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, দৃষ্টির বাইরেও, বিরাট একটা সবুজ মথমলের গালিচা পেতে রেখেছে। এই চা গাছগুলির কাঁকে কাঁকে আকাশন্দা সাদাকালো শিরীষ খাকড়ের গাছ। গাছওলো সারিবদ্ধ ভাবে সোজা আকাশমুখো অনেকদুর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সৈ। ন কর মত চা গাছগুলোকে আগলে আছে। এদের গোড়া থেকে আট দশ হাত উপর পর্যন্ত চুণের ছোপ লাগানো, মনে হচ্ছিল যেন ধোলাই লংক্লথের পায়জামা পরা। এই শিরীষ খাকড় জীন্মের দহন থেকে বাঁচিয়ে রাখে চা গাছগুলোকে। আর চৈত্রের বারা মরা পাতাগুলো রষ্টি পেয়ে শেষে সারে পরিণত হয়। এই চা শিनीरबंद গাছগুলোর মাঝে মাঝে জল নিকাশনের নালা আর চা গাছের ডালপালা ঢাকা হু'একটা দেও হু'ফুট চওড়া রাস্তা। े দুরে ছ'একটা বড় সড়কও আছে। পথ চলতে চলতে রাস্তা থেট্কই নজরে পড়ে ছোট ছোট লতাপাতা খড়কুটো বাঁশখড়ির অজল কুঁড়ে এর একটু দুরে আরো ছ'চারটে লভাপাতা খড়জঙ্গল বাঁশ-শুঁটির তৈরি ঘর। এইগুলির আয়তন একটু বড়। চোথে পড়ে কালো পেণ্টকরা আকাশছোঁওয়া কয়েকটা छामा यत्र छाला। চোঙ উঠেছে। ভারপর অনেক দূরে সবুজ বনে ছোট নীলচে পাহাড়ের ওপর ছু'ভিনটে চোধ ঝলসানো রামধন্তুক বর্ণ চুরিকরা প্রাসাদতুল্য কুঠি। দেশী বিদেশী লভাপাভা ফুলে বেরা। জনবিরল শাস্ত, স্বস্থ পরিবেশ। এগুলো গুদোম থেকে বেশ খানিকটে দুরে। সেখানে চিমনীর কালো ধোঁয়া পৌছোয় না, হা-হভাশ দীর্ঘখাসের খাসরোধী বেদনার বিস্থুমাত্র ছায়াপাত নেই। কোথাও বা কোন কোন বাগানে টুকরি পিঠে বুকে ছেলে নিয়ে পাতি টিপছে হাতের কাজ তো নয় যেন মেসিনে কাজ হচ্ছে कृषिकामिनद्रा। बरन करत्र छाउनाथ । जावात काथाउ वा बत्रमछाला मात्रवैद्य जातन তালে ফাড়ুয়া করছে। সাদা ইম্পাতের কোদালীগুলোর ওপর রৌদ্রঝলক পড়ে বিহ্যাতের মত ঝলমল করে উঠছে। চোখে ধাঁধা লাগে। এছাড়া অনেক মেয়েদের মাথায় ছোট এক একটা কাঠের এর মধ্যে মাটির মত কি একটা জিনিস। চাপরাসীকে बिर्गात करन बानए शास्त—अनव मन। श्रुतरना शास्त्र । बात ছোট ছোট ছেলেনেয়েদের হাতে একটা করে ছোট সিল ফাড়ুয়া। 

ভাওনাথ মাঠে কাজ করতো লেংড়ার সঙ্গে। এর আগে সে কথন কথন, যথন জুতমত রষ্টি পাওয়ায় জমি চাষের উপযোগী হতো খুব কাজের চাপ পড়তো তার বাবার, তথন বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেত তার জত্যে। স্থধনীই বলেছিল ঐ ফাড়য়। কিনে দিতে—সে আরো বলেছিল এখন থেকে কাজ করার অভ্যাস না করালে ও গতরপোষা হয়ে যাবে। এই সব ছবি দেখে দেখে চারদিন চার রাভের পথের ক্লান্তি ক্লিথেতেটা সব ভুলে গিয়েছিল ওরা। একটা নতুন আশার আলোক দেখতে পেয়েছিল উত্তরের ঐ নীলচে সবুজ পাহাড়ে। বিশাল বিস্তৃত পাহাড় সারা উত্তর দিকটা আর পুব পশ্চিম কোণ ছটোকে বিরে আছে। আকাশটাও নেমে এসেছে সেখানে। এখান থেকে আকাশ যেন বেশি দুরে নয়—পাহাড়ের কোলে উঠে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। বক্লাছ্যারের উপরে দেখতে পায় বরফজমা সাদা ধবলগিরি চুড়ো। পাহাড়টা যেন একটা সাদা ওড়না মাথায় দিয়ে বসে আছে।

লোহরডগা থেকে চালানের আগেই ঠিক হয় মজুররা কোন
স্দারের অধীনে কাজ করবে কামানে। ওদেরও স্দার ঠিক হয়।
নাম জউরু বড়াইক। ওরা যখন দলমাননগর পৌছোয় তখন
স্থা ঠিক মাধার ওপরে। চাপরাসী বললো—এখন তো অফিস
বন্ধ হয়ে গেছে—সাহেব বাবু কেউ নেই, চলো স্দারের বাড়িতে
যাই। বড় সড়ক থেকে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে এসে একটা
লাইনে পড়ে ওরা। সারবাধা অনেক হয়। সব হরওলোই
লতাপাতা খড়জঙ্গলের তৈরি ঠিক যেমন ওরা আসার পথে দেখে
এসেছে। এরই একটি হয় জউরু স্দারের। জউরু বাড়িতেই
ছিল। ওদের দেখে এগিয়ে এসে চাপরাসীকে একটা সেলাম
ঠুকে জিগ্যেস করে—কে কার কুলি আহে চাপরাসী সাব 
স্পারনীও সাড়া পেয়ে হয় থেকে বাইরে আসে। স্থামী স্ত্রী
ছ'জনেই বছ সমাদরে ওদের বসতে দেয়। অরক্ষণের মধ্যেই
চা পানি এনে দেয় স্পারনী। চা পানির সঙ্গে এক এক ভোষা
হাঁভিয়াও ছিল। মহাভৃথির সঙ্গে এক নিশ্বাসে সব শেষ করে

ওরা। তারপর ভাত খাওয়া দাওয়া হয় বেলা তিনটেয়। চারটেয় আফিসে যায় ওরা। ওদের সঙ্গে জউরুও আসে। অফিস যাওয়ার আগে চাপরাসী বক্সিস চায় সর্দারের কাছে। স্দার কোনো ওজর-আপত্তি না করে খুশি মনে আট আনা পয়সা দেয় তাকে।

অফিসের কাছেই গুদোম। অফিসের চারিদিকেই প্রশন্ত বারালা আর তার সমস্ত দিকটাই বারমেসে ফুল লতাপাতায় ভরতি। ফুল লতাপাতার মাঝে মাঝে লোক চলাচলের সরু পথ। অফিস বরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব এই তিনটি দিকই কাঁটাতার দিয়ে বেরা আর উত্তরে তো মস্ত বড় গুদোম। উত্তর দিক ছাড়া জার তিন দিকেই বেড়ার পর সাদা কালো লাল নীল কুচি পাথরে মোড়া রাস্তা। অফিস আর গুদোমের মাঝখানে পশ্চিমের বেড়াছে বা একটা কৃষ্ণচুড়ার গাছ।

ছপুরবেলাতে বারালাগুলো একরকম নিঝুম থাকে বললেই হয় কিন্তু বিকেল হতে না হতেই লোকে গিজগিজ করে। মুসী, কামদারী, চাপরাসী, সদার; মজুর অনেকেই জমা হয় ম্যানেজারের কাছে ছকুম, বিচার ও অভিযোগের জন্মে।

ভাওনাথেরা প্রথম যেদিন অফিস যায় সেদিন আরো ভিড় জমেছিল অফিসে। মুস্সী, কামদারী, চাপরাসী, সদার তো এসেই ছিল এছাড়া বাগানের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছিল। অফিসের চারদিকের বারালায় লোক ধরেনি তাই কঞ্চূড়া গাছের নিচে এবং কুলবাগিচার সরু রাস্তাগুলিতেও তারা ছড়িয়ে পড়ে। ভাওনাথের কেমন একটু ভয় ভয় লেগেছিল এত লোক দেখে, যখন রাস্তা দিয়ে অফিসমুখো আসছিল তারা। দেখতে পায় দলে দলে মেয়েপুরুষ ছেলে রুড়ো ছুটেছে অফিসপানে আবার অনেকে ফিরছে অফিস থেকে মন্থর গতিতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা কইতে কইতে, হিসাব করতে করতে। প্রত্যেকের হাতেই কিছু না কিছু টাকা পয়সা। ভাওনাথের ভয় ভাঙে জউরুর কথায়। জউরু লেংড়াকে বললো—তলবকা দিন আহে।

व्यक्ति शिरम ब्रह्म व्यथ्न अपन निरम याम वज्नावूत काट्य।

ভখন বড়বাবু ছিলেন পিনাকবাবু। নিরঞ্জনবাবু ভখনো আসেননি। ভিনি আসেন এর চারবছর পরে।

টি. ডি! এলের পিওন যে ওদের সঙ্গে করে এনেছিল সেও গিয়েছিল অফিসে। সে একটা সেলাম ঠুকে ছটো কাগজ পিনাকবাবুর হাতে দেয়। পিনাকবাবু সেই ছটো হাতে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বড়সাহেবের কামরায় চুকে তাতে তাঁর সই নেন। বড়সাহেব প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা চাবির ভোড়া'বের করে তাঁর কাছে দিলেন। পিনাকবাবু পাকা দেওয়ালের গায়ে ফিট করা একটা সিক্ষুক থেকে কিছু টাকা বের করেন। বড়সাহেব কি যেন লিখলেন একটা মোটা খাতায়। একটু বাদেই ভাওনার্থ বুঝতে পারে যে ঐ টাকাগুলো তাদের দেওয়ার জন্মেই বের করা হয়েছে এবং ওটাকে সেটলিং বোনাস বলে।

এর আগে ভাওনাথ কখনো সাহেব দেখেনি। সাহেবের গায়ের রং ও বিরাট স্থস্থ সবল দেহ দেখে অবাক হয় সে। এখানে আসার আগে অনেকবার এঁদের কথা শুনেছে আর আজ চোখে দেখে মুগ্রনেত্রে অপলক চেয়ে থাকে। সভ্যিই সাহেবরা কী স্থলর! সভ্যিই এঁরা 'খুব ভাল লোক! এমন চেহারার লোক কি খারাপ হেতে পারে। এঁদের সম্বন্ধে দেশে থাকালীন যা শুনেছে তা সবই সত্য। দেশের লোকে বলে সাহেব দেখতে পাওয়া বছ পুণ্যের ফল। একথা ঠিক। কোলার কথা মনে হয় আবার।

পিনাকবারু সাহেবের ধর থেকে ফিরে এসে ভাদের নাম ধরে ধরে ডেকে ওদের নিজ নিজ হাতে প্রাপ্য টাকা ছটো দেন।

অফিস থেকে পুবে ছ'শো সওয়া ছ'শো গজ দুরে মাল গুদোম। সেখানে থাকে যত সব প্রয়োজনীয় মালমশলা লোহালক্ক। বড়বারু চিঠির মত এক টুকরো কাগজ সর্দারের হাতে দিয়ে সেখানে নিয়ে মালবারুর নিকট সেটা দিতে বলেন। তাঁকে কাগজের টুক্রোটা দিতেই একটা লোহার কড়াই আর লেংড়াকে একটা ফাডুয়া, স্থনী ও ভাকে দেন ছোট একটা একটা থালি ফাডুয়া।

ভাওনাথের মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে দেখতে পার

তার চেয়েও অনেক ছোট ছেলেমেয়ে মুঠে। ভরতি তলব নিচ্ছে সাহেববাবুর কাছ থেকে। একজন বাবু একটা খাতা দেখে নাম আর পাওনা টাকার অন্ধ হাঁকছে আর সাহেব গুনে গুনে টাকা দিছে। ওঁদের সামনে একটা টেবিল, তার ওপর টাকা, আটআনি, চারআনি, ছ'আনি, একআনি, ডবলপয়সা, পয়সা সব পৃথক পৃথক শুবকে সাজানো। আরো অনেক টাকাপয়সা সিকি ছ'আনি বাদামী রঙের কাগজে মোড়া ঐ টেবিলটার ওপর একটা কাঠের ট্রেডে রয়েছে। খোলা টাকাপয়সাগুলো কুরিয়ে গেলেই ঐ বাণ্ডিলগুলো খুলে আবার শুক্তস্থান পূর্ব করে দিছে একজন চৌকিদার।

এরমাঝে একফাঁকে ভাওনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নানা দেশের নানাভাষী নানা চেহারার লোক। নেপালী, ভূটিয়া, গারো, মেচ, গাঁতভাল, মাদ্রাজী, বিলাসপুরী, নাগপুরী। এদের মধ্যে তাদের দেশের লোকও অনেক আছে কিন্তু তাদের আর এখন চেনা যায় না। তারা তাদের ভোল বদলিয়েছে। পরনে ধরণে কথাবার্তায়। তারা যেন এখন ভিন্ন দেশের লোক। একটা নতুন আলোকে আলোকিত। বেশ খুশি খুশি ভাব, চোখেমুখে একটা গৌরবের দীপ্তি। কাউকে কাউকে বেশ ভাল লাগলো ভাওনাথের আবার অনেককে যেন কেমন কুটিল অহন্ধারী বলে মনে হলো। ওদের দেখে কেউ হাসছে, কানাকানি করছে আবার কেউ মুখ বেঁকিয়ে চোখ হুটো অন্তুদিকে বুরিয়ে নিছে। কেমন যেন একটা স্থাণ ও বিজ্ঞপের ভাব। আবার অনেকে তাদের দিকে নিশাক চেয়ে কি যেন ভাবছে, দেখছে, হ'একটা চাপা দীর্ষশ্বাস ফেলছে। এদের চোখেমুখে যেন দয়া, করুণা ও দাক্ষিণার প্রসাদ ভরা।

এরপর ওরা সর্দারের সঙ্গে তার ঘরে ফিরে যায়। সেখানে থাকতে হয় তাদের পুরো তিন দিন তিন রাত্রি। নিজেরা ঘর পায় চারদিনের দিন। ছোট একটা সেই খড়জঙ্গল দিয়ে তৈরী ঘর। আঠারো কুট লম্বা আর বারো কুট চওড়া। বেশি উঁচু নয়। ঘরের মাঝখানের তিনটি খুটি শুধু বারো কুট আর ছ'পাশের সমস্ত খুঁটিই সাত আট কুটের। এ থেকে আবার এক কুটের

ওপর সাদ্রেত পোঁতা হয়েছে। সোজা হয়ে ষরে চুকতে গেলে মাধা আর বরের চালে ঠোকাঠুকি হয়ে রক্তপাত হয়। মেটে পোঁতা। মাটি থেকে নয় দশ ইঞ্চি কি বড় জোর এক কুট উঁচু। হাওয়া বাতাস ঢোকেনা একটুও। জানালার বালাই নাই। নামমাত্র একটা দরজা। সেটাকে ঠিক দরজা বলা চলে না। বাঁশের বাতা দিয়ে খড়ের তৈরি। ছাউনি ও বেড়া খড়ের। খড় ঠিক নয়—খাগড়া। লাইনের গরুগুলো সুযোগ পেলেই ঐ খড়গুলো খেয়ে জায়গায় জায়গায় কাঁক করে দেয়। এতেও ওদের মনে অপার আনন্দ, উৎসাহ ও আশা। ওরা বাপেবেটায় মিলে নিকটের জঙ্গল থেকে খড়কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে ঘরটিকে যতটুকু সম্ভব পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। সুখনীর দানও তাতে অনেক। সে রাস্তা থেকে গোবর কুড়িয়ে নিয়ে এসে বেড়াতে গোবরমাটি লেপে দেয় হালকা করে। অল্প দিনের মধ্যেই ওরা বেশ করে গুছিয়ে নেয় ওদের ছোট সংসারটি।

সময়ের স্রোভ বয়ে চলেছে একটানা। কেউ তাকে রুখতে পারে নি পারবেও না কোনদিন। সময়ের স্রোতের পলিমাটি থেকে স্থাটি হয়েছে ইতিহাস। সে ইতিহাস মাটির, মানুষের, তার পথ চলার!

সময়ের ইভিহাস রচয়িতা হচ্ছেন মহাকাল, সময়কে চিহ্নিত করে ইভিহাস রচনা করেছে মামুষ।

এই পাহাড় বন জঙ্গলের দেশের ছিল না আজকের এই ইতিহাস। এ দেশ ছিল পাহাড় জঙ্গল বেরা একখণ্ড অরণ্যভূমি। সভ্যভার প্রথম পদক্ষেপ হয় এখানে প্রায় ছু'শো বছর আগে। তখন বাস করতো কয়েক জাতীয় আরণ্যক মাহুষ। তাদের উপজীবিকা ছিল অরণ্যের পশু শিকার আর অল্প কিছু ক্ষেত খামারের কাজ। এদের বলা হতো মেচ, কোচ, গারো, টোটা। মেচ গারোও টোটারা এখনো অনেকে বাগানের উপকঠে বসবাস ও চাষ আবাদ করে আবার যখন নিজেদের ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন বাগানের কাজ করে। কুচবিহারের নামটা তোকোচ থেকে হয়েছে। ঐ সময়ে এই জায়গার বিশেষ কোন নাম ছিল না। শুধু মেচপাড়া, কোচপাড়া, গারোপাড়া, টোটাপাড়া বলতো ওরা। যেখানে মেচেরা, গারোরা কিম্বা টোটারা থাকভো সেখানে কোচ থাকভো না, আবার যেখানে কোচেরা থাকভো সেখানে মেচে, গারো, টোটারা থাকভো না। ওরা এক এক জাতি দল বেঁধে থাকতো এক এক জায়গায়। ভাই মেচপাড়া টোটাপাড়া নামে এখনো জায়গা আছে এর কাছাকাছি।

দলমাননগর নামটি হলো দলমান তামাং সর্দারের নাম থেকে।
দলমান একদিন ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসে এখানে একটি
শিকারের পিছু পিছু। এখানে এসে অনেক শিকার পেয়ে এই
বনজ্জলেই রয়ে যায় তার লোকজন নিয়ে। মেচ, কোচ, গারো,
টোটারা ছিল অত্যন্ত ভীক। ভুটিয়াদের গদ্ধ পেয়েই ওরা ছুটে

পালায় অক্স বনে। দলমান তামাং জাঁকিয়ে বসে জায়গাটিকে দলমান বস্তি নাম দিয়ে। এরপর আসে ইংরেজ। তারা এখানকার জমি কিনে নিয়ে চায়ের চাষ শুরু করে দেয়। বাগানের নাম দেয় দলমাননগর।

ভারপর বনজ্ঞল কেটে ভৈরি হলো ধরবাড়ি। এলো কড লোক, হলো চায়ের চাষ। পাহাড় ভেদ করে বনের বুক চিরে ভৈরি হলো ছোট বড় কড সড়ক রাস্তা—রেল লাইন। কড মজুর দিল কভো রজ, কভো জীবন। বাব ভালুক হাভি শুয়ারের শিকার হলো অনেকে, জ্বলে পুড়ে মরলো বিষাক্ত সাপের বিষে। ভৈরি করলো একতালা, দোভালা, ভেভালা কভো গুদোম। ভাভে বসালো কভো ইঞ্জিন, বয়লার পাভিকাটা পাভিমলাই, চা শুকানো আরো কড শার্টিং পার্টিং মেসিন। বয়লারের জ্বলম্ভ আগুনে পুড়ে মরলো কভ জন, গুদোমের চাল থেকে, মাচান থেকে পড়ে মরলো কভো লোক—হাভ ভাঙলো, পা ভাঙলো, বুকের পাঁজর ভাঙলো জন্ধ হলো আরো কভ জন। আজা ভাদের সেই শক্ত হাড় এ-মাটিভে দীর্ঘলাস ফেলে। আজো ভাদের রক্তের বীজাণু কিলবিল করছো মাটির মধ্যে। কেন ং কি জক্ত ং কাদের জন্ত ং দূর ভবিত্ততের আলো দেখতে পেয়েছিল ভারা। পাহাড় ডিঙিয়ে শুর্য উঠছে।

এ শুধু হয়েছে পেটের ভাড়নায়, টাকার জোরে। টাকার লোভ দেখিয়ে, কড়া হকুম ঝেড়ে! এই শক্তিশালী লোকগুলো নিজেদের রক্ত জল করে যা দিল ভার মূল্য কম নয়। কিন্তু কাকে দিল ? কে নিয়েছে সেই সম্পদ, বৈভব ?

বনের হিংশ্রতা ক্রমে লুপ্ত হলো; কিন্তু মান্নুষের হিংশ্রতা আরো বাড়লো, বাড়লো লোভ, পিপাসা, মৃত্যু, জীঘাংসা। পাহাড় আরো উঁচু হলো তাজা রক্ত খেয়ে খেয়ে। নিরেট পাহাড়। নির্ভেজাল। শুধু পাধর আর পাধর, মাটির লেশমাত্র নেই তাতে। দিনে আগুনে বাতাস আর রাতে হিমের কনকনানি।

দলমাননগর বাগানটির উত্তরে, তুই মাইল দুরে সম্ভোলা টি-স্টেট। আগে এটা ছিল একটা কমলা বাগান। ইংরেজরা যথন ঐখানে চায়ের চাষ করলেন সেই নাম থেকেই নাম দিলে সম্ভোলা টি-স্টেট।

এর গায়ে শৈল তরজমালা। একটার পর আর একটা পাহাড় উঠে
উঠে আকাশ ছুঁয়েছে অনভিদুরে। পাহাড়টির নাম কমলা পাহাড়।
এ নাম যে কে এবং কবে দিয়েছে ভার হিদিশ নেই তবে অনুমান হয়
পাহাড়ের নিচেতেই ছিল কমলাবাগান। শীতকালে কমলা পাকলে
দুর থেকে পাহাড়ের তলদেশটা কমলা রঙের দেখা যেত হয়ত ভাই
থেকে এই নাম। দক্ষিণে জীবনপুর চা বাগান, ভারপর কালচিনি,
ডিমা, চিনস্থলা, গাছুটিয়া, শালবাড়ি আরো কত চা বাগান এবং
রিজার্ভ ফরেস্ট শেষে রাজাভাতখাওয়া, দমনপুর, আলিপুরত্য়ার,
কুচবিহার। পশ্চিমে বাগানের মধ্যেই স্লোটারগঞ্জ স্টেশন ভারপর
চির্যৌবনা ভ্রমা নদী।

আজ নয় দশ বছর আগে এই দলমাননগরে নিরপ্তন বারু আসেন চাকরি নিয়ে। ভাওনাথের সজে তাঁর পরিচয় ঘটে সেই দিনই। সে গাড়িম্যানের কাজ করতো তথন। সে সময়ে গরু ভইসার গাড়ি ছাড়া আর অন্ত কোনো যানবাহন ছিল না। স্টেশনও তথন ছিল না এখানে। স্টেশন ছিল রাজাভাতখাওয়য়। সেখানে যেতে হলে তথু বন আর নদী পার হতে হতো। কালজানি, ডিমা, বাসরার কী ত্রন্ত লোত! এই ত্তক্নো খাঁ খাঁ করছে পরক্ষণেই জলে থৈ থৈ। এর কাছে বাতাসও হার মানে। পাহাড় থেকে কী তীব্রবেগে নেমে আসে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কত গরু ভইসার গাড়ি যে কোথায় ভেসে গেছে তার ঠিক্টিকানা নেই তাই এখনো সকলে পার হওয়ার আগে ডিমা নদীতে পা দিয়েই তাকে প্রণাম করে তবে গাড়ি নামায়। কতো লোক, মালপত্তরও নিখোঁজ হয়েছে। নিরপ্তনবারুকে ভাওনাথই তার ভইসা গাড়িতে নিয়ে এসেছিল বাগানে।

এ দেশে পাহাড়ী জ্বরের ভয়ে লোকজন আসতো না তথন। এই শালবনের মধ্যেই নাকি যম থাকতেন। শালের কুল কুটতো আষাঢ়ে, সজে সজে শুরু হতো অসুখ বিসুখ তারপর মড়ক।

রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে ছিল আর. এন. সা কোম্পানীর একটা বড় মনিহারী দোকান। শুধু মনিহারী বললে উপযুক্ত আখ্যা দেওয়া হয় না বরং 'হোয়াট নট' বলা ভাল। সাহেবেরা ভাদের যাবভীয় প্রয়েজনীয় জিনিনপত্তর কিনতো ঐ দোকান থেকে। আর. এন. সা কোম্পানী যে কেবলমাত্রা টিনের খাবার আর প্রসাধন জিনিস সরবরাহ করতো তা নয়। প্রয়োজনবোধে বাগানের ম্যানেজারেরা তাদের কাছেই ধরনা দিতেন এটা ওটা সেটার জল্ঞে। কেরানী, বেয়ারা, বাবুটি, মশালচি, খিদমতগার সব কিছুই সরবরাহ করতো তারা। আর শুধুই কি এই সব ? এছাড়া ওরা জোগাতো আরো অনেক মাসুষ, যারা ওদের নির্জন ঠাণ্ডা ঠোঁটে প্রাণকণা কুটিয়ে তুলতো! কোম্পানীর ম্যানেজার লোক সংপ্রহ করে খবর দিত বাগানের সাহেবকে তারপর তিনি গাড়ি পাঠাতেন। নিরঞ্জনবাবুর বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছিল।

ঐ যে বড় সড়কের চৌমাধার ওপরের বুড়ো অশ্বর্য ওর যে বয়স কভ ভা কেউ বলভে পারে না। ঝুরি নামতে নামতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিয়েছে। দুর থেকে সেগুলো দেখলে একটা একটা শুভদ্র গাছ বলে শুম হয়। অনেক আগের বুড়োরা যাঁরা বেঁচেছিলেন ভখন, ভারা বলভেন ঐ গাছটিকে নাকি ওরা অমনিই দেখেছেন ভবে এখনকার মভো অজল্ম ঝুরি নামেনি ভখন। আবার এঁদের আগের বুড়োরা বলভেন—আরে ভাই, ঐ বটগাছটির কথা আর বলো না, ও যে কবেকার কেউ বলভে পারেনি!

মাহ্ব সব ভূলে যায়, মাটি ভোলে না। সকলের সমন্ত স্বাক্ষরই তার বুকে অন্ধিত থেকে যায়। বীজ থেকে অন্ধুর তারপর গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ আবার অন্ধুর। এই বুড়ো বটগাছ তার প্রতীক। সে ইতিহাস রচনা করছে কত যুগ যুগ ধরে—রক্ত মাংস হাড়ের ইতিহাস। ঐ বটগাছের চারিপাশে যেখানে আজ দোকানপসার ওখানটা আগে ছিল খড়জ্জল ও জ্জালি বাঁশের ঝাড়ে ভরতি।

ঐ যে বটগাছটির লাগোয়া দক্ষিণে যেখানে একটা দোভলা মন্ত বড় বর। টিনের ছাউনি, কাঠের দেওয়াল, সানবাঁধা মেঝে ওখানে ছিল একটা ছোট বারো কুট লমা আর আট কুট চওড়া মেটে বর। ড্টা এখনও গদিখানা, আগেও ভাই ছিল। কভ পরিবর্তন ? দিনের পর দিন যেন এগিয়ে চলেছে। মাসুষও। আগেকার সেই রূপকথার মত মাসুষে আর গাছের বাকল পরে না, গাছতলায় কি গাছের খোর্ছলে বাস করে না, বস্তু পশুপক্ষীর মাংস খেয়ে উদর পুরণ করে না। এখন ভারা জানতে পেরেছে ভারা কি এবং কি চায় ?

এই ষরে দিনের কত প্লানি ধুয়েমুছে ফেলতো শ্রমিকেরা।
স্বন্ধির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতো, রক্ত জলকরা পয়সার সম্বহার
করতো। এই তো ছিল তাদের জীবন! এই জীবন নিয়েই তারা
চলেছে যুগের পর যুগ। আর বাংলোতে আরামকেদারায়
অর্ধ শায়িত অবস্থায় থেকে মালিকেরা দুরবীক্ষণ দিয়ে এ-সব দেখতো
আর আড়চোখে চেয়ে জয়ের হাসি হাসতো। আর হাসতো ঐ
ঢাকের মত পেটওয়ালা বুড়ো লোকটি—রামপ্রসাদ কালোয়ার।
আগে কি ওর ভুঁড়ি ছিল ছাই ? লোকটি ছিল একটা শুকনো
পাতথড়ি। সোকানের মধ্যে কি হোটাছুটিই না করতো ? আর
লোকগুলো নেশায় মেতে উঠলে তো কথাই ছিল না। ঘরের
কোণে উত্তরে থাকতো হুটো বড় বড় মেটে জলের জালা।
ঘন ঘন সেই দিকে যেত আর ঐ ছিনে সরু ছিপছিপে লোকটি
কী চীৎকারই না করে উঠতো। ওরে, জল নিয়ে আয় জলদি।
একটু যদি নজর থাকে তোদের ? হাবা শুয়োর কোথাকার।

চৌরান্তার লাগোয়া পশ্চিমে ঐ যে পাকা বাড়িটা, ওটা পোস্টঅফিস। আগে কি ছাতু পোস্টঅফিস ছিল এ গেরদে কোথাও? ডাক্ষর ছিল আলিপুরছ্যারে। চিঠি পাওয়া যেভ সপ্তাহে একদিন। বাগানের পিওন গিয়ে চিঠিপত্তর দিয়ে আর নিয়ে আসতো। ঐ দিন বাগানের ছণ্ডিও নিয়ে আসা হতো। একটা হাতী ছিল বাগানে। সেটায় চড়ে পিওন যেভ আর সঙ্গে থাকতো ছোটসাহেব বন্দুক নিয়ে। এরপর সারিবাধা ঐ যে ছোট ছোট মেটে বারো হাভ লম্বা আট হাভ চওড়া মর ওগুলো মন্দুরদের বাড়ি। ঐ একই মরে রান্ধাবান্ধা থাকাখাওয়া সব। লোকও থাকে পাঁচ ছয় জন। এ-ছাড়া শীতকালে বর্বার জন্ম লক্ডিও সংগ্রহ করে রাখতে হয় ভাতে। এ-মর অবশ্ব কোম্পানী থেকেই

পাওয়া। কোন কোন ধরের একপাশে ঐ যে ছোট একটা খুপরি হাত চার পাঁচ লম্বা, আড়াই কি তিন হাত চওড়া আর হাত পাঁচেক উঁচু ওটাতে থাকে গরুবাছুর, ছাগল শুয়োর। খড় কাঠ খুঁটি পাবে কোথায়। তাই গাছের ডালপাতা দিয়েই ওগুলো তৈরি করে নিয়েছে নিজেরা। হাঁস মুরগীও কারো কারো আছে সেগুলো তো শীতকালে ঘরের চালে থাকে আর বর্ষায় সদ্ধার আগেই ঐ ঘরের কোণে আশ্রম নেয়। এরপর বাবুদের বাসা ভারপর অফিস, গুদোম, দাওইখানা। দাওইখানা ওতো নামকা অস্তে! শুধু ভিতে জল ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুবে বাজার। ঐ যে পশ্চিম কোণে বড় বড় কয়েকখানি টিনের 
ষর—ওগুলো মাড়োয়ারী গিরিধারীলালের। গিরিধারীলাল এসেছিল
শুপু ঘটি কম্বল হাতে। রক্তচোষা গিরগিটির মত চেহারা, মাথাটি
মোটা, দেহ সরু। মাথা নেড়ে নেড়ে অনেক রক্ত খেয়েছে সে।
গিরিধারীলালের দোকানের পরে গভীর বন আর তার নীরব ভয়ার্ত
হিংশুতা। রাতে মাটির নিস্তর্কতা ভেদ করে ভেসে আসে বনপশুর
বিকট চীৎকার। বনের বুকে বাসরা নদী। তারপর পাহাড় আর
পাহাড়। শেষে অনেক পাহাড়, আর প্রথমে রায়ভাক পরে সঙ্কোশ
নদী পার হয়ে আসাম।

ঠিক বটগাছটির তলাতে লতাপাতার একটা ছোট্ট কুঁড়ে ধরে থাকতো সাধু। লোকে তাকে সাধু বলেই জানতো তবে তার আসল নাম ছিল সীতারাম। ছোটখাটো কালো পাহাড়ের মত লোকটি, চোখ ছটো বড় বড়, বড় বড় দাড়ি গোঁফ, চুল, কপালে সিঁছরের কোঁটো, পরনে রক্তবন্ত্র আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দেখলে মনে হতো কাপালিক। আবার মিহি মিষ্টি কথা শুনলে সে ভুল ভেঙে যেত। প্রথমে সকলেই মনে করতো গোয়েশা। তাই তার কাছে ঘেঁষতো না কেউ।

সেই সময়ে সবেমাত্র জায়গা পরিকার করে চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। মজুরেরা কাজ করতো কাছে কিনারায়, রোদের উত্তাপে পরিশ্রান্ত হলে এই গাছের শীতল হাওয়াই ছিল তাদের প্রাণ। এখানে বসে বিশ্রাম করতো, খইনি খেতো, নিজেদের সুখলু:খের কথা হতো। টোকা কেনার পরসা অনেকেরই ছিল না—বিনা ছাডাতে বৃষ্টির জলে ভিজে, রোদে পুড়ে কাজ করতো। বৃষ্টিকে, ছর্মোগকে তারা কোনো আমলই দিতো না। কিন্তু কাল বৈশাখার শিলাবৃষ্টির ভয়ে ঐ গাছের নিচেই তাদের আশ্রয় নিতে হতো। সাধু আসার সজে সজে সে-সব বদ্ধ হয়ে যায়। বাগানের অলিগলি বনেজনলে কানাবৃষি চলতে থাকে। যাহোক ছটো পয়সা রোজগার করে একবেলা হুন ভাত খাছিল, এবারে তা হয়ত শিকেয় উঠবে।

এই ঘটনা ঘটে ডবসন্ সাহেবের আমলে। তিনি খবর পেয়ে চিলের মত উড়ে এলেন মোটরে। সকলেই প্রমাদ গণলো। কিছ আশ্চর্যের বিষয় সাধুর মুখের নরম মিটি বাণী শুনে তাঁর উদ্ধৃত চাবুক হাতেতেই স্তদ্ধ হয়ে যায়।

সাধু বললে—সাব্, হামি বাগানে থাকলে আপনার বাগানের উন্নতি হোবে আপ্ আরো বড় হোবে। কালী মাইকার নাম শুনেছেন সাব্—হামি তাঁর পুজা কর্বে।

ভবসন্ সাহেবের বিশ্বাস হয়েছিল সাধুর কথাগুলো। তিনি বাগানে আসতেই সেই বুড়ো বড় বারু পিনাকবারু তাঁকে কালীঘাটের কালীমাতার মাহান্য বলেছিলেন। কত ব্যবসাদার কালীমায়ের পুজো দিয়ে কত উন্নতি করেছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা, প্রমহংসের কথাও শুনিয়েছিলেন।

এরপর অনেকদিন বাদে সাধুকে বাগান ছেড়ে যেতে হয়।
আগুনের হাওয়ায় বটগাছের পাতা পুড়ে ঝরে পড়ে মাটিতে, উড়ে
যায় জানা অজানা অনেক জায়গায়। গাছ কিন্ত মরেনি ভাতে।
সাধুর রক্ত আর শিক্সদের অঞ্চতে বটগাছের মাটি ভিজলো—আবার
পাতা গজালো!

ভাওনাথের কাজে হাতে খড়ি হয় একটা নতুন আনন্দ, উৎসাহ, উদীপনা ও আকাজ্ফার মধ্য দিয়ে। প্রথম দিনেই সেই ছোট্ট থালি काषु याथानि नित्य भारतत मरक वाशान याय। अथम अथम काक है। কেমন হুরাহ শক্ত বলেই মনে হয়েছিল তার তবুও এরমধ্যে একটা নতুন স্বাদ ও বড় হওয়ার আশা আকাঞ্ফা ছিল তাই যত কঠিন কাজই হোক না কেন অল্পদিনের মধ্যেই সে সব কাজ তার কাছে সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। প্রথম সপ্তাহটা বড় যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল---গা ব্যথা, মাথাধরা ভারপর হুদান্ত পাহাড়ী জর। সে জর কি বন্ধ সমানে ছ'দিন ছ'রাত্রি প্রলাপ বকে শেষে তিনদিনের মাথায় প্রবল ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে। এখন আর গা-ব্যথা হয় না, মাথা यत्त ना। ज्ञारिन পরিণত হয়ে যায়, নিজের ধাতের সজে मानित्य निष्ठ পেরেছে দেখে গর্ব অনুভব করে মনে মনে। কাজ করতে করতে এখন আর আগের মত জবুগবু হয়ে পড়ে না, পরিশ্রাস্ত হয়ে থেকে থেকে হাই ছাড়ে না, চোথ ছুটোও ঝিমিয়ে আসে না। এখন নিজেকে একটা নতুন ছাঁচে তৈরি করে নিয়েছে। আজকাল অবিরাম, অবিশ্রান্ত ভাবে কাজ করে যায় যন্ত্রের মত।

এক বছরের মধ্যেই কাজেকর্মে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সদার কামদারী, চাপরাসী ও মুঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের প্রতিভাজন হয়।

সকলেই তার কাজে খুলি। ফাঁকি নেই—আন্তরিকতা আছে বোল আনা। সমন্ত কাজটাকেই সে নিজের কাজ বলে মনে করে তাই কামদারী, সর্দার চাপরাসীরা সম্ভষ্ট হয়ে ছোট সাহেবের কাছে তাকে মরদের কাজে উন্নীত করার জন্মে অনুরোধ জানায়। বড় সাহেব ছোট সাহেবের কথা মেনে নেন। সেই থেকে অপরিণত বয়সেই মরদের কাজ করতে থাকে ভাওনাথ। এও তার পক্ষে একটা গর্ব।

এরমধ্যে সে দেখতে পায়—চা কামান শহর বা প্রামের বিভিন্ন

ধারাতে নিবন্ধ নয়। এর ধারা শ্বভন্ত। এখানকার প্রত্যেকের জীবনযাত্রা শুধু একটামাত্র ছন্দে বাঁধা এবং সকলকেই কামানের নির্দেশ অন্থ্যায়ী চলাফেরা, কাজকর্ম করতে হয়। বয়স বাড়ে সেই সজে অভিজ্ঞভাও বাড়ে। চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এরকম জীবনযাত্রায় যেন স্ক্রন্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। জীবন ভো নয় যেন একটা যন্ত্র।

সকালে যথন কাজে যায় মজুররা তার অনেক আগেই বুধু এসে তার পান বিড়ি সিপ্রেটের দোকান খুলে বসে। ছ'একজন কুলি কামিন তো বুধুর দোকান খোলার আগেই এসে বসে থাকে। তাদের লোভ একটা বিড়ি কিম্বা সিগারেটের ওপর। কারণ এই কুলিকামিনীদের মধ্যে কেউ না কেউ তার দোকানের সামনেটা ঝাড়ু দেয় যার বিনিময়ে একটা বিড়ি অথবা সিপ্রেট পায়।

সকালে সিটি বাজার সজে সজে বুধুর তৎপরতাও বেড়ে যায়।
জড়তামাখা পুমের চোখেও উজ্জ্বল, মুখর দেখা যায় তাকে। তরল
হাসি-ঠাটা-বটকেরার চেউ খেলতে থাকে। অক্সদিকে কাজ চলছে,
বটগাছ তলায় দোকান। সারা রাতদিন ধরে ঝরা মরা পাতাপুতি
পড়ে, কাক চিল বকগুলো বাছিপ্রভাব করে। বসার তেলচিটে
বেঞ্চখানা ময়লাতে সাদা কালো রঙে রঞ্জিত হয়। সেটাকেও
পরিকার করিয়ে নেয় ওদের দিয়ে তা না হলে খদ্দের লক্ষীরা
বসবে কোথায়? মাঝে মাঝে পথের দিকে তীক্ষালৃষ্টি মেলে ধরে,
মনের মধ্যে স্বপ্লের বিচিত্র ছবি আঁকতে থাকে।

লেংজা ও স্থানীর বুক ফীত হয়ে ওঠে সরস কলাগাছের মত ভাদের প্রিয়তম পুত্রের কৃতিছতে। ওদের মনে বসন্তের দোল দেয়, বিচিত্র কুলে, গদ্ধে, রঙে মন ভরে ওঠে। ভাওনাথের চোখেও বিচিত্র দীপ্তির সমাবেশ। সেই আলোকে সে দেখতে পায় বছ দূর, বছ দেশ, অনেক মাসুষের জীবন বৈচিত্রা ও ভাদের মন।

বাগানে মরদের কাজ করতে করতে প্রয়োজনবোধে যখন রাত্রে গুদোমে কাজ করার জপ্যে লোকের দরকার হয় সে সেখানেও কাজ করে। গুদোমের সদারবাবুরাও খুলি হয় তার কাজকর্মে। এ নিয়ে রান্ডাবাটে আলোচনাও হয়।

গুণোমের বাবু সর্দারদের যেরকম নকনজন ভাওনাথের ওপর তা দেখে বাগানের মুজী চাপরাসীরা সম্ভষ্ট হতে পারেনি। তারা ভাবল, হয়ত শেষ পর্যন্ত এইরকম একজন কর্মী বেহাত হয়ে যাবে ভাই তারা ছোটসাহেবের কাছে স্থপারিশ করে যাতে ভাকে কামদারী করে নেওয়া হয়।

এই দফাদারের কাজে থাকে সে একবছর। এ কাজ তার আদৌ পছল হয়নি। এ যেন কেমন একটা অলস, অসাড় জীবনী শক্তিহীন কাজ, এতে শক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষে। তারপর নিরীহ গোবেচারা কুলিদের ওপর হকুম চালান, অকারণে গালাগাল দেওয়া এ যেন সে তার ধাতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিভে পারে না। এ কাজ সে চায় না। কাজ ছেড়ে দেয়।

বাবা ও মায়ের খুব গর্ব হয়েছিল ছেলে দফাদার হয়েছে দেখে।
দফাদারী ছেড়ে দেওয়াতে ভারা রীভিমত রুষ্ট হয় ভার ওপরে।
কারণ চৌকিদারী, দফাদারী পাওয়া তখনকার দিনে এতো সোজা
ছিল না।

এই সময়ে ভাওনাথের একটি বন্ধু জোটে। নাম, বড়কা। কাজ করে গুদোমে—রোলিং মেসিনে। বড়কাই গুদোমবারুকে বলে একটা কাজ জুটিয়ে দেয় তাকে। রঙ ধরের কাজ। রং বর থেকে রং বয়ে নিয়ে আসতে হয় শুকলাই ধরে। এ-কাজে তেমন কিছু মগজের প্রয়োজন নেই—এ শুধু ধোপার কাপড়জামার বোঝা বহন করার গাধার কাজ। কেবলমাত্র গায়ের মেহনড লাগে। এই অমান্থ্যিক পরিশ্রমে গায়ের রক্ত ঘাম হয়ে বেরিয়ে আসে। শক্তিক্ষয় হয়। সারাদেহ ঘামে জবজবে। রংয়ের ভারে মাংসপেশিল দেহের গিঁটগুলো ফট ফট করে বেজে ওঠে। ইাফিয়ে হাঁফিয়ে কাজ করে। একটু বসবার জো নেই। বসলেই বারু সর্দারদের হমকি, অকথ্য গালি-গালাজ মাবোন তুলে। তাদের যেন মা বোন নেই—মা বোনের মর্যাদাও বোঝে না। ভাওনাথের দেহ ছিল নিরেট প্রস্তর থণ্ডের মত শক্ত, জীবনীশক্তিভরা তাই নিজের নির্যারিত কর্ম ছাড়াও ওভারটাইম করে সে। অল্পালের মধ্যে এ কাজেও বেশ স্থনাম অর্জন করে ভাওনাথ। আবার এর কাঁকে

কাঁকে বানী ও শুকলাইয়ের কাজও দেখেশুনে অনেকটা শিখে নিয়েছে। হাতে কলমে অবশ্য ভেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই করেনি ভবে তু'একজন সঙ্গীকে কখন কখন একটু আধটু সাহায্য করেছে।

নিজের কাজ সেরে প্রতিদিনই সে তার বন্ধু বড়কার জক্ত অপেকা করতো। বড়কা তার মত ক্রত কাজ করতে পারে না। তাই মাঝে মধ্যে তার কাজে সাহায্য করতো সে। এমনি করে সে রোংলিএর কাজও অনেকটা আয়ত্ব করে। আগে তো রোলিং মেসিনে হাত গলিয়ে দিতে ভয় থেত। এখন আর ভয় পায় না। মেসিনের স্থর তাল ছন্দের সজে সমন্বয় রেখে অনায়াসেই কাজ করে যায়। হাতে কাজ, মুখে কথার তুবড়ি তবু একটুও অসাবধানতা নেই। এই দেখে গুদোমবাবু শেষ পর্যন্ত তাকে রোলিংএ নিয়ে এলেন। এ কাজেও সে তার দক্ষতার পরিচয় দেয়। সাধাসঙ্গীরা হিংসা করে মনে মনে। এই কাজ রং বয়ে আনার চেয়েতে অনেকটা হালকা বটে তবে একটু মাথা খাটাতে হয়। আর বিপদও আছে যথেট। একটু অসতর্ক হলেই হাত পা কেটে স্থলো হয়ে যাবার ভয়। তাই একাজে একটু কায়দাকলম শিক্ষার আছে।

রাজ্যন এই কাজে তার গুরু হয়। সে নেপালী, মংগর। এই কাজ করছে সে দশ বছরের বেশি। সেই তাকে শিখিয়ে দেয় কেমন করে বেশ আঁটোসাঁটো করে পরণের ধুতিটা কোমরে জড়িয়ে নিতে হয়। একটুও যেন কোপাও আলগা না পাকে সেটা। বানিতে যদি কোনক্রমে কাপড়ের একটা ক্ষুদ্রতম অংশ ঢোকে তাহলে কাপড় তো কাপড় তাকে পর্যস্ত টেনে নিয়ে যাবে তার ক্ষুধিত জঠরে। এছাড়া আরো বিপদ আছে গ্যালারির ছ্ধারের কাঠের ওপর কেমন করে পা কাঁক করে দাঁড়াতে হবে, দেহ বাঁকাতে হবে আবার পা গলিয়ে দিয়ে কেমন করে পাতিগুলো ঘানিতে গেঁদে দিতে হবে।

গুদোম বলতে শুধু একটা ষর নয়। বড় গুদোম বলতে বোঝার ফ্যাক্টরী যেখানে নিচের তালাতে ইঞ্জিন, কলকারধানা, পাতি মলাই; পাতিকাটা, শুকলাই, চা চালাই চা ওজন ও প্যাকিং করা হয়। এই গুদোমটা তিনতালা। আর ছটো তালাতে কাঠের ফ্রেম করে লোহার তার বসানো সরলরেধার মত তাকের পর তাক।

সেই ভাকগুলোভে বাগান থেকে পাভি এনে সেইগুলোকে বিছিরে দেওয়া হয় শুকোনোর জন্যে। যেখানে এই পাতি শুকোনো হয় ভাকে বলে পাভিগুদোম বা নরম ধর। এছাড়া এই বড় গুদোমের লাগোয়া আরো তিনটি বড় বড় নরম গুলোম আছে। এগুলোও তিনতালা। কিন্ত এগুলোর সমন্ত তালাগুলোতেই শুধু পাতি छ कारना इस । এখানে जम्म कान कान इस ना। এই वज्छ मास्य ভাগ ভাগ করা অনেকগুলো হর। গুদোমের উত্তরের শেষপ্রান্তে পাতিমলাই বা রোলিং ধর। এই ঘরের একপাশে পাতিকাটাইও रय। এর দক্ষিণে শুকলাই ঘর। এই শুকলাই ঘরটির পুবে ইঞ্জিন, বয়লার ঘর আর পশ্চিমে চা চালনি ঘর। এই চা চালনি ঘরের একপাশে চা ওজন ও প্যাকিং হয়। রোলিং ঘর থেকে রঙ ঘর বেশি দুরে নয়। এ'ছটো ধর কাছাকাছিই। কারণ পাতি মলাই শেষ হলে সেটাকে রঙ ঘরে দিতে হয়। রঙ ঘর অর্থাৎ ফার-মেণ্টেসন হাউস। রঙ ধর থেকে মাল এনে আবার মলাই করা হয়। তারপর সেটা যায় শুকলাই ষরে। আর সবশেষে সেখান থেকে মাল পাঠান হয় চালনি হরে, চালনি হরে ভিন্ন ভিন্ন ভারের কাঁক मिर्प्य रय मान हो। त्वत दय छ। त्थरक हो हो हो हो हो। त्वा विकास निर्देश कि हो। নির্ণয় হয়। গুদোমের কোন ঘরেই মেয়েদের করার মত কোন কাজ নেই। শুধু আছে এই চালনি ঘরটিতে। এখানে ভারা চায়ের ডান্টি চুনাই করে।

মেন গেট দিয়ে প্রথম গুদোমে চুকভেই শুকলাই ধর। ভাই চালনি ধর, রোলিং ধর, ইঞ্জিন বয়লার ধরে যেতে হলে শুকলাই ধরের বুকের ওপর দিয়ে যেতে হবে।

রোলিংএ কাজ করবার সময়েই হঠাৎ শুকলাই সর্দার ফুলটাদ মারা যায়। তার কাজে বহাল হয় তারই সহকারী বিরং তামাং। বিরংএর পদটি খালি হয় এতে বড় গুদোমবারু তাকে এনে সেই শুক্তস্থান পুরণ করেন। শুকলাই ধরের কাজ বড় শক্ত। খুব শক্ত বা পরিশ্রেরের নয় সত্য কিন্তু আগুনের তাগুয়ার মুখে একটানা আট ঘণ্টা থেকে সারা দেহটা কেমন যেন অবশ, অলস, নিস্পৃহ ও ঝিমিয়ে পড়ে। এই টানাপড়েন, জীবন-মরণের মধ্যে থেকেও লোকগুলো আনন্দ পায়। ভাওনাথও পেমেছিল, শুকলাই আর চুনাই ধরের मार्त्व शाहिंगन प्रयात्नत प्रशांत प्रहो तफ तफ पत्रका। এই पत्रका ছটোর ফাঁক দিয়ে শুকলাই আর চুনাই ধরের লোকগুলো পরস্পরকে দেখতে পায়। শুকলাইয়ের জোয়ান জোয়ান মরদগুলো প্রতিদিনই প্রতিক্ষণে দেখতে পায় ভাদরের কুল ছাপানো জল ছলছলে দেহ ছলিয়ে ছলিয়ে যুবভীরা চা থেকে ডান্টি বেছে পৃথক করে রাখে। ওদের সারা দেহ, কাপড়জামা সবই রক্তহীন ফিকে হলুদের গুড়ো মাখা। এগুলো চায়েরই গুড়ো ধুলো। ঘামে ভিজে দেহে ও কাপড়জামায় ওগুলো আঠার মত লেগে আছে। যাম আর চায়ের গন্ধ এই ছুয়ে মিশে তাদের গা থেকে এক অপরূপ গন্ধ ভেসে আবে। পুরুষগুলো নাক টেনে টেনে সে গদ্ধ শুকে, প্রাণটা অপুর্ব রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। তারা মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েরাও কাঁকে কাঁকে লক্ষার আড়ালে মাদকতার চোখে পুরুষগুলোর দিকে চায়। মরদগুলো নিপালক চেয়ে থাকে নেশা খোরের মত মেয়েদের ঐ কুলোর মত বিরাট বিস্তৃত নিতম্বের দিকে। উভয়ের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, ঠেঁাটের ডগায় আবেদনের কত কথা ভেসে ওঠে। <u>সারা</u> দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা আকস্মিক কামনার উত্তাপ টঙ্কার দিয়ে ওঠে। হঠাৎ বাবু কি সদারের ধমকানিতে চমক ভাঙে তাদের।

ভাওনাথের বেলাতেও ঐরকম একটা ঘটনা ঘটে। সে শুকলাই ঘরে কাজ করতে করতেই একটা নতুন আস্বাদ পায় জীবনের। ঘাম আর চায়ের গন্ধ মাখা গন্ধ পায় নাকে। একটা নতুন অমুভূতিতে সমস্ত দেহটা মাতজের মত গর্জে ওঠে।

এরমধ্যে সিফ্টিং ও সটিং সর্দারের টি, বি হওয়াতে চাকরি থেকে অবসর প্রহণ করে সে। তার পদটি খালি হয়। গুদোমবারু ভাকেই ঠিক করেন এই কাজের জন্মে। অনেকেই এ কাজ দিতে চেয়েছিলেন গুদোমবারু কিন্তু ময়লা চায়ের ধুলোর মধ্যে চাকরি করে কামান সিংএর মত জীবন হারাতে রাজী হয়নি তারা। কামান-সিং কেশে কেশে রক্তবমন করে মারা যায়। একথা ভাওনাথও জানতো কিন্তু তাকে একটা নতুন নেশায় পেয়ে বসেছিল তাই সে গুদোমবারুর একটা কথাতেই রাজী হয়।

এখন চা শিফটিং ও শটিং মেসিনের কাজ দেখাশুনা করে ভাওনাথ। এই মেসিনগুলোর গোড়াতেই পাঁচ ছয় রকম চায়ের ঢি।প। এই শিফটিং এবং শটিং মেসিনগুলোর পৃথক পৃথক গেচ্ছের অয়ার নেটিং দিয়েই বেরিয়েলে ঐ পিকো, স্থশং, ফেনিং, ডাষ্ট, প্রভাত চাগুলো। মেসিনের বিভিন্ন গেজের তলাতে এক একটা কাঠের বাক্স-চাগুলো শটিং হয়ে ঐ বাক্সের মধ্যে পড়ে। এই চায়ের সঙ্গে তু'চারটে ডান্টিও পড়ে। সেইগুলোই চুনাই করে ঐ মেয়েরা। অপরাপর মেয়েদের মত রুকমিনও সেই কাজ করতো। এই থেকেই রুকমিনের সঙ্গে ভাব হয় ভাওনাথের। অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে সারা গুদোমে তারপর বাগানে। গুদোমবারু ও অক্ত অক্ত সদাররা অনেক শাসিয়েছিল ভাওনাথকে, কিন্তু তাকে যে নেশায় পেয়েছিল তা ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার মত বয়সের একজন জোয়ান স্থস্থ সবল দেহীর পক্ষে এ নেশার মোহ কাটিয়ে ওঠা সহজও ছিল না। রুকমিন যখন তার যৌবনপুষ্ট দেহ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াত, ভাওনাথ ত্রিসংসারের কথা ভুলে যেত, সমস্ত লব্দা ভয়ের মাথা খেয়ে শিব হয়েছিল সে। ভবিশ্বৎ বলে কোন কিছু আছে সে বোধ তখন তার ছিল না—বর্তমানই তখন তার কাছে সর্বস্ব। এজন্য শেষ পর্যস্ত অনেক ছর্ভোগ সইতে হয় হেড সদার করে দেবেন। এইভো মাত্র আর একবছর বাদেই হেড সদার বিস্থন রিটায়ার করবে। এ আর কটা দিন? এ তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। সে-সমস্ত কথা ভার আদৌ স্মরণ ছিল না। সে জানে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যেই জীবন। সে যা চায় তা পেলেই তার বরাবরের জীবনধারা সেই একই স্পত্তে চলবে। চলমান জীবন বলতে শুধু সে এই কথাই জানতো!

রুকমিনের পিছনে পিছনে ধুরে কাজের যে একটু আধটু ক্রটি বিচ্যুতি হয়েছিল সে-কথা অস্বীকার করতে পারে না ভাওনাথ। অথচ ওরা কেউ কাউকে ছোঁয়নি তথনো তবু মন যেন একটা নিশ্চিত স্থিম সারিধ্যের মধ্যে ধুরপাক খায়। এজন্ত একদিন গুদোম থেকে তাকে তাড়িয়ে দেন গুদোমবারু। এই সামান্ত অপরাধে বে চাকরিটা ধতম হবে একথা সে-সময়ে ভাবতেই পারেনি ভাওনাথ। তার গুদোমের চাকরি নেই এ-কথা সর্দার, কুলি মজুর সকলেরই মুখে মুখে। রুকমিনকে দেখে অনেকেই মুচকে হাসে। কথায় কথায় একদিন গুদোমের বড়স্দার রুকমিনকে বলে—হলো তো এখন ? এবারে রাজী হয়ে যা বেটা। এ-কথা হয় ভাওনাথের গুদোম ছেড়ে যাওয়ার পরের দিন। এরপর থেকে রুকমনিও ত্যাগ করে গুদোম হর। তিন চার দিন বাদে তার চাকরি যাওয়ার মুখ্য কারণ জানতে পারে রুকমিনের কাছে। রুকমিন বলেছিল—বড় গুদোমবারু খুব পছল করতেন তাকে। এমন কি অনেক টাকা পয়সা জামাকাপড় প্রশাধনের লোভ দেখিয়ে ছিলেন বিস্থন সর্দারের মাধ্যমে। তাঁর গোপন ইচ্ছার কথাও জানিয়ে ছিলেন অনেক রকম অকভিন্ন ও চোখের ইসারা করে। কিন্তু রুকমিন রাজী হয়নি কোন কিছুতেই।

চাকরি যাওয়ার পর হঠাৎ কেমন একটু অসম্ভব রকম গন্তীর হয়ে পড়ে ভাওনাথ। আজ মর্মে মর্মে অমুভব করে ভাল নিরীহ হওয়ার একটা সীমা আছে, সেটাকে ডিক্সিয়ে গেলে যেন পৌরুষ ব্যাহত হয়। মা বাপের চোখের দিকে তাকাতে পারে না সে। চোখ হটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে। সেই জলে ভাসে তাদের ঐ ছোট্ট জংলী খড়কুটোর ষরখানি। লেংড়া ও সুখনীর আশা ভরসা সব যেন মুহুর্তের মধ্যে স্বপ্নের অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

এরপর অনেক চিন্তা, হল্বের সঙ্গে লড়াই করে করে সে সমস্ত সমস্তার সমাধান করে। বাগানে ও গুণোমে কাজ করার সময়ে প্রতি মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিল সে। সেই সঞ্চয় আজ কাজে লাগবে। আর বাগানে কি গুণোমে কাজ করবে না—অশ্য যা হয় একটা কিছু করবে। একটা ভয়সা গাড়ি কেনে শেষ পর্যন্ত।

এবারে মেষ কেটে যায়। শরতের শান্ত মধুর সকালের আলোতে ঝক্ঝক্ চক্মক্ করে ওঠে উত্তরের নীলচে পাহাড় আর সেই সঙ্গে ছোট সেই আঠারো কুটে ঘরখানা। আঠারো কুটে ঘরটা আজ যেন একটা অনস্ত আকাশ। আকাশ হাসছে, ঘর হাসছে, হাসছে ঘরের লোকগুলো।

কিছুদিন বাদেই রুক্ষিনকে নিয়ে আসে যরে। সেদিন সর্দারের যরে ছিল করম পুজো। ভাল নাচতে পারতো রুক্মিন বাগানের আদিবাসী সমস্ত মেয়েদের মধ্যে সেই ছিল প্রথম।

ভাওনাৰ্থও মাদল বাজায় ভাল।

পুজো হচ্ছে সর্দারের বাড়ির ওঠোনে। মেরেরা নাচগান করছে সেখানে, আর পুরুষে বাজাচ্ছে মাদল। ভাল নাচিয়ে আর গাইয়ে পেয়ে মেতে উঠেছিল ভাওনাথ। ওর মাদলে যেন কথা কইছিল। আজও সেই গানের কলিগুলো তার মনে ঝক্কার দিরে ওঠে কখন কখন। অজ্ঞাতসারে গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে—

"কিয়া তো ভাইল: মন বইঠলি আক্সনওয়া।
নহি আলে, হামর সাজন নন্দলাল, নহি আলে।
পানি বরষি গেল, যমুনা ভৈরি গেল।
নহি আলে হামর সাজন নন্দলাল নহি আলে।
পানি ছুটিয়ে গেল যমুনা শুকিয়ে গেল।
আয় গেলে হামর সাজন নন্দলাল আয় গেলে।

রুকমিন গাইতে গাইতে তম্ময় হয়ে ঢলে পড়ে মাঝে মাঝে। সুর ছিঁড়ে যায়, তাল কেটে যায়। আবার সামলিয়ে নেয়।

ওদের চোখ চারটে যেন মনের কথা বলে দেয়। উভয়েই পরস্পরকে অনেকটা চিনে নিয়েছিল আগে আর বাকিটুকু যা ছিল তাও হয়ে গেল এই একটা স্ক্ষেত্ম মুহুর্তে।

দশ দিন বাদে পুজো শেষ হয়। ওরা গিয়েছিল তুরষা নদীতে করম গোঁসাইকে বিসর্জন দিতে। নদীতে স্নান সেরে এক কাঁকে লোকচক্ষর অন্তরালে ওরা বনের মধ্যে চুকে পড়ে। সেখানে একটা করঞ্জি গাছের তলে ওদের মিলন হয়—ক্ষকমিনকে সিঁছুর লাগিয়ে দেয় ভাওনাথ। অনেক হুলুকুর বাঁধে এ-নিয়ে। পঞ্চায়েৎ বসলো। বিচারে সাব্যস্থ হয় ভাওনাথকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে ক্ষকমিনের বাবাকে।

ওদের বিয়ে কিন্ত হয় ছ'বছর বাদে—স্কুরমণির জন্মের পরে। তথন স্কুরমণি প্রায় দেড় বছরের।

রুক্ষিনকে যরে এনে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল ভাওনাথ

याटि यतथानित्क এक ट्रेथानि वाणित्य এक है। थए त शाहिंभन करत एन विश्वादिय। विश्वाद्वर ও अञ्चरत्वाथ करति हिल किन्छ गव द्वथा। क्लान्टे कल द्वयनि वतः विद्याश आत्र शालाशालि छोश कर छ द्वराहिल छोत्क। विश्वाद्वर देः रतिष्ठि हो शाह हो शाह विश्वाद्वर कि विल्लाहित्सन छ। त्य त्वर्यां शाह हो अवश्वाद्वर कथी छोत वल छोत्वर्य कथी छोत वल छोत्वर्य कथी छोत वल छोत्वर्य कथी छोत वल छोत्वर्य छोत्वर छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर छोत्वर छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर छोत्वर छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर्य छोत्वर छोत्वर छोत्वर छोत्वर्य छोत्वर छोत्वर

কিছুদিনের মধ্যেই সাধু বেশ জাঁকিয়ে বসে। সদ্ধা না হভেই বটগাছ ভলায় ভার ধুনি জলে। শিশ্ব সাকরেদ ও অনেক জুটেছে। কাছের জন্সল থেকে ভারাই জ্বালানি কাঠ খড়ি সংগ্রহ করে আনে।

মজুরের দল সমস্ত ব্যাপারেই সাধুর পরামর্শ চায়। হিসেব রাখতে জানে না তারা। রাতে কাজ থেকে ফিরে গিয়ে দিনের হিসেব রাখবার জন্মে পোড়াকাঠের কালির দাগ কাটে ধরে। পয়লা তারিখে একটা দাগ তিরিশ দিনে তিরিশটা জন্ম ওঠে। প্রথমে প্রথমে পোড়াকাঠ দিয়ে সাধু তাদের এক, ছই, তিন, চার লেখা শেখাতো তারপর মজুররাই স্লেট পেন্দিল কিনে আনে। এই ভাবে ধীরে ধীরে খাতা, পেন্দিল, কাগজ, কলম কেতাবপত্তর সবই হয়। সাধুর ধুনি জলতে থাকে—ওরা সেই আলোতে বসে লেখাপড়া করে।

সাধুর মুখখানা আশার আলোয় উচ্ছল হয়ে ওঠে। ভবিক্তৎ
নতুন জীবনের নতুন মাহুষের ছবি দেখতে পায় তাদের মধ্যে।
আবার সে ছবি ঢেকে যায়। একটা রক্ত মাংস শৃষ্ট বুভুক্ত কঙ্কাল
অন্তগামী সুর্যের দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে ওঠে সাধুর চোখ।
সক্তে সক্তে সেই চোখ তুটোই সে বেশ করে বুলিয়ে নেয় সারা চা
বাগানের ওপর দিয়ে।

আর আর সকলের মত ভাওনাথও রোজ সন্ধায় সাধুর কাছে আসে—তার হিতোপদেশ মন দিয়ে শোনে।

আজকাল আর সাধুকে ওদের ভয় হয় না। সব কথাই নির্ভয়ে বলে ভাকে।

সাধু সকলকে বোঝায়, মাহুষে মাহুষে প্রভেদ নেই। মাহুষকে আলাদা করেছে মাহুষেই। ভোমরা ঐ মাহুষগুলোর কথা বিশাস

একটু একটু ভাবে ওরা। অন্তভ: ভাবতে চেষ্টা করে।

স্থাবের পথ দেখে আঁতকে ওঠে কখন কখন। অসংখ্য খাত আর আলকাতরার মত অন্ধকার। সাধু প্রভাতের স্থর্বের লাল আভা দেখায়। পুবে স্থ্ উঠছে। ওরা আস্থত হয়—এগিয়ে চলে।

মন্তুরের কাজ করে সাধারণত: তু'জাতের লোক। নেপালী, ভূটিয়া আর আদিবাসী। ওদের প্রত্যেকের আদল আর জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধারা। অবশ্য নেপালী আর ভূটিয়াদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই কিন্তু আদিবাসীদের সঙ্গে ওদের বিভেদ লক্ষ্য হয় প্রতি পদে পদে কিবা চেহারায়, আচার ব্যবহার, খাওয়া দাওয়া অথবা পরন পরিচ্ছদে। কেউ কারো ছোঁয়া খায় না এরা তাই কাজের বেলাভেও নেপালী ভূটিয়াদের জন্ম নেপালী অথবা ভূটিয়া পানিওয়ালা আর আদিবাসীদের জন্ম আদিবাসী পানিওয়ালা। এদের লাইনও পৃথক।

পাহাড়ীরা আদিবাসীদিগকৈ স্থৃণা করে দেখলে নাক সিঁটকায়,
মুখ ভেঙচায়, বিজ্ঞপ করে। এরা সাহসী, পাহাড় পর্বত বনে
অঙ্গলে থাকতে থাকতে ভাদের মতই শক্ত, উপ্র ও বন্ধ হয়েছে।
আদিবাসীরা ভীক্র, শান্তিপ্রিয়। ভারা নির্বাকে পাহাড়ীদের সব
অভ্যাচার মেনে নেয়।

সাধুর কিন্ত হু জাতের শিক্সই আছে। তার কোন বাদবিচার নেই, সকলের হাতেই খায়। জিগ্যেস করলে বলে সাধুর আবার জাত কি? কেউ তো আর জাত নিয়ে জন্মেনি। জাতভেদ তো করেছে মান্সবেই।

উভয় জাতের বামুনেরাই সাধুর ওপর বড় চটা। অনেক রকম কুৎসা অপবাদ রটিয়েছে তার নামে। তারা বলে জাত ধর্ম সব গেল। পুজো পার্বণ সব শিকেয় উঠবে এবারে।

সাধু সকলকে বলে কাজ করে যাও তোমরা, কাজের মধ্যেই ভগৰানকে পাবে। একা যেও না সকলকেই সঙ্গে নিয়ে যেও। মা-বাবা কি শুধু একটি ছেলে কি মেয়েকেই দেখতে চান ? কানা বোঁড়া স্বাইকে নিয়ে যাও তবেই তো তিনি শান্তি পাবেন। কানা হোক্ খোঁড়া হোক্, বোবা কি বোকা হোক্ স্বই যে ভাঁর সন্তান ?

সাধুর ছোঁওয়া কিন্তু পাহাড়ীরা খায় না। ভারা বলে সাধু নদেশীয়া, ওয় ছোঁওয়া খেলে ওদের জাভ যাবে, জাভে উঠতে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, লোকজন ডেকে খাওয়াতে হবে, নারায়ণের পুজো দিতে হবে। এ-সব অনেক ঝামেলা আর পয়সা খরচের ব্যাপার।

সাধু আদৌ বিজ্ঞত হয়নি। সে জানে এ ধরনের কথা ওঠা ভাল, এ-সব কথা ভো আগে উঠতো না এখন উঠছে এতে বোঝা বায় প্রাণে একটা সাড়া জেগেছে। মনের ভিতরে হন্দ চলবে, শেষে একদিন অন্ধকার গুহা থেকে বের হয়ে আসবে। সাধু হাসতে হাসতে বলে—জাত কি কপুরি যে উবে যাবে ? হাটের জনসও নয় যে পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যাবে।

সাধুর কথার কোন প্রতিবাদ করে না শিশ্তেরা তবে নিতান্ত অসহায় একটা হাসি হাসে।

প্রেমপ্রকাশ ছোকরাটি ভালো। তেইশ চক্ষিশ বয়স হবে। বলিষ্ঠ, স্মঠাম দেহ—অসীম ক্ষমতা রাখে গায়ে। সে বলে—আমরা ছোকরার দল তো এ-সব বাঁধন ভেঙে ফেলতে চাই কিন্তু বুড়োরা যে নাছোড়!

ভাওনাপও সায় দেয় প্রেমপ্রকাশের কথায়। আর আর ছোকরারা জোর গলায় বলে ওঠে—ভেঙে নতুন করে সাজো। কন্ধের অস্তসারশূক্ত পোড়া ছাই ফেলে দিয়ে ভাল টাটকা তামাক দিয়ে সাজো।

সাধুর মুখে এক ঝলক রোদ এসে পড়ে। ভাকে অপুর্ব দেখায় ভখন। সে শাস্ত ধীর গলায় বলে—চীৎকার করো না। ঘরের খুঁটিরও কান আছে। বটগাছের পাভার হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যাবে সব কথা।

সাধু মনে মনে মতলব ভাঁজে। সময় ও স্থােগের অপেকায়
দিন গােনে। স্থােগে এসে যায় একদিন সভিয়। সেদিন ছিল
ষাের অমাবস্থা। ভার ওপর শনিবার। সাধু কালীমায়ের পুজাের
আয়ােজন করে। নেপালী, ভূটিয়া, আদিবাসী সকল শ্রেণীর
শ্রমিকই কালীমায়ের ভক্ত। মায়ের নামে ভয় করে, হাত জােড়
করে প্রণাম করে। ভাজা রক্ত থেগাে দেবতাকে কে না ভয়
খায়ং এই শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ লােকই কালীপুজাে

দেখেনি আগে। এমন কি কালীমায়ের যে কী রূপ ভাও ধারণা করতে পারে না ভারা। এ-দেশে ভখনও কালীপুজার চলন হয়নি, ভাই শুধু সাধুর শিশ্রেরা নয় জাতি-নির্বিশেষে বাগানের সকলেই উপস্থিভ থাকে সেখানে। স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেবুড়ো স্বাই।

সাধুর কাছে একখানি কালীমার ফটো ছিল। সেখানাকে বটগাছের গোড়ায় শিকড়ে হেলান দিয়ে মাটির বেদীতে স্থাপন করে সে। তাতে সিঁছর চন্দনের কোঁটা কাটে। আগের সিঁছর চন্দনের কোঁটার দাগও ছিল সেটাতে। ধুপধুনা কুল চন্দন দিয়ে পুজো আরম্ভ করে সাধু। শিশুসারুদেরা কুল বেলপাতা ছুর্বা সমস্ত উপকরণই তার আদেশ মত সংগ্রহ করে এনেছিল।

সাধুকে অস্কুত দেখাচ্ছিল। রক্তচন্দনের বড় কোঁটাটা কপালে জলজল করছে, সারাদেহের লোমগুলো সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেহটা যেন আগের চেয়ে অনেক বড় ও মোটা হয়েছে, চোখ ছটো দিয়ে আগুনের শিখা বেরুছে। ভয় ও ভক্তি এই ছুয়ের সমন্বয়ে একটা অপুর্ব ভাল লাগার নেশায় পেয়েছে সকলের।

এরপর পুজো শেষ করে সাধু বললো—এবারে সকলে মায়ের কাছে দীক্ষা নেও। বড় শুভ লগ্ন। মায়ের চরণপত্মে লাল জবার বদলে এক এক কোঁটা বুকের গাঢ় রক্ত দাও। রক্তই রক্ত আনবে। যেমন টিউব অয়েলে জল ঢাললে জল আসে। অনেক রক্ত, অনেক জীবন!

একটা বিশ্বিত মুহূর্ত। বুড়ো অশ্বর্ণটি স্তব্ধ হয়ে যায়। এক ঝলক মুছ বাতাসের স্পর্শে সব ভুলে যাওয়া—নতুন পাতা, নতুন গান, নতুন স্পন্দন।

বুড়ো লোকগুলো নির্বাক নিষ্পদ—ভীতি বিহল ভাব। একদিকে সাধুর উদ্ধত খড়া, অভিশাপ আর অক্সদিকে এক আশ্চর্য মিলনোৎসব! প্রসাদ বিভরণ করছে মেয়েরা।

হঠাৎ জিতনী চেঁচিয়ে ওঠে—এই নানকি, ভোয় কা করলেক মাত্যাক্ত ছোঁয় দেলেক ?

নানকি থমকে দাঁড়ায়, জিভ কাটে লব্দা ও ভয়ে। কেমন বেন বিব্ৰভ, অপ্ৰভিভ হয়ে পড়ে—কি হবে তা হলে ? মাতলা মুখ নিচু করে আছে। চোখেমুখে কালো কালির ছোপ। লোকে কি মনে করবে ? নানকি জালপার বউ। জালপা যে তার মিতে।

একটা থমথমে মুহূর্ত। কয়েকজন লোক নীরবে জায়গা ছেড়ে চলে গেল। রাগত আগুনে চোখ তাতে দ্বুণা ও প্রতিকারের দুচ্তা।

সাধুর চোখ এড়াতে পারে না কেউ। ত্রিশুলের বুকে সিঁছরের দাগ কাটে সাধু। নিস্তব্ধ রজনীর বুক ভেদ করে কুটে ওঠে আলোর ঝলসানি। এই তো সঙ্কেত! ভুলে যাওয়ার পরেই তো সন্ধান পাওয়া, অন্ধকারের পর আলো।

এতক্ষণের তরল আবহাওয়াটা হঠাৎ তিব্ধ ও গুরুগন্তীর হয়ে ওঠে। কানাসুষো স্থরু হয়ে গেছে। মতিয়া বুড়ি মুখ বেঁকিয়ে বলে—ছুঁড়িটা যেন আফ্লাদে ডগবগ ছঁস নেই কোন তাতে। মরদের বন্ধুকে যে ছুঁতে নেই এ যেন ও জানে না ?

জোমনি বললে—ছঁস থাকবে না কেন? অনেকদিন ধরেই জমেছে দেখলি নে ছুঁ ড়ির আঁড় চোখের চাউনি! এরপর একদিন শুনবি ছু'জনেই ভেগে গেছে বাগান থেকে। কালে কালে কভ দেখবা, শুনবো? আমরা বুড়োরা এর আগে সরে পড়ভে পারলেই বাঁচি। যাই যলিস, আগের দিনই ভালো ছিল। এই সব যন্ত্রণা ছিল না তখন, ভাগতেও পারতো না, এমন সব অলকুণে ঘটনাও ঘটতো না।

- —সভ্যি কথাই বলেছিস শন্চরের মা !
- —সভ্যি ছাড়া মিথ্যে বলে না বিরশা সর্দারের মেয়ে।

ভাওনাথ চুপচাপ ভাবছিল এডক্ষণ। ষরে দুর্যোগ, ছুরের পথ। ছর্যোগ না কাটিয়ে, আলো না জেলে কেমন করে দুরের পথে যাবে?

শেষে সকলেই নিস্তব্ধ হলো ভাওনাথের একটি কথায়।

ভালিমকুল পাহাড়নী। উঠন্ত বয়স। প্রসাদ পরিবেশন করছে পাহাড়ীদের।

ভাওনাথ নেপালী ভাষায় বললে, মেরো পনি প্রসাদ দিলু ডালিম-কুল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় সে।

সকলের চোখই ভাওনাথের দিকে। পাগল হলো নাকি লোকটা ? ভালিবকুল অবাক নিশন চেয়ে আছে ভাওনাথের দিকে।

ভাওনাথ বললো—দাও ভালিমকুল, প্রসাদ দাও। আমার মাধা খারাপ হয়নি, আমি প্রকৃতিস্থই আছি।

ভালিমকুলের হাত সরছে না। অতি সন্তর্পণে একটু প্রসাদ উঁচু করে ফেলে দিতে যায় ভাওনাথের হাতে যাতে ছোঁওয়া না লাগে।

—ভয় করো না ডালিমকুল। প্রসাদ দাও, ছুঁরেই দাও
আমাকে। তোমার কিছুই হবেনা এতে আমারই জাত যাবে।
আমি পতিত হয়েই থাকতে চাই সমাজে। জাত ভাইদের মদ খাইয়ে
আতে উঠবো না নিশ্চয়ই ? নতুন জাতের স্মষ্টি চাই।

প্রেমপ্রকাশ এতক্ষণ ভাওনাথের কথা শুনছিল। তার ধুব জাল লাগে ভাওনাথের কথাগুলো। সত্যিই নতুন জাতের স্থাই করতে চার তারা। উচ্ছসিত কঠে বলে ওঠে সে—মেরো পনি প্রসাদ দিমু হোগ ডালিমফুল। নরা জাতকো জনম দিনছু হামি হেরো!

সাধুর চোখে মুখে এক অপুর্ব আলোকরশ্মি। ছংকার দিরে ওঠে সে—জয় কালীমাই কী জয়! সেই তালে তাল দিয়ে স্থর মিলিয়ে বটগাছের তক্ষকটা ডেকে ওঠে তোক্ষ, তোক্ষ, তোক্ষ! মনে হয় একটি অশরিরি বাণী—ঠিক, ঠিক, ঠিক।

ছেলে ছোকরারা সকলেই সমস্বরে সাধুর কথার পুনরাত্বতি করে
—জর কালীমাই কী জয়।

সাধু সবাইকে আশীর্বাদ করে। ত্রিশুল থেকে সিঁ ছরের টিপ নিয়ে ওদের ললাটে জয়ের ভিলক কেটে দেয়।

একটা ভাবগন্তীর মুহুর্ত। সকলের দেহই রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। একটা অজ্ঞাত, অনমূভূতপূর্ব শক্তি যেন তাদের প্রতি রক্তবিন্দুতে সঞ্চরণ করছে! খবর বেন বাতাসে বাতাসে উড়ে চলে। সেদিনকার ঘটনা—ভালির কুলের ছোঁওয়া প্রদাদ খেয়েছিল ভাওনাথ তা একদিনের মধ্যেই বাগানের সমস্ত লাইনে, কাজের মেলাতে, গুদোমে, রাস্তাঘাটে, বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ ভাওনাথ তখনও সে বিষয় ভাল করে ভেবে দেখবার সময় পায়নি। ভাওনাথের মা বাবা মুষড়ে পড়ে এতে। টুকটাক অনেক কথাই উঠেছে সমাজে। ওদের জাত গেছে। তুই একদিনের মধ্যেই মিটিং বসবে, বিচার হবে।

সত্যিই মিটিং বসে বাগানের সমাজপতিদের নিয়ে। নিকটের বাগানগুলোর অনেক গণ্যমায় জাত ভাইয়েরাও এই মিটিংএ উপস্থিত। বড়সাহেব ডবসন আর বড়বারু পিনাকবারুকেও এসংবাদ আগেই দিয়েছে ভারা। তাদের অন্থুমোদন ছাড়া ভো একপাও কারো নড়াচড়ার জো নেই। মিটিংএ ভাওনাথকৈ সমাজ তহবিলে পঁটিশ টাকা আর সমাজের লোকগুলোকে গোস্ হাঁড়িয়াপানি খাইয়ে জাতে ওঠার ব্যবস্থা দেয় সমাজপতিরা। টাকা দাখিল করার সময় দেয় তিন দিন।

সে-এক বিষয় সদ্ধা। বিরাট নিস্তন্ধভার মধ্যে বাপ মা ছেলে ছেলের বৌ জন্ধকার ধরে বসে আকাশপাভাল ভাবছে। হাতে একটা কানাকভিও নেই। যা জমিয়েছিল তা দিয়ে ভয়সা গাড়ি কিনেছে। ভারপর বাকি যা ছিল তা দিতে হয়েছে রুকমিনের বাবাকে। আর একট্রি ভামার পয়সাও নেই যা দিয়ে এই মাথার বা ঠেকাবে। সর্দারের কাছে হাত পেভেছিল কিন্ত থালি হাডে ফিরতে হয়েছে। সরকার থেকে পেসকি পাইয়ে দেওয়ার জঙ্গে গিয়েছিল বড়বাবুর কাছে। তিনি বলেছেন—পঁচিশটি টাকা পাইয়ে দিভে পারেন তবে তাঁকে দশ টাকা দিভে হবে। তাঁকে দশ টাকা দিয়ে মাত্র পনরটি টাকা থাকে ভাতে ভাদের মাথার বা ঠেকান বাবে না বরং বা আরো জোরে পড়বে। লেংড়া পাঁচ টাকা

দিতে চেয়েছিল কিন্ত বড়বারু রাজী হননি তাতে। এ নিয়ে একটু
আধটু বচসা হয় ওদের মধ্যে। বচসা ঠিক নয়। এক তরকা
কথা। বেশ ছ'চারটে কটু কথা শুনতে হয়েছিল ভাওনাথকৈ
তার মার কাছে। বাপে অবশ্য তেমন কিছু বলেনি, সে গুম হয়ে
বসেছিল। তার হাবভাব দেখে সভ্যি সভ্যিই বড় ছঃখ লেগেছিল
ভাওনাথের মনে। কিন্তু মা বলে—একটা অলক্ষুণে বউ এনেছিস
ঘরে। গুদোমের সর্দারী গেল, জাত গেল।

ভাওনাপ চুপচাপ এ-সব নির্যাতন সন্থ করে। রুকমিনকে প্রবোধ দেয়—দশা চলছে এখন। এটা কেটে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি এজন্ম ভেবো না।

রুকমিন বুঝতো সব তবু তার মনটা সময়ে সময়ে কেমন উদাদ হয়ে উঠতো। ভাওনাথকে জ্বিগ্যেস করতো—ভোয় তানি কা ভাবলেক ?

ভাওনাথ জবাব দেয়—তা মনে করলে আর তোমাকে ঘরে আনতাম না। এজন্য কিছু মনে করো না—সবই নিয়তি। যার যা কপালে আছে তা তাকে ভোগ করতেই হবে। মা অরুঝা, তেমন বুদ্ধিস্থদ্ধি নেই তাই যা মনে হয় তাই আবেগভরে বলে বসে।

প্রেমপ্রকাশকেও ঐ একই বিচারে হাজির হতে হয়। তাদের সমাজের সমাজপতিরাই বিচার করে। প্রেমপ্রকাশ জাতিতে লোহার তাই ভাওনাথদের সমাজপতিদের দ্বারা তার বিচার হয়নি। তবে তারাও উপস্থিত ছিল। এর কারণ একই দিনে একই পুজোতে এই ঘটনা ঘটে এবং এই মিটিং-এ যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই সেই পুজোতেও ছিলেন। একটা খোলা মাঠের মধ্যেই মিটিংটা হয়।

প্রেমপ্রকাশের বাবা বাগানে চাপরাসীর কাজ করে। চা বাগানের শ্রমিকদের কাছে চাপরাসীর কাজ বেশ সম্মানের। মাইনেও ভালো। ভারপর চাপরাসীদের অনেকেই সর্দারী আছে ভাভেও বেশ ছ'পয়সা কমিশন পায়। এছাড়া আরো ছ'পয়সা হয় মজুরদের ভলব থেকে। ওরা ভো ঠিক মত হিসেবপত্তর রাখতে পারে না। প্রেমপ্রকাশের বাবাকে ভাই একটুও ভাবতে হয়নি। কচকচে চকমকে ব্যাক্টের অনেকগুলো নতুন টাকা গেঁজেয় বেঁধে নিয়ে এসেছিল সে। সমাজপতিরা বিচারের রায় দিতে না দিতেই সে গেঁজে থেকে খুলে কচকচে টাকা পঁচিশটি গুনে দেয় আর জাতে ওঠার জন্মে জাতভাইকে খাইয়ে দেবে ছ'দিনের মধ্যেই।

প্রেমপ্রকাশ একটা কথাও বলেনি মিটিংএ। একদম নীরব ছিল। মনে হলো সে ভার অক্সায় মেনে নিয়েছে। ছু'একবার ভাওনাথের দিকে তাকিয়েছিল কিন্ত ভাওনাথ চোথ সুরিয়ে নেয় রাগে, ক্ষোভে ও ছু:খে।

ছেলে-ছোকরার মধ্যে যারা সেদিনকার পুজোতে উপস্থিত ছিল তারাও মিটিংএ এসেছিল। তাদের ভাওনাথ নিজের দলের ছেলে বলেই জানতো কিন্ত কী আশ্চর্য, তারা সকলেই চুপচাপ। তারা ভুলে গেছে তাদের সেই পণ, নিজেকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছে।

ভাওনাথ কিন্তু বিচারে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—সমাজের এই এক ভরফা বিচার মেনে নিভে রাজি নর। নতুন সৃষ্টি করতে হলে, নতুন মাকুষ ভৈরি করতে হলে নতুন পথে চলতে হবে। সে পথে হুঃখ আছে কষ্ট আছে সে কথা সে ভাল করেই জানে। সে আরো বলে—জাভ যায় না রামবিরিজের হাতের তৈরি চাপাটি মোরকা মিঠাই খেলে, জাভ যায় না গদিওয়ালা কালোয়ারের হাতের জল মিশানো দারু খেলে। আর জাভ যায় অক্য জাতের ছোঁওয়া পুজোর প্রসাদ খেলে। রাগত লাল চোখে জল ছলছলিয়ে ওঠে ভাওনাথের। হঠাৎ নজর পড়ে তার বাবার দিকে। লেংড়ার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলের পানে। চোখ হুটো যেন শাসাচ্ছিল তাকে আবার পরক্ষণেই মিনতি জানিয়ে বলছে—ওছান নেই করবে ছোওয়া। এই আমাদের সমাজ, এই তার রীতি— এ আমাদের মেনে চলতেই হবে। আমাদের বাপঠাকুরদারাও মেনে গেছে এসব।

লেংড়ার চোখমুখের চেহারা দেখে আর তার কথাগুলো শুনে ভাওনাথের সেই হুর্জন্ন সাহস ও মনের দৃঢ়তা কোথায় যেন হারিরে গেল। শিউরে ওঠে সে! কেমন যেন ছন্নছাড়া, পাগলা পাগলা ভাবের মত দেখাছে লেংড়াকে। তবে কি সে পাগল হয়ে যাবে ? ভীক্র পারে একপা হু'পা করে বাপের দিকে এগিয়ে যায় ভাওনাধ। লেংছা জড়িরে ধরে তাকে। অনেকট সাহস পায় এবারে। চিন্তা করবার কুরসৎ ছিল না—হাতে বে একটি টাকাও নেই তবু সে অলাকা: করে তিন দিনের সধ্যে যে করেই হোক টাকা দেবে।

ভাওনাথের তুর্বলভার কে যেন আবাত হানলো। সে

মধ্যে বাপের স্নেহশৃতাল মোচন করে এক লাফে সরে যার বেশ

অনেকটা দুরে। দৃপ্তকঠে বলে—না। ভা হতে দেবে না সে,

শান্তিই মেনে নেবে। ভাভ যার যাক্, এরকম ভাভ চার না সে যা

মান্ত্রকে মান্ত্র বলে স্বীকার করে না। এই বলেই মিটিং বর থেকে
প্রায় এক দৌভে বেরিয়ে যার।

শেবপর্যন্ত তার বাবা জরিমানা দিয়ে দেয়। অনেকের কাছে হাত পেতেছিল কিন্ত কারো কাছে একটা পয়সাও পায়নি। পরে স্থানীর ষা তু' একখানা গয়না ছিল তাই গিরিধারীলালের দোকানে চড়া হারে বাঁধা রেখে টাকা ধার নেয়। ভাওনাথকে একথা তারা জানতে দেয়নি কারণ জানতে পায়লে নিশ্চয়ই একটা অনর্থ ঘটাবে। অবশ্ব একদিন বাদেই সে জানতে পারে সব। গিরিধারীলালই বলেছিল—কাহে এইসা করতা হায় ভাওনাথ ? এ-সব ছোড় দাও। নকরি কর, প্রেমছে খাও দাও মুমকে বেড়াও।

ভাওনাথ খুশী হয়নি গিরিধারীলালের এই অবাচিত উপদেশে। একটা মান হাসি হেসে নির্বাকে এড়িয়ে চলে যায়।

সারা বাগানটিতেই কেমন একটা থমথমে অথচ ভেতরে ভেতরে চাঞ্চল্যকর ভাব। সাধুর আন্তানাতে আর বড় একটা কেউ আসেনা, আডাও বসেনা। আখড়া শুস্তা। লোকজনের সোরগোলে বা গমগম করত তা আজ একেবারে কাঁকা। সেখানে লোক বাভায়াত নেই বললেই চলে, অর ছু'একজন যারা ঐ পথ দিয়ে চল ফেরা করে তারা যেন শুধু মজা দেখতেই আসে। সেখানে কি হচ্ছে, সাধুর শিক্তসারুদরা যাতায়াত করছে কি না আর সাধুরই বা কি অবস্থা? তারা ভার দিকে পূর্ণ দৃষ্টি না দিয়ে আঁড় তাতেই চেয়ে মুখ মুরিরে বিক্রপের হাসি হাসে। সাধু কিন্তু সরলভাবেই ভালের দিকে চায়, স্ছ'একটা কাজ-জকাজের কথা ও জিগোস করে। কেউ উত্তর দেয়, কেউ দেয় না।

এই ত্রুত্রে পর ছর সাত দিন সাধুর আধ্চা মাড়ায়নি ভাওনাধ।
বাগানের অনেকেরই ধারণা অন্মেছে যে ঐ সাধুর অভেই জোয়ান
জোয়ান ছেলেমেয়েগুলো বিগড়ে যাছে। বিশেষ করে ভারাছ
এ-কথা ভাবে। ভাওনাথকে তারা প্রচুর উপদেশ দেয় দেখা হলেই।
বড়োরা আর আর ছেলেগুলোকেও সামলে রাখছে। সমাজপতিরা
ভাবেন—দাওয়াইএ কাজ করছে। তবে ভাওনাথের দৃঢ়ভার
ভারিফও করে যখন তারা নিজেরা বসে অন্তরক্ষভাবে কথাবার্তা ও
আলাপ আলোচনা করে।

সভাই ভাওনাথ অসম্ভবরকম গন্তীর হয়ে পড়েছে। একে এই একটা দোটানার মধ্যে পড়ে মনটা অস্থির হয়ে ৬১১০ তার ওপর আর क'है। याग वार्षि क्रकियितत एहर्ल इरव । नया खर्म रवन किंहू খরচ। ভবিষ্যতও তার কাছে বর্তমানের মত অন্ধকার ছাড়া আর किছू नग्र। এর মাঝে একটা মুহুর্তে মনে পড়ে করমপুর্জার কথা। ভাদর মাস। এই তো আর ক'টা দিন পরেই পুজো। এই সেই পুজো, সেই আনন্দমুখর রাড, নাচগান বাজনা, নদীতে স্থান, কুলের কাঁশবন আর গভীর অরণ্যের মধ্যকার সেই করঞ্জ গাছ। কিছুই ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে তবুও দুরাগত এই আনন্দচিত্র যেন আজ তার কাছে অন্ধকারে ঢাকা। সে ভারতে পারে না এতে কোনদিন আলো ছিল, সুধ ছিল। তার মুধে আর হাসি-ঠাটা নেই, প্রাণে সেই আনন্দ উৎসও নেই। তার আজকালকার চেহারা দেখলে মনে হয় না যে সে কোনদিন হাসিঠাটা জানভো। সারাদিন কাঞ্চেকর্মে ভুলে থাকে কিন্তু সন্ধ্যা হলেই একটানা একটার পর আর একটা করে করে অনেকগুলো ছ:খভার এসে গলা টিপে দম আটকে মারতে চায় তাকে। সুম স্বাসভো না অনেক রাত পর্যন্ত। ক্লকমিন পাশে শুয়ে অনেক কথা বলে ভার মনটাকে অক্স দিকে পুরিয়ে দিভে চেষ্টা করে, ভার নরম হাড थीरत थीरत शारत, हूटल बूलिएस एमस। कथरना वा बूरक छितन নিয়ে আদর করে। মাঝে মাঝে ভার কণ্ঠও যেন রোধ করে দিত কে। সে চোক গিলতো, দীর্ঘনিখাস ছাড়ভো। **অন্ধকার** যরে ভাওনাথ তা দেখতে পেত না সত্য কিছ কানে শুনতে পেত সে-সব শব্দ, অনুভব করতো তার হাদয়ের ক্রততর স্পালন। তারপর বহু সাধ্যসাধনার পর ধুম আসতে না আসতেই গুদোমের সিটি বেজে উঠতো। ধুম থেকে ধড়মড়িয়ে যখন উঠতো মনে হতো বুকে যেন একটা পাষাণ চাপা রয়েছে। ইচ্ছা হতো আবার উয়ে পড়ে কিন্তু সে উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্তেও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

লেংড়া সুখনীর গয়না বন্ধক রেখে মাত্র চল্লিণটি টাকা পায়। তা থেকে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়ে হাতে থাকে শুধু পনর টাকা। জাভভাইদের খানাপিনা দিতে কমসে কম পঁচিশ ত্রিশ টাকার দরকার। বাকি দশু পনর টাকা আর সংপ্রহ করতে না পারায় ভাদের খানাপিনা দেওয়া হয়ে ওঠে না। ভেন্দেইল আর **দশ** দিন বাদেই ভো ভলব পাবে—চারজনের ভলব। ভার নিজের, স্থ্রশীর, রুকমিনের আর ভাওনাথের। চারজনের তলব থেকে বিশ টাকা বাঁচাতে পারবে নিশ্চয়ই। এ তেমন একটা অসম্ভব নয়। কারণ স্থানী খুব হিসেবী—বাজার থেকে আনাজ না কিনে কাঁটা শাক, সঞ্জনে শাক কুড়িয়ে সিদ্ধ করে দেবে। তাতেই ভারা মহাভৃপ্তির সঙ্গে পেট পুরে খেতে পারবে। এ-রকম খাওয়া খেয়ে বেশ থাকতে পারে তারা। কোন কট হবে না। অভ্যাস আছে। আজকাল না হয় এটা সেটা ভাল মল খায়, হু'টো পরসা কড়িরও মুখ দেখেছে। আগে তো ঐ-সব খেয়েই পাকতো। ছু'হপ্তা বাদে আবার করমপুজো। এতেও কিছু খরচ হবে। নতুন কাপড়জামা না হয় এবারে কেনা নাই বা হলো, পাঁচ টাকার मर्था जात्रव ।

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। সমস্ত আশা আকাজকার
মূলে কে যেন কুঠার হানলো। দশ দিন পার হয়ে গেল। তলব
হলো না। দিন পিছিয়ে গেল। বড় মেমসাহেব মিসেস ভবসনের
খুব অসুখ তাই তাঁকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছেন বড়সাহেব।
তলব হবে করমপুজার পরে। এই খবর বাগানের শ্রমিকদের
মনে একটা অসস্তোষের ভাব আনে। নিজেদের গভরখাটা টাকা
ভাও সমর মত পাবে না ভারা। একজন লোকের জন্ম এভগুলো

লোকের কী গুর্দশা। মনের ঝড় মনেডেই বয় বাইরে তা প্রকাশ
ক্রিন্তে মত মনবল তাদের নেই।

ভাওনাথও তলবের খবর রাখে। তার ইচ্ছে ছিল এবারকার ভলব থেকে সে রুকমিনকে একখানা ভাল রঙচঙে পাটের শাভি কিনে দেবে। রুকমিনকে এনেছে একবছর হলো কিন্তু এ পর্বস্ত একটার পর আর একটা ঝামেলা লেগে থাকায় নিজ হাতে করে কোন কিছুই দিতে পারেনি তাকে। এবারে দেবে। অবশ্ব এ-কথা সে জানতো বে আসছে তলব থেকে টাকা নিয়ে শাভি কেনা সম্ভব হবে না। সে আরো জানতো তার বাবার পরিকল্পনা। তরুও আশার একটা কীণ রেখা জলতো তার মনে। তলব হবে না এই সংবাদ জানতে পেরে তার।বৃদ্ধানী ক্ষিপ্ত মনের তাপমাত্রা আরো বেড়ে যায়।

এদিকে পুজার দিন ধনিরে এলো অর্থচ তলবের খোঁজ নেই।
তলব পাওয়া যায়নি বলে তো আর পুজো বসে থাকবে না। তার
তারিখ, দিন ক্ষণের কোন অদলবদল হবে না। কারো প্রতীকা
রাখে না সে। পুজার আয়োজন হয় জউরু সর্দারের ধরে।
আয়োজনের ধটা দেখে মনে হয় না সমারোহ আগের চেয়ে কিছু
কম। অবশ্য এই পুজোতে তেমন কিছু সাতপাঁচ লাগে না।
একটুকরো নতুন মার্কিন কি লংক্লথ, বন জললের কিছু কুল, ফল,
বাসি ভাত আর শাক। আর যারা পারে নতুন জামাকাপড় পরে।
সবরকম ব্যবস্থাই আছে। পুজো তো আর শুধু ধনীর জয়
নয়। সবার জয়। মনকে সাজনা দেয় সকলে। ভাওনাথের
মনটাতে তরুও কিন্ত কাঁটার খোঁচা লাগে। তার মনে জাগে—
রঙচঙে একখানা পাটের শাভির কথা। রুক্মিন যে সেখানা পরে
করমর্গোসাইয়ের কাছে শসাকুমভার পুজো দেবে। শসাকুমভার
পুজো দিলে যে সুসন্তান লাভ হয়। এই তো ভরা মাস ভার।
পেটের ছেলেটি আজ হয় কি কাল হয়।

শেষ পর্যন্ত তলব না পেয়েও পুজোর একটা ব্যবস্থা করেছিল লেংড়া। একটুকরো নতুন কোরা মার্কিন কাপড়ও জোগাড় করেছিল গিরিধারীলালের নিকট থেকে। সেই সিকি গজ সন্তা দানের জালজাল মার্কিনেই তাদের পুজো হবে। স্থখনী বলেছিল তাই এক পরসা দিরে একটা ছোট শসাও কিনে এনেছিল সে। শসার পুজো দেবে রুক্মিন।

পুজा जात्र पिएछ श्यनि ऋक्यित्तत्र । পুজো চলে দশদিন ধরে। এগার দিনে বিসর্জন। পুজোর প্রথম দিনেই উত্তরের পাহাড়টা যেন কালো হয়ে নেমে আসে ওদের বুকে, আকাশটা ছেঙে পড়ে মাথায়। একটা বাঁশের চ্যাঙারিতে অল্প কয়েকটা কুল कन गः अट करत त्रार्थिष्टन सूर्थनी जार्शत मिन तार्छ। गव ठिक, ভৎপরতার অন্ত নেই, সকালে খুব ভোরেই সূর্য উদয়ের আগে স্লান সেরে ভিজে কাপড়ে সেটাকে নিয়ে পুজোর আখড়ায় বাবে সে। এদিকে সূর্য ওঠে, বেলা বাড়ে বিকেল হয় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয় ভারপর রাভ ঘন অন্ধকার কিন্তু তবু সর্দারের বাড়ি থেকে কোন নিমন্ত্রণ আসে না। অথচ বাড়ির লাগোয়া অক্স সব বাড়িগুলোর ছেলেমেয়ে বুড়োগুড়ো সকলেই সেজে-গুজে সদারের বাড়ি যাচ্ছে সেই কোন ভোর থেকে। কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। শেষে জানতে পারে এক ঘরে হয়েছে তারা। জাত ভাইদের খানাপিনা না দেওয়া পর্যন্ত তারা আর জাতে উঠতে পারবে না। উৎসব আয়োজনেও তাদের স্থান হবে না। একথা ওদের কারো মনে জাগেনি আগে! ভারা ভো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে খানাপিনা **(मृद्य जात्र ज**ित्रगानात होका ए**ड। जार**शेरे मिरग्रह् ।

खाउनार्थत मन विद्याश र्यायमा करत । ममाखनिक्ति माथा मूर्ण विविदा रथर रेट्स श्ट्य छात । माँ ए में ए किं ए कि क्मण करत उर्छ । ममाख कारक वर्ण, कि निरम ममाख, ममार्कत कर्डवा कि छार खारन ना जर्थ छाता ममाखनि । जारनत भामन, जरूभामन ममछ खारन जारम वर्ण रमा निर्छ श्रवा । रकन, कि खड़ श छा शल भूर्षा मिर्छ भारत ना क्रकमिन ? जात मिरक छाकार भारत ना खाउनार्थ। रम स्य जात रभर्छेत्र मखारनत ममा र्य छाता करत भमान्य पिर्छ करता हिल १ जात ममछ जाभाम रय छात्र कि कि धरे वर्षत माख रवंत खारनामा करत भमान्य पर वर्षत खारनामा करत भमान्य हिल पर वर्षत खारनामा करत माख हिए ए छात ममछ जाभाम रय छात्र हिए हिस मिल धरे वर्षत खारनामा करा है वर्षत माख रम्भ वर्ष का नार्य माख हिए ए जात माख है वर्षत माख रम्भ वर्षत माख रम्भ वर्ष का नार्य माख है वर्षत माख रम्भ वर्षत माख रम्भ वर्ष का नार्य माख है वर्षत माख रम्भ वर्ष का नार्य माख है वर्षत माख रम्भ वर्ष का नार्य का नार्य माख रम्भ वर्य माख रम्भ वर्ष का नार्य माख रम्भ वर्ष का नार्य का नार्य माख रम्भ व्या माख रम्भ वर्ष का नार्य माख रम्भ वर्ष का नार्य का नार्य माख रम्भ व्या माख रम्भ वर्ष का नार्य माख रम्भ वर्ष का नार्य माख रम्भ वर्ष का नार्य का नार्य का नार्य माख रम्भ व्या माख रम्

७ किथे रात ७८० जिल्हा गर्फ गर्फ ताम हिंदन गांवित ता । जांत विकास कर्छू क्रमण, कि कत्र हिं भारत जांत हा ति व क्रमण कर्म कर्म कर्म कर्म हिंदन हिंदि क्रमण कर्म कर्म हिंदन हिंदि हिंदन हिंदन

লেংড়া তথন একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে চেয়ে কি জানি ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাই ভাবছিল। কাছে ছোট একটা কাঠের পিঁড়িডে বসে স্থানী। তার মুখখানাও ভার ভার। বা-হাতের তালুডে খানিকটে খইনি। কি জানি অনেকক্ষণ আগেই তা ভৈরি করেছে কিন্তু স্বামীর মুখের হাবভাব দেখে আর সেটা মুখে দিতে হাত সরেনি।

বাপমায়ের মুখের ঐ রকম একটা করুণ ভাব দেখতে পেরে এক'পা পিছিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। যা বলবে বলে এসেছিল সে-সব সুলিয়ে যায়। নতমুখে অল্পকণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরপদে চোরের মত সরে আসে।

পথে যেতে যেতে স্থির করে ভাওনাথ সাধুর কাছেই যাবে সে।
কুল, ধুপধুনা ও মিটি মিঠাইয়ের গঙ্কে সারা রান্তাটা থই থই করছে।
এই পথ দিয়েই মেয়েরা পুজে। দিতে গেছে। আমোদ আহলাদ
নাচগান বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে। কে যেন ভাওনাথের
পা ছটো ধরে দাঁড় করিয়ে দেয় পথের ওপর।

অক্সকণ বাদে সাধুর কাছে গিয়ে হাজির হয় ভাওনাথ। তার কাছে এই সে প্রথম আসে সে রাত্রের ঘটনার পর। মুধ দেখাতে লক্ষা করেছে এতদিন। কি বলে মুধ দেখাবে? সাধু যে তাকে হুর্বল চিত্ত, ক্ষীণকায় ভাবছে—অক্সায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সাহস তার নেই। কিছু তাই কি? ভাওনাথ তো হুর্বল নয়—হুর্বল হলে কি গুদোমের এত শক্ত ঝামেলার কাজগুলো তার কাছে সহজ্যাধ্য হতো? শার্জ- নির্ধ না থাকলে কি করে সে গুদোমের সদার, বাবুর চোখ রাঙানি, হমকিকে উপেকা না করে রুকার্যন ক নিয়ে এলো ?

गांधूत काष्ट्र এग छात्र गमछ बाखित खात्र किए यात्र। गांधू दरित वला, कारा तरेलि এछना मिन ? महाात खावछा खालाएछ जा गांधूत मूथेनान यन खारांत्र छिरत खरनक दिनि छेळ्डल छत प्रथे छ भार । अक्ट्रेकूछ द्वान रति। तरे मीछि, तरे पृष्ठा, निमेह छा, निर्णेह छा खाद्या छात्र छार्थम् पृथे। खाछनार्थत मरनत कथाछरमा गवरे यन खारन गांधू। खड़छारीन छुछ चळ्ल गंनात्र वरल, खातना किरमत ? खानिम, खमळलरे मळल खारन। श्रेथिम वीख छात्रभेत खळूत भरत गांछ। विखारत खमछ एछमिन श्रेम वीस छात्रभेत खळूत भरत गांछ। विखारत खमछ एउमिन श्रेम वीरत भरत अक्टिन गमछ वाधाविभिद्धिक क्रमात करत एड बितर बीरत भरत अक्टिन गमछ वाधाविभिद्धिक क्रमात करत एड वितर खारम। गांडा अरमह मरन। विखारत खम्म निराह छात। अवारत छा छिएरा भड़रव अक्टिन मन रथेक मन रथेक खम्म निराह छात। विखारत छा छिएरा भड़रव अक्टिन मन रथेक स्वारत छा छा निराह छात।

ভাওনাথ চুপ করে সাধুর কথা শুনছিল এতক্ষণ। রক্তে তার আগুনের ঢেউ খেলছে। অকুভব করে সে তা। উত্তেজিত কঠে বলে ওঠে, জরিমানার টাকা যা দেওয়া হয়ে গেছে তাতো আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না তবে আমি কিছুতেই জাতভাইদের খানাপিনা দেব না।

সাধু বুঝতে পারেনি ভাওনাথের কথা। সে বিস্মিত স্বরে জিগ্যেস করে—কা ভেলেক ফিন ?

—সময় মত তলব পাইনি বলে জাতভাইদের খানাপিনা দিতে পারিনি তাই করমপুজোতে সর্দারের ঘরে নিমন্ত্রণ হয়নি আমাদের। জাত গিয়েছে। ভাওনাথের চোখে জল ছলছল করে।

সাধু কিন্ত একটুও বিষ
্ট কিন্তা নির্মান কর কালে কোলা কর কেন ?

বে সহজ্ব সরল স্বাভাবিক গলায় হেসে বলল, কালে গোসা করলেক ?

এ তো চিরকেলে পুরনো কথা। তোর আমার চোদ্দপুরুষ সয়ে

আসছে এই অবিচার, অভ্যাচার। আমাদেরও সইভে হবে কিন্তা

এমন দিন আসবে যখন এই জুলুম আর সম্প্রাচ্ছর থাকবে না।

নতুন দিন আসবে, নতুন আলো, নতুন লোক, নতুন পৃথিবী।
ভগবান এ-সন্থ কর বন না। ওরা যে তাঁকে হাতের পুতুল করে
রাখতে চায়। কি দরকার ওখানে গিয়ে পুজো দেওয়ার ? বাড়িতে
নিজেদের পুজো নিজেরাই করগে। এতে করমগোঁসাই খুনী
হবেন। মনে ভৃপ্তি পাবি অনেক। নিজের কাজ কি অপরকে
দিয়ে ভাল হয় ? আর পুজো ত ভোদের কলা হয়। মনের
আকুলতা দিয়ে যাঁকে ভোরা এত করে ডাকলি তিনি কি আর
না দেখা দিয়ে থাকতে পারেন ? যারা ভোদের দুরে সরিয়ে
রাখলে ভোদের চোখের জল গিয়ে ভাদেরই গায়ে পড়বে।
আগুন হয়ে জলবে ভাদের অস্তরে সমস্ত দেহে।

ভাওনাথ তার সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝতে পারছে সাধুর ওপর কি যেন একটা ভর করেছে। তার মন ও দেহের যাবভীয় শক্তি কুটে উঠেছে চোখে। চোখ ছটো জলজল করে জলছে।

ভাওনাথ যখন বাড়ি ফেরে বেশ রাভ হয়েছে তখন। সাধুর কাথাগুলো শুনে মন কতকটা শান্ত হয়েছিল যাহোক্ কিন্তু বাড়িতে এসে সারা বাড়িটা শোক ও ক্লোভের দ্রিয়মাণ ছায়া দেখতে পেয়ে আবার আগুন জ্বলে ওঠে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে নিভান্ত অসহায় ভাবে। তুর্বল মনে আরো অন্ধকার বিভীষিকার ছায়াপাত হয়। সেই জন্ধকারে ভার ষড় বাড়ি, সংসার সব ভলিয়ে হায়।

এক হপ্তা বাদে তলব পায় তারা। মনে ফের বিদ্রোহ বোষণা করা সত্ত্বে মা বাবার মতের প্রতিবাদ করতে পারেনি। ভাওনাথ। তাদের চোখের দিকে তাকাতেই ওর সমস্ত দৃঢ়তার প্রস্থি কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়। জাত ভাইদের খানাপিনা দেওয়া হয়। জাতে ওঠে ওরা। আবার হেসে ওঠে মাল্ল্যগুলি, ভাদের ধ্রবাড়ি, সংসার।

ভাদ্র গিয়ে আখিন এলো। আখিনের প্রথম ভাগেই স্কুরমণির জন্ম হয়। ভাওনাথের বড় ভয় ছিল পাতির মেলাতে কাজ করতে করতে প্রস্ব না হয়। ছুই বছর আগে সে যা নি ভর চোখে

দেখেছে সেই দুশ্ব আজে। মনে আছে ভার। ভা ভাবতে শিউরে ওঠে সে। করমলালের জীর একটি ছেলে হয় বাগানে কাজ করতে করতে। কী ফুর্দশাই না হয়েছিল ঐ শিশু আর ভার মার। ৰাখনের মত নরম তুলতুলে দেহ হাওয়া বাতাস পেয়ে একটুও শক্ত रयनि ७४न रारे व्यवशाय परदात करत्रको। कायशाय ज्ञान यात्र, কেটে যার চৈত্রের সম্ভ কলমকরা চা গাছের ছুঁচলো শব্দ ভালে। ভাগ্যিস চোখ হুটোতে লাগেনি ভা হলে ভো জ্বের মত অন্ধ হয়ে থাকতো। সেই ভয় কেটে গেছে তার। এ-ভয় আরো রুচ হয়ে দেখা দিত করমপুজোর কথা মনে হলেই। যা হোক এখন আর সে-ভাবনা নেই। রুকমিনের প্রসব নিরাপদেই হয়েছে বা্ডিতে স্বস্তির নিশাস ছাড়ে ভাওনাথ। কয়দিন বাদেই তো জিভিয়া পুজো এই পুজোটা ভালভাবেই করতে হবে যাতে করমপুজো না দিতে পারার দোষটা খণ্ডন হয়। তবে আশু সমস্যা হচ্ছে নয়া জনমের ধরচপত্তর নিয়ে। নয়া জনমের খরচ তো নিতান্ত কম নয়। অথচ হাতে একটি পয়সাও নেই। আবার তলব পেতে আরো দশ বারো দিন দেরি। আর ছয় দিনের মধ্যে যে করেই হোক আচার রীতি নীতি পালন করতেই হবে।

পাতির সময়ে সপ্তাহে একদিন পাতির পয়সা দেওয়া হয়। এপাওনাটা ঠিকার ওপরে উপরি পাওয়া। হপ্তা ধরে জভ্যন্ত রাষ্ট্রবাদল হওয়ায় বাসরা নদীর বাঁধ ভেঙে তার জল বাগানের মধ্যে বিপুল ভাবে চুকে পড়ায় কেউ ঠিকমত কাজ করতে পারেনি ভাই পাতির উপরি পয়সা তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না।

এই একমাস আগে রাষ্ট্র হয় না বলে সকলেই ধুব ভাবনায় পড়েছিল। ভাবনা যে শুধু শ্রমিকদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল তা নয়। সব চেয়ে বেশি চিন্তায় পড়েছিলেন ম্যানেজার। বেশি চা তৈরি করে ভাল কাজ না দেখাতে পারলে কোম্পানীর কাছে বদনাম হবে উন্নভিও হবে না। তার ওপর কমিশনের জন্ধটা হয়ভ শুস্তের ঘরে আটক পড়বে। এতে কোন ভয়ভীতি বা চিন্তা ছিল না ছোটসাহেব আর বাবুদের। ভারা বরং মনে মনে খুশিই হয়েছিল। আগের মত পান চিবিয়ে সিবোট কুঁকে বেড়াও

সৰ সময়। শ্ৰমিক কামিনদের চিন্তা ৰাড়ে। কারণ ভারা যে পাতির এই উপরি পাওনাটা দিয়ে তাদের মনের সথ মিটায়। সন্তা मास्यत गावान, शक एडम, वाही मिमवाशात, माडि क्यारक हे हेजामि **(करन। वांशानित पिरक जाकार्जरे अस्त्र मनो। विकेरिय अर्छ** ভগবানের ওপর, নিজেদের ভাগ্যের ওপর। গরীব হু:খীর ফুটো কপালে কিছুই এগোয় না। ভাবে এক, হয় আর এক। পুরো একটি মাস বৃষ্টি হয়নি। এতে চা গাছের কচিকচি ভগাওলো যা আগের সামান্ত একটু বৃষ্টিতে লকলকিয়ে উঠেছিল তা সব শুকিরে খাক হয়ে গেছে। কচি পাতা—ছটি পাতা একটি কুড়ি রোদে পুড়ে আগুনে পোড়ানো ছোট সিঙি মাছের মত কালো চিমসে হয়ে গেছে। আসমানের জলের জম্ম মেয়েরা পুজো করে। লাইনে লাইনে প্রতি ষরে বরে তেল সিঁতুরের ফোঁটাকাটা জল ভরতি পিতলের ঘটির মধ্যে আমের নবপত্রযুক্ত শাখাপ্র ও চু'চারটে কুল দিয়ে বুরে বুরে ভিখ মাঙে। প্রত্যেক মেয়ের হাতেই ঐ-রকম এক একটা ষটি। ওরা বাবুদের বাসায় ও সাহেবের কাছে অফিসে যায়। ওরা প্রতি বছরেই যখন এই পুজে। করে এরকম করে থাকে। বাবুদের বাসায় বাবুয়ানিরা ঐ ঘটিগুলোর মধ্যে ছ'চার পয়সা ছুঁড়ে ফেলে আর অফিসে ৰড় সাহের দেয় প্রতি ঘটিতে আট আনা করে। আগে চার আনা দিতেন—এখন জিনিস পত্রের **पत्र (विन इश्वराय (भर्यरापत्र अञ्चरताथ तक्य) करत्र आहे जाना राम।** অস্তাম্য সকলের মত রুকমিনও এই পুজোয় অংশ প্রহণ করে। সে ও তাদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি, বাবুদের বাসা আর অফিসে যায়। वृष्टि रत्ना भूत्यात छ'निन वारमरे! वाजानहा दर्रा ७८५ चावात, নতুন পাতি গজায় গাছে। গাছগুলোর যৌবনের দেহ রসে টলটলে চক্চকে। কিন্ত হঠাৎ এমন অবিশ্রান্ত রাষ্ট্র শুরু হয় যে ভার মধ্যে পাতি টিপা আদৌ সম্ভব নয়। মেদ্বাক্ত তিরিক্ষি হয়ে ওঠে বড়সাহেবের। হাবিদদার পুরনসিংহকে হাতী দিরে লাইনে লাইনে পাঠিয়ে অনেক বাড়ি, বর্তুয়োর ভেঙে ভছনছ করেন। ঘরে খাবার নেই—জঙ্গলের শাকপাভা কচু ঘেঁচু কালা कूड़िता (बेरत जीवन वाँठात। এको हे भक् भर्य करतनि क्छे।

ভারা জানে এটা ভাদের প্রাপ্য। এ-রক্ষ প্রভিবনরেই ছু'একবার ঘটে থাকে। এতে নতুন কিছু নেই!

নিরঞ্জনবাবু লোকটিকে খুব ভাল লাগে ভাওনাথের। তাঁর गट्य পথে অনেক কথা হয়েছিল প্রথম দিনেই যেদিন ভিনি ভার ভয়সা গাড়িতে বাগানে আসেন। দরদমাখা মন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করেছিলেন তাকে। এই অসময়ে ভার কাছে গিয়ে হাত পাতলে নিশ্চয়ই খালি হাতে ফিরে আসতে হবেনা তাকে এ বিশ্বাস তার আছে। সন্ধ্যার পর আশায় আশায় তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হয় ভাওনার্থ। হরে ছিডীর প্রাণী নেই। বাচ্চা চাকরটি গেছে ডাক্তারবাবুর কাছে ওবুধ আনতে। জ্বরে হাঁসকাঁস করছেন শুয়ে খুয়ে। ভাওনাথ 'বাবু' বলে ডাক দিভেই বিছানা থেকে জ্বরো কাঁপা গলায় সাড়া দেন। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢোকে ভাওনাথ। এই তার প্রথম, একজন বাবুর ঘরে চুকল। বাবুরা সাধারণত বাইরের কুলি মজুরকে ঘরে চুকতে দেন না। বরে ঢোকা তো দুরের কথা একটু কাছে গেলেই অনেক কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়। এমন কি ভাগ্য অপ্রসন্ন থাকলে পিঠে ছ'একটা কিল চড় ও পড়ে। এরকম ছ'চারটে ঘটনা ভার জানা আছে। ভার নিজের বেলাভেও এ-রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য কিল, চড় লাথি গুঁতো খায়নি সে। তবে গালিগালাজ অনেক শুনেছিল কিরনবাবুর কাছে। পাতি ওজন করছিলেন ভিনি। ভাঁর বাঁ ধারে টুকরিটা রেখে প্রায় গা খেষে দাঁড়িয়েছিল সে এই তার অপরাধ। আর কিছুই নয়। তাঁর গায়ে গাও লাগেনি এতেই অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেন আর হাত দিয়ে একটা ধাকা মেরেছিলেন। ভাগ্যিস কাছেই পাতিভরতি টুকরিটা ছিল না তা হলে ছমড়ি খেয়ে সানবাঁধা প্রস্তরে পড়ে দাঁত মুখ ভাঙতো আর কি ! নিরঞ্জনবাবুর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ভাওনাথের মনটা অনেক খুশির চেউয়ে স্নান করে ওঠে। সেলামটা পর্যন্ত দিতে ভূলে যায়। এই থেকে ঐ লোকটির ওপর তার थात्रना **जात्त्रा कृ**ष्ठत रस । क्षेत्रा ও ভा<sup>™</sup> वाथा कृत्य श्रीर ।

নিরঞ্জনবারু বললেন—বহুৎ পিয়াস লাগা। থোড়াসে পানি দাও ভাওনাথ।

বরের এক কোণে ছোট একটি টেবিলের ওপর একটা সবুদ্ধ রঙের কাচের দ্বার। তাতে জল। তার কাছেই একটা কাচের প্রাস। ভাওনাথ দ্বার থেকে গ্লাসে দল গলিয়ে নিরঞ্জনবাবুর কাছে ধরে।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে—মুড় দরদ করোথে? মাথাটা টিপে

वाष् त्नर्ष मग्रिक कानान नित्रक्षनवातू।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা টিপছে ভাওনাথ। নিরঞ্জনবাবুর শিয়রেই একটা কাঠের টুল। চোথ ইসারা করে সেটাতে বসতে বলেন তিনি।

ভাওনাথের বিষ্ময় লাগে। বিষ্ময় লাগার কথাও বটে। কারণ কোন বাবু কুলিকে টুলের ওপর বসভে দেয়না এবং এ কানেও শোনেনি সে চোখেও দেখেনি। অবাক চোখে নিরঞ্জনবাবুর দিকে চেয়ে ছিল।

নিরঞ্জনবাবু তার মনের ভাব বুঝতে পারেন। বললেন—ঠিক হায়, বইঠো টুলমে।

ছোকরা চাক ওবুধ নিয়ে ফিরলো প্রায় এক ঘণ্টা পরে। এর মধ্যে কপালে জলপটি আর পাখার হাওয়া করায় মাধার যম্রণাটা অনেকখানি কমেছিল নিরঞ্জনবাবুর। চোখমুখের লাল ভাব কেটে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। তিনি বললেন—থেমন বাঘ ভালুকের দেশ তেমনি তার জ্বর ?

একথার উত্তরে ভাওনাথ বলে—ভোমরা ভো মানবে না বাবু— এদেশে বাস করতে হলে একটু আখটু হাড়িয়া কি মদ খাওয়া ভাল। একটু মদ কি হাড়িয়া খেলে আর এভটা ঘায়েল করতে পারে না অরে। গা-গভর ব্যথাও হয় না। দেখ না আর আর বাবুরা ভোমার মভ অমুখে ভোগে না।

ভাওনাথের কথায় একটু হাসেন নিরঞ্জনবারু। তিনি জানেন আর আর সকল বারুরাই অন্নবিন্তর মদ খান। এই জন্ম ওঁদের সজে ওঁর যেন কেমন একটা ছাড়ছাড় ভাব। ওঁদের সজে সরল ভাবে মিশতেও পারেন না। ভর ভয় লাগে ভারপর চুলে হাভ বুলাতে বুলাতে বললেন, ভাল হরে উঠি শেবে ভোর মদ খাওয়ার কথা শুনবো।

এতক্ষণ জরের যোরে নিরঞ্জনবাবুর কি জানি খেয়াল ছিল না, জিগ্যেসও করেননি ভাওনাথকৈ কি জন্ম এসেছে সে। এবারে জিগ্যেস করেন, কুছ কাম হায় ভাওনাথ ?

ভাওনাথ থতমত খায় প্রথমটায়। লোকটা জ্বরে ধুকছে কি করে তাকে তার আবেদন জানায়। হয়ত রেগে উঠবেন অথবা অসম্ভই হবেন। কি ভাববেন নিরঞ্জনবারু। নিজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে আর স্থির থাকতে পারে না ভাওনাথ। বদলে, দশটা টাকা ধার দেবেন বারু ?

হাঁ, না কিছুই না বলে নিরঞ্জনবারু শিয়রের বালিশটার তলা থেকে একখানা দশ টাকার নোট বের করে ভাওনাথের দিকে এগিয়ে ধরেন।

নোটটা নিতে ভাওনাথের তুর্বল হাতটা আনন্দ ও আভিশয্যে কেঁপে ওঠে। চোথ হুটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে।

ঐ টাকা দিয়ে নয়া জনমের দায় থেকে মুক্ত হয় ভাওনাথ। তবুও একটা তীব্র বেদনা তার মনটাকে অহরহ কুরে কুরে খায়। আখিনের মাঝামাঝি জিভিয়া পুজো। আর মাত্র এক হপ্তা বাকি আছে। জারভালে কাজ করলে এখন বেশ ছ'পয়সা কামাই করা যাবে। ৰাগানে পাতির মরস্থম পড়েছে। পাতি তো সব সময় সমানে থাকে না। মাসে সাধারণত তু'হপ্তা জ্বোর থাকে আবার বাকি ছ'হপ্তা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। ভাওনাথও অমানুষিক ভাবে কাজ করছে। তার মা বাপ ও স্ত্রীও করছে। নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে ধার করা টাকাটা যে-করেই হোক শোধ করতে হবে। রাতে রষ্টি আর দিনে রোদ পেয়ে অসম্ভব রকম পাতি এসেছে আর এই সঙ্গে গাছের গোড়াতে গজিয়েছে অজল । পাতিটা সব টিপতে হবে আবার তেমনি ঐ আগাছা জন্দগণ্ডলোও পরিষ্ণার করতে হবে তা না হলে যারা পাতি তুলবে তারা তো গাছের কাছে বেষতে পারবে না। তাই দিনে পাতি তোলা আর রাতে ঝুরনি করার ব্যবস্থা করেছেন ম্যানেজার। রাত থাকতে মঞ্কুররা অনেকেই এই রাভ ফাড়ুয়া বা ঝুরনিতে যায় আবার সূর্যোদয়ের আগেই ঘরে ফিরে ছু'টো পাস্তা ভাত মুখে দিয়ে আবার ছোটে পাতি টিপতে। এই রাভ ফাড়ুয়া ও ঝুরনি শুধু রদেই করে। মেয়েরা নয়। ভাওনাথ ও আর আর অনেকের মত রাত ঝুরনিতে ষায় আবার ঘরে এসে চা পানি আর বাসি ভাত খেয়ে পাতি তুলতে দৌড়োয়।

বর্ষায় গাড়ির বেশি কাজ থাকে না বাগানে। গাড়ির কাজ
শীতে। চৈইলি, খড়, বাঁশ, ঘরের খুঁটি চোলাই সবই শীতে।
তথন গাড়ির কাজের অভাব থাকে না। এখন গাড়ির কাজ বলতে
তথু মাঝে মাঝে বাগানে পাতি ওজন হলে পাতিগুলো গুণোমে
পৌছে দেওয়া। আর হয়ত কোন সময় ছ'চারখানা গাড়ির
দরকার হয় সে কেবল গৃদ্ধক ভরা বড় বড় চোং বইবার জঙ্গে। এই
গদ্ধক-জল রোগাক্রান্ত গাছে ও পাতায় ছিঁটোয়। আর ছ'একটা

গাড়ি যা লাগে ভাও গাড়ি-চাপরাশির মঞ্চির ওপর নির্ভর করে।
এজন্ম অনেক গাড়িম্যানরা তার ফাইফরমাস খাটে। ভাওনাপ তা
পারে না। আগে পারত। এখন যেন তার মন বদলে গেছে।
ভাই গাড়িটা খুলেখালে ঘরের এককোণে রেখে দিয়েছে যাতে বৃষ্টির
জল পেয়ে পঁচে না ষায়। আবার কাভিকের শেষাশেষি কি
অস্ত্রাণে সেটাকে জুড়ে জুড়ে ঠিক করে নেবে।

দেখতে দেখতে জিভিয়ার দিন এগিয়ে এল। ভাওনাথ রাভের পুরনি সেরে পাতির মেলায় নিয়ে পাতি টিপছে। মনটা অনেকদিন वाप क्यन এक है। श्रुमित जारम एक एक एक एक एक । मारमत एक वही। কাল পাওয়া গেছে। অন্ত মাসের তুলনায় এমাসের ভলবের অঙ্কটা বেশ ভারি। কাল পাতির পয়সা পাওয়া যাবে। ' এই উপরিটা তলবের চেয়েও বেশি হবে। ভাওনাথ কর গুনে হিসেব করে। কাল পর্যন্ত আট টাকা এগারো আনা তিন পয়সা পাওনা হয়েছে। এ পাঁচ দিনের কামাই। তাহলে দিনে গড়পরতার পড়ছে গিয়ে প্রায় এক টাকা বারো আনা। আজকার কামাইটা এক টাকা বারো আনা না হলেও এক টাকা চার আনা এক পয়সা নিশ্চয়ই হবে। তাহলেই তো দশ টাকা হয়ে গেল। নিরঞ্জনবাবুকে এই দশ টাকা দিয়ে দেবে। আর তলবের টাকাতে জিভিয়া পুজোর কাল উপবাস। রুকমিনের উপোস করতে হবে। নতুন একটা কাপড় আর চোলো লাগবে। তা তো কাল তলব পেয়েই কিনেছি। আতপ চালও কেনা হয়েছে। রুকমিনকে যে পরশুদিন দশমীর দিনে স্নান করে নতুন কাপড় জামা পরে এক ঠোঙা আতপ চালের ভাত খেতে হবে। যাদের সন্তান মারা গেছে তারা তো একটা **जीवल माह शिल थारव।** क्रकमिरनत रग-गव প্রয়োজन নেই। ভবে একটা ভাজা মাছ কিনতে হবে, সেটা জিভিয়া পুজোর জায়গায় একটা গর্ড করে সেই জলে ছেড়ে দিতে হবে। জিভিয়া পিপুল গাছের একটা ডালও সংগ্রহ করতে হবে। সেইটে পুডেই ভো জিভবাহনের পুজো। কুল বেলপাতা আর যা লাগবে সে-সব ভো ক্রকমিনই জোগাড করবে।

তন্ময়তা কাটে একটা শব্দে। কামদারি, চাপরাশি শ্রমিক স্বাই চেয়ে আছে রাস্তার দিকে। বড়সাহেব মোটর হাঁকিয়ে আসছেন। ভাওনাথ জীবনে এই প্রথম মোটর দেখতে পার। শুধু ভাওনাথ কেন বাগানে হাজারে একজন তার জাগে মোটর দেখেছে বলে মনে হয় না। আর দেখবে কেমন করে? মফস্বল শহরগুলোতেই তথন মোটরের আমদানি হয়নি ভার চা বাগানে। এই জঙ্গলে, পাহাড়ে উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা রাস্তায়। আর রাস্তা-ষাটই বা কোথায় ? সাহেব মেমেরা সবাই টমটমে চড়ে। বোড়ার রাশ ধরে টমটমের ছাদের ওপরে বলে থাকে দাড়িওয়ালা সহিস। যোড়ার খুরের খট্খট্ আর সহিসের চাবুকের সপ্সপ্ শব্দ এসে লাগে নিরীহ গোবেচারিগুলোর বুকে। কে কোথায় পালাবে ভার দিশে পায় না। কেউ বা একটু ভয়ে ভয়ে সাহসে ভর করে এগিয়ে যায় সামনে। তবে চাবুকের সীমানার বাইরে। মাটির সঙ্গে মাথা হুয়ে সেলাম ঠোকে। কাঁপা গলায় বলে, সেলাম মেমসাহেব, সেলাম বড়সাহের, সেলাম ছজুর। আবার সহিসের দিকে চেয়ে দেখে তার উদ্ধত চাবুকের গতি কোন দিকে। টমটমের ভেতর থেকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ আর বিজ্ঞপের হাসির রেশ আসে তবু বুকখানি কুলে ওঠে গর্বে, নিজেকে ধন্য চরিভার্থ মনে करत । भेठ श्रुक्तरवत श्रुगा এकिमरन । स्वत मर्भन ।

এক বছর হয় রিটায়ার করেছেন ডবসন সাহেব। তাঁরই জায়গায় এসেছেন মন্ধ সাহেব। বড় সৌখীন সাহেব। চকিবশ ঘণ্টার মধ্যে পোষাক বদলি করেন পাঁচবার। তাঁর পোষাক পরিছেদ এগিয়ে দেওয়া, জুতো পায়ে পরিয়ে ফিতে বেঁধে দেওয়ার জন্ম আছে একটি চাকর। তাকে 'বয়' বলে ডাকেন ভিনি। সকাল সাভটায় কুঠা থেকে জামা জুতো পরে আসেন মন্ধ আবার বাগান সুরে এসে সেটা ছেড়ে ফেলেন এগারোটায়। বিকেল ভিনটেয় আসেন আবার চারটেয় বাগান সুরে এসে বদলি করেন।

বিরাট একটা দৈত্যের মত গুরুগন্তীর চেহারার লোক মছ। হেঁটে যান মাটি কাঁপে। হাত পাগুলো যেন লোহা। চোধ ছটো ইয়া বড় বড় ঘোলাটে শ্বেতপাধরের মার্বলের মতো। চোথের

নি সুরলে ভয় হয়, এই বুঝি ছুটে এসে গিলে ধাবে। স্বাই বলে রাক্সসে সাহেব। গুমড়োমুধো। কিন্তু এই লোকের মুখেও হাসি কুটভো কখনো কখনো। সে হাসি এক পদমমায়া ছাড়া আপর কেন্ট দেখতে পায়নি।

এই মন্ধ সাহেবই সকলের আগে এই জন্ধলের দেশে মোটরকার আনেন, জন্ধল কেটে রাস্তা তৈরি তিনিই করেছেন প্রথম। এজন্ত বছ অর্থব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। স্টেশন থেকে বাগান অনেক পুরে। পথে ঘন বন। বনের ভয়সাগাড়ি যাভায়াতের রাস্তাগুলোর প্রায় সমস্ত জায়গাতেই খড়কুটো পেতে আর গর্ভগুলোকে। নদী থেকে বালু ভূড়ি পাথর সংপ্রহ করে নিয়ে এসে বুজোতে হয়েছে। এ কেবলমাত্র ভার পক্ষেই সম্ভব ছিল কারণ তিনি ছিলেন ম্যানেজিং ভিরেক্টরের ভাগনে। বাগানে এসেই রিপোর্ট দেন যে রাস্তাঘাট তৈরি করা নিভান্ত প্রয়োজন, ভার পরেই না এই রাস্তাঘাট আর মোটরের ছড়াছড়ি। এখন ভো মোটরে মোটরে ছেয়ে গেছে এ দেশে।

এখানে কি স্টেশন ছিল আগে? এই স্টেশন তো হলো সেদিন। এখনো পুরো দশ বছর হয়নি। কর গুনে হিসাব করে ভাওনাথ। হাঁ, দশ বছর হলো। এখানে ছিল বনজঙ্গল, হিংল্র পশুর বাস। দিন ছপুরে চরতো বাষ, ভালুক, হাতী, শুরোর। এই বনের ধারেই ছিল মজুরদের কতকগুলো ধর। ধর নয় কুঁছে। প্রতি বছর বর্ষার সময় হাতীর কি উপদ্রব হতো। কত মজুর ধর ছাড়া হতো আবার অনেকের জীবন হাতীর শুঁছে ধুরপাক খেয়ে খেয়ে শেষে পায়ের তলে পিষে যেত। কে খোঁজ রাখত এসব ?

এই স্টেশনের নাম করণ নিয়ে কি কম লড়াই হয়েছে ? লড়াইটা হয় এই বাগান থেকে তিন মাইল দুরে জীবনপুর বাগানের ম্যানেজার মি: ফারলং আর দলমাননগরের তদানীস্তন ম্যানেজার উড়প্রোপের মধ্যে। একদিন তো ক্লাবে ছ'জনেই মদ খেয়ে সোডার বোতল ছোঁড়াছুড়ি করেন। শেষ পর্যন্ত মি: ফারলংর জয় হয়। স্টেশনের নাম হলো কারলংপোত। विदे रिनेप्टनं दिन प्रमाननगद्धतं वृद्धतं अभि पिर्व विद्य वि

তলব ও পাতির ডবলি পয়সা পেয়ে নিরঞ্জনবাবুর কাছে যায় ভাওনাথ। টাকা ধার লওয়ার পর থেকে সে প্রায়ই যায় সেখানে। তাঁর সঙ্গটা খুব ভাল লাগে ভাওনাথের। মজুরদের ছ:খদৈছা সভিটেই তিনি অন্তরে অন্তরে আন্তরিকভাবে অন্তর্ভব করেন কিন্ত টু শন্দটিও করতে পারেন না। কতকটা অভাবে আর ভয়ে। নিরঞ্জনবাবু কলে হাতমুখে জল দিচ্ছিলেন তখন তাই কোমর থেকে সরু মুখওলা একটা কাঠের খৈনির ভিবে বার করে বাঁ হাতের তালুতে খানিকটে চুণ মিশানো তামাকের গুড়ো পাতা ঢেলে নিয়ে ভানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটু ডলে সেটাতে ছ ভিনটে থাক্ছা মেরে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মারে। ভারপর সেটা আবার কোমরে গুজে রাখল। এরমধ্যে নিরঞ্জনবাবু এলেন। দশ টাকার নোটটা আগেই হাতের মুঠোয় রেখেছিল তাই ভিনি আসতেই একটা সেলাম ঠুকে সেটা তাঁর দিকে ধরে।

নিরঞ্জনবারু বললেন, কি দরকার অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেওয়ার? মাসে মাসে ছ'এক টাকা করে দিস ভাওনাথ ভাতে ভোর গায়ে লাগবে না। সব একসঙ্গে দিলে খাবি কি ভোরা? কিই বা তলব পাস? ভাওনাথ সভিটে ধুব আনল পায় এসব কথা ভাবতে। তাহলে
নিরঞ্জনবারু নিশ্চয়ই তাদের কথা ভেবে থাকেন। সভিত্য, ওরা
কি এমন ভলব পায় ? পুরো ছবেলার কাজে পুরুষে চার আনা,
ত্রীলোকে ভিন আনা আর ছেলেমেয়েরা ছ'পয়সা। এতে ভো
পেটের ভাতই জোটে না। এছাড়া আরো অনেক অপরিহার্য
থরচ থরচা আছে সেগুলো চলে কি করে? পাতি ভো আর
বারোমাস টিপা হয় না। পাতি টিপা হয় বছরে আট মাস।
তবে এই আটমাসেই ভবলি পয়সা পাওয়া যায় না। এটা পাওয়া
যায় ছ'মাস। এই ভবলি পয়সাটা পেয়েই যাহোক মরের
ছেলেমেয়েগুলো ভাদের সথ মেটায়। ছটো রেশমি কাঁচের চুড়ি,
সন্তা গন্ধ ভেল একটা আধটা জামা বা পাটের শাড়ি।

ভাওনাথ বলল, লাগে পরে নেব আবার! এবারকার মত রেখে দেও!

মুহুর্তের নিশুরতা। কি যেন ভাবছিলেন নিরঞ্জনবারু। ভাওনাথ বলে ওঠে, আচ্ছা বারু, আপনি কি আমাদের কথা ভাবেন ?

নিরঞ্জনবাবু একটু হেসে বললেন, ভাবি বৈকি ? ভাবি ভোদের কথা, আমরা এই তথাকথিত বাবুদের কথা, সাহেবদের কথা, এমন কি দেশের কথাও। জানিস ভাওনাথ, লোকগুলোর কেবল ভয় আর ভয়। আর ছ'একজন যাঁদের ভয় নেই বা ভয় করবার মত কোন কারণ নেই তাঁরাও দেখান যেন কত ভয় তাঁদের এর মানে অন্য কিছু নয় তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে চান না। একই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কতো বিভিন্ন ভাব! কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ হাসায় আবার কেউ কাঁদায়!

কথাগুলো কেমন যেন বেমানান হয়েছে। হয়ত এগুলো ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে তাতে তার সমুহ ক্ষতি। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে নেন অন্ত কথা দিয়ে। বললেন—আছো, ভুটকা কি করে তার বউকে মেরেছিল ভাওনাথ ?

—ভুটকার খুব রাগ ছিল তার বউয়ের ওপর আগে থেকেই। বড়বাবুর সঙ্গে তার ঘন অন্তরঞ্গতা ছিল। একথা সবাই জানতো। ভাওনাথও জানতো। ভূটকা অনেকদিন বারণ করেছিল ভার জিরুয়াকে কিন্তু জিরুয়া মানেনি বরং দৃঢ়তরভাবে অস্বীকার করে। ভূটকা তলে তলে হাতেনাতে তাকে ধরার জন্মে চেষ্টা করে। ভূটকা তলে তলে হাতেনাতে তাকে ধরার জন্মে চেষ্টা করে। সেদিন হঠাৎ ঠিক সন্ধ্যাবেলাটায় তার মাথায় একটা ছষ্ট বুদ্ধি চাপে। সে জিরুয়াকে বললো, খবর পেলাম চাচার অস্থধ। তাকে দেখতি যাজিছ জীবনপুরে। আজ আর ফিরবোনা, কাল সকালে এসে কাজে যাব। অথচ তার চাচার কোন অস্থধ-বিস্থখ হয়নি আর সেও যায়নি সেখানে। সে গিয়েছিল জটু লাইনে তার বন্ধু পোকোর বাড়ি। খুব করে মদ খায় সেখানে। তারপর ঘরে ফেরে রাত এগারোটায়। তখন ঘন অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঘরে এসে দেখতে পায় ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ। অতি সন্তর্পনে স্ভুস্তুড় করে হেঁটে যায় উত্তরের নরম গুদোমের দিকে। নরম গুদোমের কাছেই হাবিলদারের ঘর। হাবিলদারের ঘরের নিকটে যেতে না যেতেই দেখতে পায়, নরম গুদোম থেকে ছটো লোক সিঁছি দিয়ে নেমে আসছে।

নিরঞ্জনবারু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন ভাওনাথ তা বুঝতে পেরে বললো—আর বলেন কেন বারু, এই উত্তরের নরম গুদোমটা হয়েছে যত সব প্রেমিক প্রেমিকার গোপন আমোদ প্রমোদের রঙমহল। এখানে অনেকরকম অভিনয় হয়, কত যে অবাঞ্চিত ঘটনা ঘটে তার ইয়তা নেই।

নিরঞ্জনবাবু কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়েন—ভাবেন, এই কুলিদিগকে সাহেববাবু সকলেই নোংরা, অপরিষ্কার ও কুৎসিত বলে দ্বণা করে, কাছে ঘেঁষতে দেয় না অপচ প্রেম করবার বেলায় সে-সব কথা তাদের মনে থাকে না। অস্কুত প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির এই লোকগুলো। এদের কথা ভাবতে নিরঞ্জনবাবু কেমন অস্বন্তি অস্কুত্ব করেন। তার চোখেমুখেই-এর ছায়া কুটে উঠেছিল।

ভাওনাথ বলে চলে—ভূটকা ওদের দেখতে পেয়ে হাবিলদারের ষরের কোণে লুকিয়ে থাকে। এরমধ্যে বড়বাবু ও জিরুয়া বেরিয়ে যে যার পথে চলে যায়। ভূটকা জিরুয়ার পিছু পিছু আসে। জিরুয়া দেখতে পায়নি তাকে। তালা খুলছে জিরুয়া। সেই অবস্থার ভূটকা পিছন থেকে গিয়ে ছ'ষা বসিয়ে দেয় তাকে।

এ-নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে বচসা চলতে থাকে। জিরুয়া প্রমাণ করতে
চাইছিল যে বাইরে পায়খানাতে গিয়েছিল সে। জানেন তো আপনি,
কুলিরা বড় একটা জল নিয়ে পায়খানায় যায় না। তারা গাছের
পাভাপুতি দিয়েই ময়লাটা পুছে ফেলে। স্থতরাং একথার অক্ত
কোন প্রমাণ হবে না তাই ভেবেই জিরুয়া এই কথা বলেছিল তাকে।
কিন্ত ভূটকা যে নিজে চোখে দেখেছে তা জানতো না সে। ভূটকা
খুব রেগে যায় এই মিথ্যে কথায়। জিরুয়ার কাপড়টা ধরে টান
মেরে তাকে উলঙ্গ করে ফেলে। কাপড়টা টান মারাতে বানঝন
শন্ধ হয়। ভূটকা অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায় পাঁচটা টাকা।
ক্রপোর টাকা, চক্চক্ করছে। এবারে আর দিতীয় কথা জিগ্যেস
না করেই ভূটকা তার বুকে একটা সুষি মারে। সুষি খেয়ে জিরুয়া
মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং আর জ্ঞান ফেরেনি তার।

একটুক্ষণ বাদেই ভাওনাথ বুঝতে পারে যে জিরুয়ার মৃত্যরহস্থ সবই তাঁর জানা আছে। তাঁর এ-প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য কি তা এবারে স্পষ্ট করে জানতে পারে ভাওনাথ।

নিরপ্তনবাবু একটু দম নিয়ে ধীর সুস্থ ভাবে হেসে বললেন, ভাহলে তুই বুঝলি যে মদ খেয়ে মাসুষ অনেক সময়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভার মধ্যে একটা দৈভ্যের আবির্ভাব হয়। সে ভখন আর মাসুষ থাকে না জানোয়ার হয়ে যায়। ভবে কেন ভুই আমাকে সেদিন মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিস ? আর মদ খেলে মাসুষ যখন জানোয়ার হয়ে যায় ভখন তা জেনে শুনে ভোরাই বা খাস কেন ওটা ?

ভাওনাথের সেদিন থেকেই মাঝে মাঝে কেমন অশান্ত হয়ে উঠতো মনটা। মদ খাওয়া সম্বন্ধে নিরঞ্জনবারু যা বলেছেন তা সবই ঠিক। এ-সমস্তই তার জানা জিল তবু এতটা তলিয়ে দেখবার মত মনোস্বন্তি তার এর জাগে জন্মেনি। এবারে মনে পড়ে গোদার মরার কথা। সেও এমনি করে মদ খেয়ে মারামারি করে প্রাণ হারায়। ফান্তন মাস। ফাগুরার জন্মে বাগানের ছুটি ছিল সেদিন। কুলিদের বিশেষ করে আদিবাসীদের এ একটা বড়

পরব। এই পরবে সদারেরা ভাদের নিজ নিজ পার্টর কুলিদের গোস হাঁড়িয়া পানি খাওয়ায়। কারণ সদারের ভাদের কাজের প্রতি হাজরির ওপর এক পয়সা কমিশন পায় ভাই বছরের ছটো দিন অর্ধাৎ এই ফাগুয়া আর বড়পুজোভে ভারা ভাদের কুলিদের নিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করে।

রাগদা আর গোদা ছজনেই এই পরবে ঝগরন সর্দারের বাছিতে আর আর সকলের সঙ্গে মদ খেয়ে নাচগান করছিল। মেয়েরা হাত ধরাধরি করে ব্যন্ত আকারে তালে তালে নাচছে, গাইছে আর মরদগুলো কেউ মাদল বাজাচ্ছিল আবার অনেকে তাদের তালে তাল মিলিয়ে মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে এ-ওর গায়ে চুলে পড়ছে। রাগদা মাদল বাজাচ্ছিল আর গোদা নেশার ঘারে বেতাল তাল দিচ্ছিল। এদের ছ'জনের মধ্যে আগে থেকেই একটা গরমিল ছিল কি জানি তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জল্মে সে গোদাকে একটা ধাকা দিয়ে ফেলে দেয়। এর কারণ জিগ্যেস করলে সকলকে সে বলেছিল, গোদা তার হাতে আর পায়ে বেতাল তাল ঠুকে ঠুকে তার ছল্ম কেটে দিচ্ছিল। এতে গোদাকে মাটিতে কেলে দিয়ে বুকে আঘাত করে। বুকের আঘাতটা বোধ হয় শুব জোরেই লেগেছিল ভাই এতেই তার মরণ হয়।

এ-সব ভাবতেই মনে মনে পণ করে ভাওনাথ—মদ খাওয়া ছাড়তে হবে ভাকে, সমাজের লোকগুলোকেও বুঝিয়ে দিভে হবে এর কুফল।

এরপর সত্য সত্যই অল্পদিনের মধ্যে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়
ভাওনাথ! প্রথম প্রথম খুব কট হতো। হাঁডিয়ার গদ্ধ তাকে
পাগল করে তুলতো। ঘরে ঘরে হাঁডিয়ার ধুমধাম চলতো মনটা
কুঁক কুঁক করে উঠতো, ইচ্ছা হতো ছুটে যায় সেখানে কিন্তু ডকুনি
মনটাকে দৃঢ় করে অক্সদিকে সরে পড়তো বেখান থেকে হাঁডিয়ার
গদ্ধ পাওয়া যায় না। রুকমিনকেও মদ ছাড়িয়েছিল সে।
মা ও বাবাকে ও প্রায় ছাড়ো ছাড়ো করে এনেছিল হয়ত আর
কিছুদিনের মধ্যেই তারাও ছেড়ে দিভ কিন্তু তাদের কট করে

ছাড়তে হয় না। এর ব্যবস্থা এক এক করে নিষ্ঠুর নিয়তিই করে দেয়।

এতদিন কেমন যেন শীতের রোদের মত মনমরা হয়ে পড়েছিল ক্ষকমিন। এবারে জিতিয়া পুজো হয়ে গেছে ভালভাবেই তাই তার মনটাও শাস্ত, স্থস্থ হয়েছে। করম পুজো নানা গণ্ডগোলে করতে পারেনি। মনে মনে ভয় ছিল পাছে এই করম আর জিতিয়া পুজোর মাঝখানেই একটা কিছু অমঙ্গল না ঘটে।

এরপর বড়পুজো এল। চা বাগানে কোথাও এ-পুজো হয় না। শতকরা নিরনকাই ভাগেরও বেশি শ্রমিক এই পুজো দেখেনি কখনো। ছ'একজন যারা দেখেছে তারা কুচবিহার রাজবাড়ি গিয়ে দেখে এসেছে। রুকমিনের খুব ইচ্ছে এই পুজো দেখবার। এবারে নানা ঝামেলার জন্ম তার সাধ মেটেনি। সাধ মিটেছিল এর জনেক পরে।

পুজার কথা মনে হতেই আবার নিরঞ্জনবাবুর কথা জাগে মনে। এখন তো অনেক বাগানেই পুজো হয়। কিন্তু বাগানে পুজোর গোড়াপত্তন করেন এই নিরঞ্জনবাবু। তিনিই সাহেবকে বুঝিয়েছিলেন, কিইবা এমন একটা খরচ লাগবে অথচ কুলিরা তোমার উপর খুব খুলি হবে এতে। সারা ছুয়ার্সে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যায়। সেই থেকে নিরঞ্জনবাবুকে সকলেই চিনলো। বাগানের সজুররা সত্যিই খুব সন্তুট হয়েছিল নিরঞ্জনবাবুর ওপর। চারদিন রাত দিন সমানে আমোদ আহ্লাদে কাটিয়াছে ছেলেনেয়েগুলো। পুজোর মণ্ডপের সামনে খোলা জায়গায় মেলা বসিয়েছিলেন তিনি। সেই মেলা থেকেই রুকমিন তার নিজের জন্ম কানের বুমকো আর স্কুমণির জন্ম রেণমি চুড়ি, একটা বাঁলি জার একটা কড়ে পুতুল কিনেছিল।

নিরঞ্জনবারু লোকটা অনেক কিছুই করেছেন মন্ত্রদের জন্ম। এই যে প্রাইমারি স্কুলটা এটাও তাঁরই করা। আগে তো আর কোন স্কুল ছিল না চা বাগানে। স্কুলের কথা উঠলেই সাহেবর বলতেন, মন্ত্রদের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখলেই ভো যভসব গোলমালের স্টি করবে।

এছাড়া ঐ যে রেলের ফটকটা ওটাও তো তাঁর জক্ত হয়েছে।
বাগানের বুকচিরে রেললাইন বসানো। তার একটা জারগায়
হ'ধারেই মজুরদের ঘর। মা বাপ যায় কাজে। ছেলেওলো
সেধান গিয়ে হড়োহুড়ি করে বেড়ায়। এর ফলে ছদিন ছটো ছেলে
রেলে কাটা যায়। তাতেও ফটক তৈরি হয়নি কিয়া বাগানের
ম্যানেজারও এজন্ত কোন মাথা ঘামাননি। তারপর নিরঞ্জনবাবুই না
ফটকটা করালেন। কলমের জাের ছিল খুব। লেখাপড়াও জানতেন
ভাল। তখনকার দিনে তাে আর ভাল;লেখাপড়া জানা বাবু এই
বাঘ ভালুকের দেশে আসতাে না। তবে নিরঞ্জনবাবু তাঁদের
ব্যতিক্রম। ম্যানেজারকে বলেছিলেন গাড়ির যাতায়াতের সময়
ক্রিসিংটাতে চৌকিদার রাখতে কিন্তু ম্যানেজার মানেননি তাই রেলের
সঙ্গে অনেকদিন ধরে লেখাপড়া করে তবে সফল হন।

জিভিয়া পুজো ভালভাবেই হয়ে গেল। নবমীর দিনে পুরো উপবাস করেছিল রুকমিন। মাও করেছিল। লাইনের আরও আনেকে করেছিল। ভাওনাথ জিভিয়া পিপুল গাছের একটা ডাল এনে দিয়েছিল একটা জায়গা পরিষ্কার করে গর্ভ খুঁড়ে ঐ ডালটা পোতে রুকমিন। পুজো করে। শেষে জিভিয়া কাহিনী শোনায় স্বাইকে, দশমীতে স্নান করে একধোওয়া আতপ চালের ভাত খায়। যাদের ছেলেমেয়ে মারা গিয়েছে ভারা ছোট একটা করে ভাজা মাছ গিলে খেল। সারারাত নাচগান হরিহলা চলে।

"রিমিঝিমি রিমিঝিমি পাইন বরিষে

যখন পাইন বরিষে

গোই ঝটনীকা বুলা তরে পাইন লটকে,

গোই ঝটনীকা বুলা তরে পাইন লটকে।"

শেষে ভোর না হতেই সকলে জিতবাহনকে নিয়ে নদীতে গিয়ে বিসর্জন দেয়। যারা উপবাস করে তারা বরে ফিরে শসার বিচি গিলে খায়। সেটা খেয়ে নিজেই জিগ্যেস করে কি খেলে? সজে সজে আবার নিজেই জবাব দেয়—(নিজের ছেলেমেয়ের নাম ধরে) ফলনার রোগ ভোগ গিলে খেলাম। রুকমিনও করেছিল সে-সব। ভাতের মাড় জিতিয়ার গোড়ায় ঢেলে দিয়েছিল। ভাত ডাল তরি-তরকারি রাল্লা করে পাড়াপড়শিকে খাইয়েছিল।

পুজোর পর সভািই বাড়ির সকলের মন শান্ত ও সুস্থ হয়। অক্সমেটন পরে যেন বাড়িতে আবার স্থারে মুখ দেখতে পায় ওরা।

একমাস যেতে ना যেতেই কালীপুজো এল। পুজো অবশ্য বাগানে কোথাও হয় না। কিন্তু এই পুজোর রাতে আর তার পরবর্তী দিনটাও বেশ একটু আমোদ আহলাদ করে কাটায় মঞ্চুরেরা বিশেষত পাহাড়ী মেয়েগুলো। আদিবাসীরা অবশ্য পুজো উপলক্ষ্য করে নাচগান করেনা ভবে চা কামানের ছুটা থাকে বলে ওরাও হাঁড়িয়া পান করে নাচগান করে। পাহাড়ী মেয়েগুলো পুজোর রাভে দল বেঁধে বারুদের বাসায়, সাহেবদের কুঠাতে যায়, নাচগান করে, ৰকশিস চেয়ে নেয়। এই পুজোর রাতটাকে মেয়েরা সভ্যই মুখর করে ভোলে। সকলেই অল্পবিস্তর রকশি খেয়ে নেয়। ভাদের অবাধ গতি এবং এজন্ম ভাদের বুড়োরা (স্বামী) কোন ওজর আপত্তি করে না। "রকশি" এরা নিজেদের ঘরেই ভৈরি করে। এ কাজ খুব গোপনে করতে হয়। চারিদিকে সরকারের চর ঘোরে। কামানের মধ্যেই তাদের মাইনেকরা লোক আছে। আর এ ছাড়া এসব খবর রাখত ঐ ভুঁড়িওয়ালা রামপ্রসাদ কালোয়ার। সে সদরে গিয়ে টুক করে লাগিয়ে দেয় আর সঙ্গে সজে আবগারি পুলিশ এসে ওদের হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে নতুবা ম্যানেজার সাহেবের জামিনে ছেড়ে দেয়। মামলা হয়। একতরফা মামলা। জরিমানা হয়। জরিমানা দিয়ে তবে শ্রীষর থেকে খালাস হয়ে আসে।

নেপালী মেয়েরা বড় রাস্তা দিয়ে গান করতে করতে এগিয়ে চলে—

> भिनिश्चिष्ठ वाटी (तनगाड़ी जारमा काश्चिनानी याश्च कि यानमर ना।

ওরা প্রথমেই বারুবাসায় আসে তারপর সেখান থেকে সাহেবদের বাংলোতে যায়।

প্রতিবারের মত এবারেও একদল মেয়ে কুঠাতে গিয়ে নাচগান শুরু করে। বড়সাহেব দোতালায় ছিলেন। মেয়েদের গান শুনে নিচেয় নেমে আসেন তিনি। মেমসাহেব আসেননি। তাঁর অমুখ। প্রতিদিনই কমবেশি পেটের ব্যথায় ভুগছেন কিছুদিন থেকে। সেদিন ব্যথাটা আরো জাের করে। বলাহের সিঁছি বেয়ে নেমে আসছেন। তাঁর জুতাের খটখট আওয়াজ শুনতে পেয়ে দলের রানী পদমনায়া সবাইকে চােখ ইসারা করে খুব জােরে গানের কলি আর্ত্তি করে সেই সজে সজে সমস্বরে আর আর মেয়েগুলােও গাইতে থাকে। ওদের স্থর ও ছল লহরিতে নিঝুম বাংলােটা আরামে দােল দিয়ে ওঠে।

পদমনায়া স্থরূপা। পাহাড়ী ফর্সা রঙের সঙ্গে আলতা মিশানো গায়ের ঘক। লাল ঠেঁটে আর চিবুক ছুটো দিয়ে যেন রক্ত চুঁরে পড়ছে। স্থগোল নিটোল দেহ। তাতে উনিশ বছর বর্ষসের জোয়ারের অবাধ্য ছুরন্ত ঢেউ। টগবগে চেহারা। রূপ আর আফ্রা মিলে এক অপরূপ স্টে। কথায় গানের কোমল মিটি স্থর আর চোখে কবিতার ছল। মুহুর্তের মধ্যে কেমন যেন আত্মভোলা হয়ে পড়েন মহা। নিপালক দৃষ্টি। মেয়েগুলোর মুখে হাসির ছুবড়ি ফুটছে। কোন খেয়াল নেই মঙ্কের, শুনতে পাছেনে না হাসি। এর মাঝে এক ফাঁকে ঠেলাঠেলি করে পদমমায়াকে তাঁর গায়ের ওপর ঠেলে ফেলে দেয় মেয়েগুলো। সাহেব ধাকাটা সামলিয়ে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু কি একটা উঁচু নরম মাংসের দলা তাঁর হাতে বাধে। পদমমায়া মুখটি উঁচু করে একবার মঙ্কের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে হাত দিয়ে বুকের কাপড়ট। ঠিক করে নেয়।

এর তার পাঁচদিন বাদে আর পদমমায়াকে বাগানে আওরাতের মেলাতে দেখতে পায়নি কেউ। সাহেবের মালিবাড়িতে কাজ নিয়েছে সে। তার দেহ ও অঙ্গসৌর্গ্রব আরো স্থপুষ্ট ও টলটলে হয়েছে। কাপড়জামার চেহারাও বদলে গেছে। আগের মত বিটকেলে গদ্ধ আসে না গা থেকে!

এর তুইমাস পরে হঠাৎ মেমসাহেবের অস্থ অত্যন্ত বেড়ে পড়ে একদিন। কলকাতা নাসিং হোম থেকে নার্স আসে। নার্স বাগানে ছিলেন পুরো একটি মাস। এই একমাস নার্স কে সাহায্য করবার জন্মে মন্ধসাহেব পদমমায়াকেই ঠিক করেন। পদমমায়ার কাজে সত্যিই ধুব ধুশি হয়েছিলেন নার্স। আশ্চর্ষও হয়েছিলেন ধুব, একটা দেহাতী পাহাড়ী মেয়ে যে এই অল্পদিনের মধ্যে ভাঁর

সেবার্যত্মের সমস্ত আদবকায়দাটা আয়ত্ত করবে এ ধারণা তাঁর ছিল না। তাই কলকাতা ফিরে যাওয়ার সময় মঙ্ক ও সেমসাহেবের কাছে তার উচ্চপ্রশংসা করেন। একটা প্রশস্তি পত্রও দেন পদমমায়াকে। আর মিসেস মঙ্ককে যত্মআত্তি করার জন্ম পদমমায়াকে তাঁর আয়া করে নেওয়ার প্রস্তাব করে যান।

এরপরই মেমসাহেবের আয়া হয়—পদমমায়া। বাংলোর আব-হাওয়াও আন্তে আন্তে অক্সরূপ নেয়। আগে যে সমস্ত অলিগলি সন্ধি অন্ধি নিজের মনেই গুমরে মরতো এখন তারা মান্তুষের গন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে।

মেনসাহেবের অস্থ লেগেই আছে। কতকগুলো বাগান নিয়ে একজন চীফ মেডিক্যাল অফিসার। তিনিই তাঁকে চিকিৎসা করেন। কিছুতেই অস্থ বাঁক নিচ্ছে না দেখে তিনি মঙ্ককে বলেন মিসেস মন্ধকে অপারেশনের জন্ম বিলেভ পাঠাতে।

মেনসাহেব বিলেত চলে যান। এতে পদমনায়ার ভাগ্য অপ্রসন্ধ হয়নি বরং প্রসন্ধই হয়। সে যে আয়া সেই আয়াই থেকে যায়। আগে শুধু মেনসাহেবের আয়া ছিল, এখন সে সমপ্র বাংলোটারই আয়া। কুঠার যাবতীয় কাজই দেখাশুনা করতে হয় তাকে। কোথাও ধুলো বালি ঝুল কালি না থাকে। চাকর বাকরগুলোকে শাসিয়ে সব কাজ ঠিক মত আদায় করে নিতে হয় তাকে। এতে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলোতে একটা স্থায়ী আসন হয় তার। সকলেই তাকে ভয় করে চলে। তারা জানে মক্ষসাহেব তার কথায় ওঠে বসে।

এরমাঝে হঠাৎ চায়ের বাজার মন্দা হয়ে পড়ে। খরচ কমাবার জন্ম কড়া হুকুম আসে কোম্পানী থেকে। উপয়ান্তর না দেখে কুলিদের কাজের ঠীকা বাড়িয়ে দেন মক্ষ—এক চৌপল থেকে দেড় চৌপল, বিশ লগি থেকে ত্রিশ লগি করে দেন। দেড়া কাজ—অনেকেই রোজকার ঠীকা কুলাতে পারে না, ফলে সেই কাজের অবশিষ্ট অংশটুকু পরের দিন করতে হয়। মেহানতি বেড়ে য়য় সবার অথচ আয় কমে য়য়। এতো গেল মজুরদের কথা। বারুদের বেলাতে হয় জন্ম ব্যবস্থা। বড়বারুর সঙ্গে পরামর্শ করে

ঠিক করেন মক্ক যে অফিস ও গুদোম থেকে একজন করে বারু ছাঁটাই করা হবে। গুদোমের তেরষাবারু আর অফিসের গেড়েবারু এই ফু'জনকে নোটিশ জারি করা হয়। তেরষাবারুর আসল নাম সনাতনবারু। লোকটা টেরা তাই মজুররা তেরষাবারু বলে তাঁকে আর গেড়েবারু তাঁর আসল নাম ভোলাবারু তিনি বেঁটে গাটাগুটো চলার সময় হাঁসের মত এ-পাশ ও-পাশ হেলে ছলে চলেন তাই তাকে গেড়েবারু বলে। এ-নামগুলো মজুরদের নিজের দেওয়া গোপন নাম। এই নাম তারা নিজেরা নিজেরা যখন কথাবার্তা বলে তখন ব্যবহার করে।

পদমনায়ার ঝাঁঝ বা দাপটা বাগানের সকলে স্থাপপ্ত বুঝতে পারে এই গেড়েবাবুকে নিয়ে। গেড়েবাবু পদমনায়াকে দিয়ে বলেছিলৈন মন্ধকে। পদমনায়ার একটা কথাতে তার চাকরি রয়ে যায় কিন্ত তেরষাবাবুর চাকরি যায়।

পদমনায়াকে নিয়ে অনেক কিছুই কানাছুँ বা হতো আগে থেকেই কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে গুঞ্জনটা অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। এর ফলে পদমনায়ার বুড়ো মানধ্বোজকে বাগানে মুখ দেখানো দায় হয়ে ওঠে। পদমনায়াকে আয়ার কাজ থেকে ইন্তাফা দিতে বলে সে। এতে জাের আপত্তি করে পদমনায়া। এ-নিয়ে স্বামী-ক্রীতে বহু কথা কাটাকাটি হয়। শেষে রাগের মাথায় পদমনায়াকে হু'চারটে থাপ্পড় মারে মানধ্বোজ। পদমনায়া এ-সব বলে দেয় মককে। এজয়্ম মক্ষ খুব চটে যান মানধ্বোজের ওপর আর ভাকে টোকিদার দিয়ে ধরে এনে যা ইচ্ছে ভাই বলে গালাগাল দেন। শেষে শাসিয়ে একটা চরমপত্র দেন ভাকে—আর যদি ভবিক্ততে সেপদমনায়াকে কখনও মারধর কি গালাগাল করে ভাহলে হপ্তাবার করা হবে ভাকে। হপ্তাবার কথাটা শুরু নামেভেই হপ্তাবার—কাজের সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে একটুও সময় না দিয়ে সেই মুয়ুর্তেই ভাজিয়ে দিয়েছে বাগান থেকে অথবা ছেড়ে এসেছে ঘন বনজ্ঞলে বাঘ-ভালুকের হিংজ্ঞ শিকারের মুখে।

সাহেবের গালাগালি আর শাসানিতে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে মানধ্যোজ। সাধুর কাছে গিয়ে প্রতিকারের পরামর্শ চায়।

সাধু বলৈ—ভোমরা কেন প্রতিবাদ করে৷ না এর ৷ ভোমাদের ঘরের মা-বোনকে নিয়ে ক্রিড়েছাবুরা খেলা করবে অথচ ভোমরা তা মুখ বুজে চোখে দেখবে, কানে শুনবে? কেন, কিজন্ত ? ভোৰরা কি জান না যে এইজন্য ভোমরা দিন দিন কংসের পঞ্চে পা গলিয়ে দিচ্ছো, ভোমাদের সমাজ ক্ষীণ ছুর্বল হয়ে পড়ছে। এমনি करत का प्राप्त निमालका विद्या क्षेत्री करा है। এই জন্মই তো তোমাদের মন্দির কি পুজোর আখড়া থাকুক বা না থাকুক সাহেবেরা কিন্ত তাঁদের ধর্মযাজকের আমদানি করেছে। গির্জা করেছে। জানি অর্থ না থাকাই তোমাদের এই অনর্থের মূল। মেয়েরা ভাল খেতে পরতে পায়না তাই এই সামান্ত একটু প্রলোভনেই দেহ বিকিয়ে দেয় ভারা। কেন, কি জন্ম ? অর্থ নাইবা থাকলো, মনের শক্তি খোয়াবে কেন ? মুষ্টিমেয় কয়জন সাহেববারু আর ভোমরা অগুণতি শ্রমিক অথচ তাঁরা সিংহের মত গর্জন করে বেড়ান আর ভোষরা ভাঁদের ভয়ে ধরগোসের মত পালিয়ে, লুকিয়ে বেড়াও। প্রতিবাদ কর। একজন সাহসে ভর করে প্রতিবাদ করলে আর দশজন সাহস পাবে, এগিয়ে আসবে। অচিরেই সজ্ববন্ধ হতে পারবে ভোমরা। একটা বিরাট দলও গঠন হবে।

এর মধ্যে সাধু ভার আসন জাঁকিয়ে বসেছে আবার। এক এক করে সকলেই ফিরে আসে ভার আন্তানায়। রাতে ধুপধুনা পোড়ে, ধুনি জলে। সেই ধুনির আলোতে মজুররা পড়াশুনা করে, সময় পেলে চিস্তা করে, ভবিশ্বতের উচ্ছল আকাশ দেখতে পায়।

সমাজ সংস্থারের কথাও বলে সাধু। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্থার দরকার। এই গলিত সমাজে এমন অনেক গুনীতি গুবিকার আছে যার ফলে মজুররা নিজেরাই দিজেদের পায়ে কুডুল মারছে। একই সমাজের লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দল থেকে। অন্য দলের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে। আর এরাই শেষে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘরের বিভীষণ।

সাধুর এ-সব কথায় মানসিকভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে সকলে। অবক্ত বুড়োরা ছাড়া। তারা মুখে বড় একটা কিছু বলেনা ভবে

ভাদের চোধমুখের ভাব এ কথায় সায় দেয় না বরং বিদ্রোই ঘোষণা করে।

কারু লোহার, জন্তরে সারকিও যোগ দেয় মানধ্বোজের সঙ্গে। কারুলোহারের বউ যম্নিকে ছুকরি করে নিয়েছেন ছোটসাহেব। জন্তরের বউ অন্তরনিকে ছুঁচুবাবু গুদোমের কাজ দিয়ে গোপন ইচ্ছা পুরণ করছেন তাঁর। ছুঁচুবাবুর আসল নাম হরিশবাবু। ৰাংলাটে চেহারা, মুখটা লম্বা, ঠোষ খাওয়া তাই কুলিরা ছুঁচুৰাবু বলে তাঁকে। জন্তরে বছবার বছদিন বারণ করেছে তার বউকে যাতে গুদোমের কাজ না করে সে কিন্তু অন্তরনি নাছোড়। সে যাবেই যাবে। এই হাংলা কদর্য চেহারার লোকটিই ভার কাছে জোয়ান জন্তরের চেয়ে অনেক মিটি লেগেছে। তলে তলে এই তিনবন্ধু মিলে একটা দল পাকিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। তারা আরো অনেকগুলো তাগদওলা ছোকরাকেও ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কুস্ফাস হয়ে যায় সব। তারা দেখতে পায় সাধু যা বলেছিল তাই ঠিক, ঘরের কোনো এক বিভীষণ এই ষভ্যন্তের কথা বলে দেয় সাহেববাবুকে। এর হপ্তাখানেক বাদেই এরা বড় বড় চুল দাড়ি মোচঅলা, চুলে ও দাড়িতে মস্ত বড় গিঁট, পাকানো মোচ, বিরাট পাঁচফুট একটা লাঠি হাতে পুরণসিং হাবিলদার আর তার সজে ঝকন, দেওয়াল সিং ও কায়লা চৌকিদার এসে হাজির হয় তিন বন্ধুর ঘরে। ওরা তথন ধরে ছিল না। ওদের পায় সাধুর আথড়াতে। এই ঘটনা ঘটে রাভ আটটায়। ভখনই তাদের ছিঁটিমিটি সমেভ বাগান খেকে বার করে জঙ্গলের বীভৎস অন্ধকার পথে ছেড়ে দিয়ে আসে তারা।

এই তিন বন্ধুকে সাধুর আখড়াতে পাওয়া গিয়েছে জ্বেনে মন্ধ মাকনার মত গর্জন করে ওঠেন। পরের দিন সকাল হতে না হতেই নিজে গিয়ে সাধুর গায়ে আলপিণ কু ড়িয়ে চাবুক মারতে মারতে বাগান থেকে ভাড়িয়ে দেন ভাকে।

বুড়ো অশ্ববটা শুরু চোখে চেয়ে থাকে। দেখে নড়ে, মুচকে হাসে। ছ'চারটে কাক চিল বক যা গাছের পাভার কাঁকে ডালে বসে আরামে গা চুলকাছিল ভার মধ্যে একটা আধটা কা-কা চি-চি শব্দ করে পাধার ঝাপটা মেরে উড়ে যায় আর বাকিগুলো ভীও সম্বস্তভাবে পাভার আড়ালে সমস্ত দেহটা লুকিয়ে ফেলে! ধুনি জ্বলছে। শুকনো পাভাপুতি ও কাঠ পোড়ার চড়চড় ফট্ফট্ আওয়াজ হচ্ছে ভা থেকে। ধোঁয়া উড়ছে। সাদা কালো মিশানো ধোঁয়া!

চাবুকের আঘাতে গায়ের চামড়া অনেক জায়গায় কেটে কেটে যায় সাধুর। ছ'চার কোঁটা রক্ত আর চোখের তপ্ত জল গাছের গোড়ায় আর ধুনির মধ্যে পড়ে। ত্রিশুলে ছ'কোঁটা রক্ত মাখিয়ে সেটাকে উদ্ধত করে একবার আকাশপানে ধরে সাধু। কোন কথা নেই মুখে, চোখ ছটো দিয়ে আগুনের হন্ধা নির্গত হচ্ছে।

মক্ক ভয় পাননি এতে। সাধুর উদ্ধত ত্রিশুলটি চাবুকের একটা আঘাতে মাটিতে ফেলে দেন তিনি।

শান্তভাবেই ত্রিশুলটি তুলে নেয় সাধু। খানিকক্ষণ চুপ থেকে শেষে একটা হুংকার দিয়ে ওঠে, জয় কালীমাই কি জয়!

সাহেবের সাথের লোকগুলো চমকে ওঠে। সাহেব লাল জবার মত চোখ ছটো মেলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সাধুর দিকে।

এক ঝাঁক বাতাস আসে সোঁ সোঁ শব্দ করে। ধুনির অগ্নিশিখাগুলো কাঁপছে, ছাই উড়ছে আকাশে আকাশে। বটগাছের পাতা নড়ছে বাতাসে। পাতার ফট্ফট্ আওয়াজ হচ্ছে। মুখ উচিয়ে সাধুর যাওয়া দেখছে বুড়ো অশ্বটা। শাধু চলে যাওয়ার পর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে বাগানটা। কোথাও কোন হলাহলি নেই—শুধু চোথ চাওয়াচাওয়ি, কানাকানি আর ফিস্ফিসানি। কতকটা বিশ্ময় আর মনে ধোল আনা আতক। চারিদিকে কান খাড়া। চা-শিরীষেয় গাছগুলোও অত্যন্ত সজাগ। কথন কি ঘটে—কে জানে? সাধুর আন্তানা, সেই লতাপাতা-বেরা ছোট কুঁড়ে ঘরটুকু জ্ঞালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ছাই করে দিয়েছে সাহেব। তার ছাইগুলো হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে যায় শ্রমিকদের ডেরায় ডেরায়। কেউ হাসে, কেউ দীর্ঘাস ছাড়ে, আবার ছাইটে গায়ে মেখে নেয় কেউ কেউ। ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে বিনম্র প্রণাম জানায় মনে মনে। দেহের রক্তে একটা অজ্ঞাত কল্লোল শুনতে পায়।

সাধুর জন্ম সবসময়েই আনচান করে ভাওনাথের মন, কেমন যেন নি:সঙ্গ শুন্মতার মধ্যে হারুডুবু খাচ্ছে সে। হাসিমারা, হামিলটনগঞ্জ, মাদারিহাট, দমনপুর, সাঁতালী গারোপাড়ার হাটে, মাঠে ঘাটে সর্বত্রই খোঁজ খবর নিয়েছে কিন্তু কোথাও সন্ধান পায়নি তার।

নিরপ্তনবাবুর কথা প্রায়ই মনে জাগে ভাওনাথের। ইচ্ছে করে তাঁর কাছে গিয়ে ছ'টো ভাল কথা শুনে প্রাণের জ্বালা জুড়োয় কিন্তু সে উপায় নেই। চারিদিকে অজস্ত্র শ্যেনপক্ষীর চোধ, তাদের এড়িয়ে চলাফেরা করা কি সম্ভব ? একেই তো তাঁর ওপর পিনাকবাবুর যে কড়া নজর! সভিত্য, যেমন নাম ডেমনি তাঁর মন, কাম! ধলুকের মত বাঁকা মন, ত্রিশুলের মত তীক্ষ, ধ্বংসাত্মক!

অন্নতেই সন্দিহান চিত্তে সংশয় জাগে। পিনাকবারু ভাবলেন কি জানি, খাল কেটে কুমির এনেছেন তিনি। তিনিই তো তাঁকে চাকরি দিয়ে এনেছেন এখানে, তাঁরই এক অন্তর্গ বন্ধুর ছেলে এই নিরঞ্জনবারু। পর পর কয়েকটা ব্যাপারে তার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন পিনাকবারু। সে সমস্ত কথা নিরঞ্জনবারুর নিকট থেকেই শুনেছে ভাওনাথ। ঘটনাগুলি তেমন জটিল বা সংশম কি সন্দেহ উদ্দীপক বলে মনে করেননি নিরঞ্জনবারু। তিনি সরল সহজ অন্তঃকরণেই করেছিলেন, কোন ছ্রভিসন্ধি নিয়ে নয়। দোধী মনে যে অল্পতেই সন্দেহ ও ভয় হয় এ-কথা তথন খেয়াল হয়নি তাঁর।

ভাওনাথের কাছে তৃ:খ প্রকাশ করেই সে সমন্ত কথা বলেছিলেন নিরঞ্জনবার। তিনি যখন নতুন চাকরি নিয়ে এলেন এখানে তথন প্রথম দিনে তাকে পাতি-কেতাবের পাতায় পাতায় শ্রমিকদের নাম লিখতে দেন বড়বার। নামগুলো বড় অস্কুত লাগে তাঁর কাছে। মাইচাং, ডালিমফুল, পদমমায়া, রেশমফুল, রেশমায়া, শুনমায়া, জাউনি, বড়কা, ঝগড়ু, জুঙ্গে, জন্তরে অন্তরে, মন্তরে, সায়লা, কায়লা, আরো কভ কি! কোন নামেরই অর্থ খুঁজে পাননা নিরঞ্জনবার। লিখতে লিখতে বিষম সংশয় জাগে, চিন্তা হয়—তিনি কি ভুল লিখছেন ? ভয়ও হয় প্রথমদিনেই কাজের অযোগ্য প্রমাণ না হয় ? ডানপাশের যোগেনবারুকে জিগ্যেস করেন।

যোগেনবার একটা মুরব্বিপানা হাসি দিয়ে বলেন—মানে খুঁজে কাজ নেই মশায়, যৎ দৃষ্টং তৎ লিখিতং। ও-সব জুজলিদের জুজলি নাম—ওর আবার মানে ? আপনিও যেমন।

নিরঞ্জনবাবুর বাঁ-পাশে একটু দুরে পিনাকবাবুর আসন। তাঁর বাঁ হাতের নিকটে একটা জানলা। তারপর প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে ক্রিট্রে কে যেন ফিস্ফিস্ করে কি বলে তাঁকে।

পিনাকবারু লোকটিকে বিরক্তির স্থরে বললেন, ভোরা সব বড় নিমকহারাম। ভোদের জন্ম কি কিছু করতে আছে ?

লোকটি মিনভির স্থরে বলে, 'আজকার মত এই নাও। ছেলেটার বড় শক্ত অস্থ বারু। ডাজারবারু বলেছেন, ভাল ওরুধ ও পথ্যের দরকার তা না হলে বাঁচবে না। তারপর ঐ ওরুধ নাকি দাওইখানার নেই, কিনে আনতে হবে।' লোকটির কথা আটকে যাচ্ছিল বলভে বলতে, চোখ ছটো জলে ছলছলিয়ে ওঠে।

পিনাকবারু লোকটির কথা শুনে একটু হাসেন। এই হাসির কারণ নিরঞ্জনবারু বুঝতে পারেননি তখন। তাঁর খুব ছ:খ হয়েছিল, একটু উত্মও হয়েছিলেন মনে। ইনি কি মানুষ না পশু বে লোকের ছু:খে তাঁর হাসি পায় ? এখন নিরঞ্জনবাবুও এই হাসির কারণ বুঝতে পেরেছেন। ভাওনাথও বুঝেছে। এইটেই তো চা-বাগানের রীতি। এই রীতি চলে আসছে কত যুগ বুগ ধরে। ওবুধটি কিনতে হবে না। ওবুধের দামটা তাঁরই পকেট ভারি

নিরঞ্জনবাবুর কৌতৃহল হয় এর রহন্দ্র উদ্ঘাটন করবার জন্মে।
উৎস্কক চোখে ভয়ে ভয়ে ছ'একবার পিনাকবাবুর পানে তাকান
পাছে দেখতে পান তিনি। আবার খাতাপত্তরে মন দেন। ছ'দিন
বাদেই জানতে পারেন সব। লোকটি বাগানেরই একজন মজুর।
নাম ঝকরন। রাস্তায় দেখা হয় তার সজে। জিগ্যেস করেন
ভাকে, 'ভোর ছেলের অস্থুখ সেরেছে ভো?' এ প্রশ্নে কেঁদে ফেলে
ঝকরন। ছেলেটি মারা গেছে সেইদিনই, যে'দিন সে বিশটি টাকা
পেন্ধি নিয়ে আসে বড়বাবুর কাছ থেকে। নিরঞ্জনবাবু ক্যাশ
বইয়ের পাত। উলটিয়ে এই অঙ্কটাই দেখতে পেয়েছিলেন। পরে
ঝকরনের কাছে জানতে পারেন, বিশ টাকা পেন্ধিই নিয়েছে সে
ভবে এর থেকে পাঁচ টাকা দিতে হয়েছে বড়বাবুকে।

নিরঞ্জনবাবুর কথাগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ও জড়তা মাখা হয়ে আসছিল, কি একটু ভাবেন তারপর শুরু করেন আবার। আরো ছু'টো ছোটখাটো নগণ্য ঘটনা বলেন, যাকে মোটেই আমল দেননি তিনি, ভাবতেও পারেনি যে এগুলো আবার এমন কদর্যভাবে রূপায়িত হতে পারে। ছোট একটা টুলে বসে কাজ করতে করতে অনেক সময় নিজেকে কেমন অসহায় মনে করতেন নিরঞ্জনবারু। অস্বস্তিতে বুক ফেটে যেত। ছোট্ট একটা হাত পিঠহীন টুল। একটু নজাচড়া করার জো নেই। সেই সকাল ছ'টায় ভাল করে গাছের জগায় রোদ না আসতেই ঐ টুলে গিয়ে বসা, ওঠা তো আর বেলা ন'টায়। ঐ সময় বিশ পঁটিশ মিনিটের বির্তি চা-জলখাবারের জল্মে। আবার টুলে গিয়ে বসা আর ওঠা সেই একটা দেড়টায় পাতিওজনের পরে। ভারপর একষণ্টা বিশ্রাম, আবার ছু'টো পেকে নিম্পাল-বসা শুরু হয়। ছুটি সেই সন্ধ্যা সাড়ে সাড কি আটটায়। এ-ছাড়া প্রায়ই রাতেও কাজে বেতে হয়

স্বাইকে। এই অমামুষিক খাটুনি তার ওপর আবার বসার এই সুব্যবস্থা, সোনায় সোহাগা।

বলি বলি করেও বলতে সাহস পান না তিনি, যদি চটে যান বড়বার। মনে পড়ে বোশেখ জটির তিড়বিড়ে গা-জালা গরম। স্বেদেকেদে সারাদেহ জবজবে। একবার মুখখানা মুছতেই খাকি রঙের ছোট রুমালটি ভিজে যায়। তারপর কোঁচার কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে সেই অপরূপ রুমাল আর কাপড়ের কী চেহারাই না হয়। কী তার সুর্গন্ধ। এই একটু আগেই তো ধোওয়া কাপড়টার ভাঁজ ভেজে পরে এসেছেন তিনি।

একটি টানা-পাখা। একটা বুড়ো পা ঝুলিয়ে বারালায় বসে সারাদিন টানে সেটা। মাঝে মাঝে খইনি খায়, খক্ খক্ করে কাশে, বারে বারে পু ফেলে পু পু করে আবার কখনও বা ঝিমিয়ে পড়ে সে।

ধমক দেন পিনাকবার।

চমকে ওঠে বুড়োটা। আবার জোরে জোরে টানে।

পাখাখানি ওড়ে শুধু বড়বাবুরই মাথার ওপর। আর কারো গায়ে বাতাস লাগে না তার।

গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নিরঞ্জনবারু। অবসাদক্ষিষ্ট চোখে লুকিয়ে তাকান বড়বারুর দিকে। বেশ নিবিকার কিন্ত লোকটি। একটু যদি ওদের কথা ভাবেন।

একদিন সাহসে ভর করে বড়বাবুকে বললেন, 'টুলের ওপর অভো সময় বসে থাকা বড় যন্ত্রণাদায়ক। একবার বড়সাহেবকে বলে চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিন না? আপনি বললে আপনার কথা কেলবেন না ভিনি।'

বড়বাবু তো অবাক! বড় বড় চোখ করে আন্তে বললেন, 'বলো কি হে ছোক্রা, শেষটায় কি চাকরিটে খোয়াবে? দেখতে পাওনা কী রাক্ষ্যে সাহেব? একটুতেই গিলে খেতে চায়। পেটের দায় বড় দায় নিরু! কাজ করে যাও ও-সবে মন দিওনা।'

পাতির উপরি পরসা দেওয়া হয় সপ্তাহে একদিন। এটা

छमर नम्न, होकात छপति छेপति পाछना। পাতির প্রসা দেওয়া শেষ হলে যাঁর যাঁর প্রসার ট্রে নিজেরা এনে দেন সাহেবের কাছে। নিজে ট্রে নিয়ে যাননি নিরঞ্জনবারু। একজন দফাদার দিয়ে পাঠিয়ে দেন ট্রেটা।

এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে নিরঞ্জনবাবুকে ডেকে পাঠান মন্ধ।

নিরঞ্জনবারু তাঁর কাছে আসতেই তিনি কর্কশস্বরে জিগ্যেস করেন 'তুমি এ কি নতুন দপ্তর তৈরি করছ? টাকা দফাদারের হাত দিয়ে পাঠিয়েছ কেন?'

নিরঞ্জনবারু রুঝতে পারেননি এতে কি দোষ হয়েছে তাঁর। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা হয়ে তিনি তাকিয়ে থাকেন মঙ্কের পানে।

মন্ধ তাঁর হাবভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'সোজা কথা বুঝলে না, দফাদার দিয়ে টাকা পাঠিয়েছ, পথে আসতে আসতে ও যদি চুরি করে তাহলে দায়ী হবে কে?'

অকপটে জবাব দেন নিরঞ্জনবাবু, 'কেন? দায়ী হবো আমি।'
এই দেখুন না-বলেই টাকার হিসাবের কাগজটা নিয়ে মক্ককে দেখান,
'ব্যালান্স কষে আমার সই দিয়েছি আমি। আর টাকার ট্রেটা
আমি বয়ে আনবো এতে কি আমার আত্মসন্মানে আঘাত করে না।
এ-ছাড়া এতটুকু বিশ্বাস যদি একটা লোককে করতে না পারি তাহলে
নিজেকেই বা বিশ্বাস করি কি করে? আমার বিশ্বাস, বিশ্বাস
করলেই লোকে বিশ্বাসী হয়।'

মক্ক খুব খুশি হয়ে নিরঞ্জনবাবুর পিঠে হাত দিয়ে আদর করে বলেন—'ভেরি গুড।'

ঐ দিন সময় ও স্থ্যোগ পেয়ে চেয়ারের কথাও উবাপন করেন।
মন্ধ একটু বিজ্ঞপের হাসি হেসে বলেন, আর কারো অস্থ্রিধা
হচ্ছে না, ভোমার হচ্ছে কেন ?

'একটানা বারো ষণ্টা টুলের ওপর হাত-পা নাড়াচাড়া না করে কি বসে থাকা সম্ভব ?' তিনি বালকস্থলভ সরল ভলিতে বলেন, 'এতে যে বাত ধরে যাবে, স্বাস্থ্য ভেল্পে পড়বে। আর এইজম্ম আমার মনে হয় আপনার অফিসের ডিগনিটিও অনেক কমে যাবে।'

यक गिछारे भूत गर्छे श्रदाष्ट्रिलन नित्रक्षनवातूत कथाता। कांत्र

কথাগুলো কোনটাই এলোমেলো বা মুক্তিহীন নয়। ছেলেটির বিস্থাবৃদ্ধি আছে। তিনি ধীর শাস্ত গলায় বললেন, 'দেখো, আগে কেউ চেয়ারের কথা বলেনি কোনদিন। না চাইলে কে কাকে দেয় ? না ডাকলে ডো ভগবানও আসেন না। আচ্ছা, যাহোক একটা ব্যবস্থা করবো।'

এই সমস্ত কথা বলতে বলতে সেদিন প্রবল আবেগে নিরঞ্জনবারু তাঁদের দেশের কথাও বলেন, তুলনামূলকভাবে জমিদারদের কথা, প্রজাদের কথা। কেন এই সংশয়, অবিশাস ? সেধানকার জমিদার আর এখানকার কর্তাদের মধ্যে বিজেদ কোথায় ? দেশের জমিদার আথের রস্টুকু থেয়ে ছোবড়াটা ফেলে দেয় তবু তাতে অল্প স্বল্প রস্ব থেকে যায় কিন্তু এ দেশের কর্তারা শুধু রক্ত নয়, হাড় মাস সব চিবিয়ে খায়।

নিরঞ্জনবাবুর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলে ভাওনাথ। সাধু বাগান ছেড়ে যাওয়ার পর এই নি:সঙ্গ ও অসহায় অবস্থাতে আরো বেশি করে মনে পড়ে তাঁকে। সত্যি, লোকটার দরদ আছে, হ্রদয় আছে। এ-জন্মই ভাঁকে ধুব ভাল লাগে ভাওনাথের, কিন্তু তাঁরও তো উপায় নেই যে কিছু করবেন তাদের জন্ম। এই লোকটি বড়বাবু হলে মজুরদের ছ:খকট ষেতে পারেন তিনি। না, তা হতে পারে না, তাঁর মনের রঙ যে চোখে ভাগছে জ্বল জ্বল করে। মনের রঙ কৃত্রিম হলে এমন স্পষ্ট করে চোখে ভাসতো না। কোথাও একটা জারগায় নিশ্চয়ই ভার আভাষ পাওয়া যেত। এদিকে কখন যে কৃষ্ণপঞ্চের সন্ধ্যা গড়িয়ে গাঢ় অন্ধকার সারা পৃথিবীটাকে প্রাস করে ফেলেছে তা জ্ঞাকেপ নেই ভার। সেই নিক্ষ কালো আলকাভরার মত অন্ধকারে পথ চলতে চলতে নিরঞ্জনবাবুর বাড়ির নিকটে এসে হাজির হয়। সংশয় ও ভয়ে গা'টা শিরশির করে ওঠে। একটা পানিসান্ধ গাছের আড়ালে থেকে চোধ ছটোর তীত্র দৃষ্টি মেলে ধরে বাড়িটার দিকে; কান ছটো সজাগ ধরগোসের মত। কেউ আসছে না তো রাস্তা দিয়ে, নেই তো কেউ বাড়িতে?

এরপর যখন সে নিরঞ্জনবাবুর বাড়িতে আসে তখন একখানা খবরের কাগত পড়ছিলেন তিনি। চোখ তুলে বিষ্ময়মাখা স্বরে বললেন, 'কিরে ভাওনাথ, এতো রাতে যে?'

ভাওনাথ বললো, 'রাতে না এসে কি করি বাবু? নির্ভয়ে নি:সঙ্কোচে কি আসা-যাওয়া সম্ভব ? চর সুরছে যে চারিদিকে!'

ছ'জনেই চুপচাপ থাকে খানিকক্ষণ। তারপর নিরঞ্জনবারুই কথা বলেন প্রথম। তিনি বললেন, 'তোদের জন্ম বেশ কিছু করবার মতলব কেঁদেছিল সাধু, আশা করেছিলাম তোদের গড়ে তুলবে সে কিন্তু হলো না তা। খোঁজখবর রাখিস তার, কোথায় আছে এখন।

জানিনে, সংক্ষেপে জবাব দেয় ভাওনাথ।

'—আমার বিশ্বাস, কাছে কিনারায় সাঁভালি বস্তিটন্তির মধ্যে কোপাও লুকিয়ে আছে। স্থযোগ স্থবিধা পেলে এসে হাজির হবে আবার।'

ভাওনাথ নিরাশ একটা দীর্ঘখাস ছেড়ে বলে, 'আর এসেছে, যে মারটা খেয়েছে সে ?'

- '—আসবে রে আসবে। আমি বলছি আসবে। যে কর্মী, পরার্থে যার জীবন, সে তার নিজের জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে, বাঁধাপথে সে চলতে চাইবে না কোনদিন। আঘাত পেয়ে পিছিয়ে যাবার লোকও এরা নয়। যাক এ-কথা। তোদের কুলটার কি হলো, বল ?'
- '—কি আর হবে, সাধু চলে যাওয়ার সজে সজে চাঙে উঠেছে ভা। কার বাড়ে ক'টা মাথা স্কুল চালাবে?'
- '—নিজেরা ঠিক না থাকলে কিছুই হয় না ভাওনাথ। যরে যরে যেখানে বিভীষণ সেখানে কি কিছু করবার উপায় আছে রে ? ভোরা ভো দুরের কথা, আমরা বাবুরা যারা শিক্ষিত ও সভ্য বলে গর্ব করি, দেখ না তাদের মধ্যেই কভ বিভেদ। ভোরা ভো ভবু কথা আর কাজে এক। আর আমরা? কথায় এক, কাজে অশু। মুখে মিটি, মনে গরল। মাকাল ফলের মত বর্ণচোরা। চেনবার জো নেই। কিছ একটা সুল থাকা ত বিশেষ দরকার। একটু লেখাপড়া না জানলে কি করে নিজেদের পাওনার হিনেকটা বুঝে

নেবে? এখনও বাগান গরম, কিছুদিন বাদেই ঠাণ্ডা হবে তখন তুই না হয় অল্প একটু আধটু যা পারিস রাভে রাভে শিপ্রিয়ে দিস মজুরদের।'

নিরঞ্জনবাবুর কথা শুনে ভয়ে শিউরে ওঠে ভাওনাথ। মুখে হাত দিয়ে তম্মর হয়ে ভাবে। একটার পর একটা করে করে কত ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। এ-সবের তিক্ত অভিজ্ঞতা মর্মে মর্মে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে। একটা নতুন ফ্যাসাদ বুঝে স্থজে যাড়ে নেবে আবার? বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ! একখানি কচি মুখ, মাখনের মভ ভেলতেলে নরম দেহ, টলটলে চোখ আর ছোট ছটো হাত মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। মোহ মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আগে यार्टाक काळावाळा किছूरे छिन ना। गव गरेए अपतर्ह ७४न। কিন্তু এখন যে রুকমিনের কোলে একটা কচি মেয়ে! ভাকে দেখবে কে? রুকমিনও চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে আধখান হয়ে যাবে, বুকের ছুধও শুকিয়ে যাবে। এ-সব ভাবতে ভাবতে বিদ্রোহী यन একবার এগোয় পরক্ষণেই পিছিয়ে যায় আবার। মা বাপের মনে আর ব্যথা দিতে চায় না সে। তাদের স্থুখী করতে চায়। রুকমিন ও স্থুকুরমনিকেও। ওরা যে অনেক আশা করে তার কাছে। রুক্মিনের ইচ্ছা ভাদের বিয়েটা এবারে লৌকিকভাবে পালন করা হোক, জাতভাই আর বন্ধুবান্ধবদের হাঁড়িয়া গোস খাওয়ান হয়। মা বাপেরও সেই ইচ্ছা। এজন্ম অনেক টাকার দরকার তার। যা নিতান্ত দরকার শুধু তাই করে আজেবাজে थंत्र वाम मिट्रा यंखे। मख्य होका ब्याटि इत् । मक्निक्र व्यापक বেশি খাটতে হবে এজমু। স্বাই ডবলি করছে। রুক্মিনও। একদিনও কামাই করে না সে। বেশ ধুমধাম করে বিয়ে বসভে চায়। এ-বাসনা অক্সায় নয় রুকমিনের। কোন ছেলেমেয়ে চায় না তা ? ভাওনাথকৈও এ বিষয়ে মনযোগী হতে হবে । কারণ তারও একটা কর্তব্য আছে! আর রুকমিনের ইচ্ছা পুরণ করতে না পারলে যে তার নিজের অক্ষমতার পরিচয় দেওয়া হবে !

গুদোষে ন'টার ঘণ্টা বাজে। রাতে কাজ হোক্ চাই না

হোক্ ঘণ্টা পিটানো হয় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ম্যানেজার সাহেবের
কড়া ছকুম। এর এদিক সেদিক হবার উপায় নেই। চৌকীদার
যে সজাগ আছে এ ভারই প্রমাণ। ঘণ্টার ঠং ঠং শব্দে মনে পড়ে
নারায়ণ পুজোর কথা। বিকেলে নিজে গিয়ে বার বার করে বলে
এসেছে রাজ্মন, নিমত দিয়েছে লবজ ও স্পুরী দিয়ে। সকাল
থেকে উপোস করে আছে রাজ্মন। উপবাসী লোকের নিমন্ত্রণ
উপেকা করা চলে না। সংসারের অমজল হবে যে। এ-ছাড়া
ভার সঙ্গে বন্ধুছও আছে অনেকদিনের, সেই গুদোমে কাজ করার
সময় থেকে। পুজোর রাতে নাকি ভাদের গানবাজনা হৈ-হন্না
করে কাটাতে হয়। এ নেপালী সমাজের রীভি। ভাওনাথকেও
ভাদের সজে যোগদান করতে অমুরোধ করেছে কিন্তু তা পারবে
না সে। পুজোর পঞ্চান্থত ও চালের গুড়ো, তুধ, গুড়, লবজ এলাচি
দিয়ে তৈরি অপুক্ত প্রসাদ পেয়েই চলে আসবে।

এরপর আর দেরি করে না ভাওনাথ, নিরঞ্জনবাবুকে বলে রান্তা ধরে। সে যখন রাজমনের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় তখন পুজে। হয়ে গেছে, পঞায়ত পান করছে সকলে। ভাওনাথও পঞায়ত পান করে তারপর রাজমন নিজে তার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা ভরতি অপুঙ্গ দেয়। প্রসাদ খাচ্ছে এমন সময় একটা হৈচৈ, মার মার শব্দ শুনতে পায় সে। কান খাঁড়া করে भौति (कानिक (थरक मंस्को जामर्छ। तास्त्रात्त निक्रे (थरक বিদায় নিয়ে সোজা গুদোমডেরাতে আসে। ঘটনাটা ঘটেছে কুঁদরি বুড়ির ঘরে। ভার ছেলেমেয়ে বলভে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু তার সোয়ামী। ছ'টো মেয়ে আর একটা ছেলে नाकि अथम वयरम इरम्हिन जात। लाक वरन कूँमति निष्करे খেয়েছে ভাদের। ভাওনাথ দেখতে পায় সারা লাইনের লোক জড় হয়েছে, সবাই মিলে এক স্থারে নানা অকথ্য গালিগালাজ করছে, চড়চাপড়ও মারছে তাকে। তার স্বামী ধনকুমার সেখানে দাঁড়িয়েই নিভান্ত অসহায় অবস্থায় দেখেছে ভা। ভাওনাথের গা বেঁষে দাঁড়িয়ে গদ্ধুর। ভাকে জিগ্যেস করায় সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারে সে। এবারে ভার মার অনেকগুলো কথা স্পষ্ট হয়ে কুটে ওঠে তার কাছে। সেদিন ছিল অমাবস্থার বিদ্যুটে অন্ধনার রাত। তার মা কয়েকটা শিষ গাছের চারা এনে ধরের চারপাশে রুয়ে দেয়। ভাওনাথ জিগ্যেস করে, এ-সব আবার কি করছ তুমি? মা উত্তর দেয়, তোরা আজকালকার ছেলেরা তো মানবি নে এ-সব, অনেক টুক্টাক্ খবর শোনা যাচ্ছে লাইনে।

মায়ের কথাতে একটু হেসেছিল ভাওনাথ। এ-সবে তার কোন আস্থা নেই তাই আর কিছু জানবার উৎসাহ বা ইচ্ছা প্রকাশ করে না। দাঁজিয়ে দাঁজিয়ে মায়ের কাণ্ড দেখেছে সে। এরপর অনেকগুলো এরাণ্ডি গাছের পাতা নিয়ে এসে সেগুলো ঘরের চালে চালে, ওঠোনে, ঘরের মেঝেতে, বিছানার তলে রাখে তার মা। বাবা ও রুকমিনকে ভেকে তাদের বুকের মাঝখানে একটা করে কালো কালির দাগ কাটে। স্থকুরমণির বুকেও একটা দাগ দেয়। সব শেষে ভাওনাথের বুকেও একটা।

এককাঁকে রুকমিনের মুখের দিকে ভাকায় ভাওনাথ। রুকমিন যে বেশ খুশি হয়েছে এতে, ভার মুখের চেহারায় বুঝতে পারে সে। ভাওনাথ তখনো ছটো অবাক চোখ মেলে চেয়েছিল ভার দিকে। রুকমিন বললো, বুঝতে পারনি এখনো? আজ যে অমাবস্থা, এই অমাবস্থার রাতে কলভলা বা নদীর ঘাটে উলজ হয়ে আগে ডাইনীরা। সেখানে স্নান করে নাচ করে, ধুপধুনা কুল দিয়ে পুজো করে, ভারপর অন্ধকার থাকতে বাড়ি ফেরে ভারা।

ভাওনাথ বলে, 'তা তো হলো। এখন ডাইনী কোথায় যে এ-সব করা ?

রুক্মিন চোপ ছটো বড় করে বিশ্বয়ের স্থরে বলে, 'ওমা, তুমি শোননি বুঝি ? এই চারদিনের মধ্যে ছই ছ'টো তরভাঞ্চা ছেলে মরেছে ঐ গুদোম ডেরাতে। ডাইনী না থাকলে অমন করে মরবে কেন ছেলে ছ'টো ? অসুধ নেই বিস্থধ নেই তবে কি ভারা হাওয়ায় মরেছে ?' এরপর গলার স্থরটা অপেকাঞ্চত নরম করে বলে, 'জানো তুমি, মা যা করলো ভা ছাড়াও অনেকে লোহা গরম করে বাঁ কি ডান হাতে দাগ কাটে। এতেও নাকি ডাইনী আসতে পারে না।' আন্তে আন্তে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায় ভাওনাথ। দরদমাখা স্থায়ে স্বাইকে বললো, 'আহা বেচারীকে মারছ কেন ভোমরা ?'

ভাওনাথের কথাতে জনতা রুখে দাঁড়ায় তার দিকে। 'কি বলছিল তুই, মারবো না তবে কি পুজো করতে বলিল ? প্রতিদিন নিভ্যিনতুন নধর ছেলেমেয়েগুলোকে চিবিয়ে খেতে দেব ? এতে। যদি দরদ থাকে তাহলে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ভোর মেয়েটাকে দে না ওকে ?'

ভাওনাথ ভুলে যায় তার মা আর রুকমিনের কথা। বলে আছা তাই হবে। আমি দেখবো মানুষ কি করে একটা আন্ত মানুষকে চিবিয়ে খায় ? এই কথা ক'টি বলে পরক্ষণেই স্কুরুমনির কথা মনে পড়ে তার। একটা অজ্ঞাত আতদ্ধ ও যন্ত্রণা অনুভব করে মনে মনে। কী টলটলে হাসি হাসি মুখ, তুলোর মত নরম দেহ, কী শ্রামস্থলর লভাবাছ।

এর মধ্যে কয়েকজন বলে ওঠে—'নে, ভণ্ডামী রেখে দে। আনেকে বলে ছ'বা বসিয়ে দেনা ওকেই ?' সভ্যি সভ্যিই ছ'একজন ঠেলাঠেলি করে ভার গায়ের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে।

নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে সব সম্থ করে ভাওনাথ। এরমধ্যে প্রেমপ্রকাশ এসে হাজির হয় সেখানে। তাকে দেখতে পেয়ে অনেকটা বল পায় মনে। প্রেমপ্রকাশই সমস্ত ঘটনাটি খুলে বলে ভাকে। ছোট্কা সর্দার নাকি মভিকে এনে পুজো করিয়েছে আজ সন্ধ্যায়। মতি আলো চাল ছিটিয়ে ছিটিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে। আরো কভ কি বিভ্বিভ করে বলে সে সমস্ত বুঝতে পারেনি কেউ, ভবে শেষে একটা কথা জোর গলায় বলে ওঠে, গুলোমজেরার রান্তার পাশেই একেবারে উত্তর প্রান্তে যে বাভিটে সেখানেই এই ভাইনি থাকে। এই বাভিটে আর কারো নয়, কুঁদরি বুড়ীর। সজে সজে জনতা মরিয়া হয়ে ছুটে আসে এখানে।

এরপর সবাই মিলে নাপিত ডাকিয়ে মাথামুড়ে জললের রাস্তার মধ্যে ছেড়ে আসে কুঁদরিকে।

এ-সব কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে ধুব কুট্ট হয়েছিল ভাওনাথ। সকলেই বে বার বরে যায় কিন্তু সে ভখনও গাঁড়িয়ে গাঁড়িয়ে কুঁদরীর ছোষ্ট শুন্ত বরটি দেখছে। ভাবছে—এই তাদের সমাদ, এই তাদের শিক্ষা। সমাজের মধ্যে এত গলদ তাহলে কি করে মানুষ হবে এরা। শিক্ষা ছাড়া এ-সব নোংরা, অসত্য সংস্কারের মূলে আঘাত করা অসম্ভব। নিরঞ্জনবাবু বলেছিলেন, সাধুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তুই তো চালাতে পারিস স্কুলটা। ঠিকই বলেছেন তিনি। যে করেই হোক স্কুলটা চালাতে হবে তাকে।

সাধুকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশি দিন নয়। মাত্র ভিন হপ্তা। এর মধ্যেই কয়েকটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে বাগানে। যার ফলে অনেকের আস্থা আরো বেড়ে যায় তার ওপর। কমবেশি সকলেই বলে সাধুকে এমন করে বাগান থেকে ভাড়িয়ে দেওয়াতেই বাগানের এই সমস্ত বিপর্যয় ঘটছে। ভবিশ্বতে আরো কত কি হবে এই কথা ভাবতে তারা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। বাগানের মঙ্গল অমঙ্গলের সঙ্গে যে তাদের জীবনও ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। সাধুর গায়ের গন্ধ বাগান থেকে লুপ্ত না হতেই প্রথমে কুঁদরি বুড়িকে ডাইনী বলে মাথা মুড়িয়ে তাড়িয়ে দেয় বাগানের সকল আদিবাসী মিলে। তার চারদিন বাদেই গুদোমডেরার সমস্ত খরগুলোই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগে কুঁদরির খরে। অশ্য একজন নতুন মজুর এসে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে, তার চলে যাওয়ার পরই। আগুন যে কি করে লাগে তা অসুমান করতে পারেনি কেউ। রাত তখন দশটা হবে। गमछ कूलिलाইन नियूम, निथंत। माष्ठे माष्ठे करत्र ष्ट्रांटन ७८५ व्याधन। य नमस्य জালানী কাঠ বর্ণায় জালাবে বলে সঞ্চয় করে রেখেছিল কুঁদরি যাওয়ার সময় সে-গুলো ছেড়ে যেতে হয় ভাকে। সেই কাঠগুলো আর ঘরের বাঁশ, খুটি, রুয়ো ও বাতাতে আগুন লেগে পট্ পট্ क है क है करत रामात मे कू के एक थारक। जाश्वरनत नान कून्कि আর সাদা কালো ছাই সমস্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলে। আগুন লাগার সজে সজে শন্শন্শৰ করে দক্ষিণে হাওয়া বইতে থাকে খুব জোরে। মুহুর্তের মধ্যে সারা লাইনটার রূপ বদলে যায়। কার সাধ্য অভ বড় আগুনের সামনে যায়। দুরে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আগুনের উত্তাপ আর কুল্কি এসে গা হাত পায়ে ফোন্ধা পড়ে। অনেকেই বাড়ি থেকে কোদাল, কলম-ছুরি যা হাতের কাছে পেয়েছে ভাই নিয়ে এসে 🛊 ড়িয়ে আছে ভাবাচাকা থেয়ে। অখিন নেভার কাজে হাত দিছে না কেউ। এরমধ্যে ছোটসাহেব গিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে আগুন চাপা पि**रिक वर्लन गक्लरक।** गक्लिये क्लिपाल शास्त्र भीरिक ভবু। সাহেবের পেড়াপীড়িতে সাউনা জিগ্যেস করে, কত হাজরি **(मृद्य गाट्य ? गाउँ**नात कथाट गाट्य চটে গিয়ে অकथा গালিগালাজ করতে থাকে তাকে। মুখ কাচুমাচু করে প্রতিবাদ জানায় সে। সেখানে এগিয়ে যায় ভাওনাথ। সাহেবের কথার প্রতিবাদ করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। সে চেয়েছিল আগুন লাগার গুরুষ্টা সাউনাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্মে। সাউনার দিকে চেয়ে সেই কথাই বলতে যাচ্ছে সে এমন সময়ে সাহেব হুই চড় মারে সাউনার মুখে। এরপরই হাত উঁচিয়েছে ভাওনাথের দিকে। ভাগ্যিস, সে একটু পিছু সরে দাঁড়িয়েছিল নতুবা নির্ঘাত তাকে নিকটের টিপি করা অসমান চইলিগুলোর ওপরে পড়ে সমস্ত দেহটা থে ভোমেতো হয়ে যেত তার। বড়সাহেব মন্ধও নিকটেই ছিলেন একটা বোবা, বোকা মালুষের মত দাঁড়িয়ে। কি যেন ভাবছিলেন ভিনি ? চোখেমুখে কোন চাঞ্জ্য বা বিষয়ভার ছাপ নেই বরং ধীর, স্থির, নিবিকার ও প্রশান্তির একটা উচ্চল স্বাক্ষর।

এরমধ্যে ফেকু ঠীকাদার গিয়ে অসম্ভবরকম সুয়ে পড়ে একটা সেলাম ঠোকে বড়সাহেবকে। চোপেমুথে একটা অপরিসীম খুশীর আমেজ অস্তর পেকে উঁকি মারছে তার। তাকে যত চেপে রাখতে চাচ্ছিল সে তত যেন সেটা আরো পরিকার ও পরিকুট হয়ে কুটে উঠছে।

ৰড়সাহেৰ গম্ভীরভাবেই জিগ্যেস করেন, 'ঋড়বাড়িমে কি আউর ঋড হায় ?'

'—নেই হার হজুর। লেকিন, খড় মিল যায়েগা।'

'বড়সাহেব বললেন, ঠিক হার, কাল অফিসমে হামারা সাধ ভেট করেগা।'

কেবুর চোখেমুখে অন্তরের সমস্ত অন্ট্রট, প্রচ্ছন্ন আনন্দ রেখাগুলো পরিণত হয়ে কুটে ওঠে এবারে। আগুনের শিখার আলোতে ভা স্পট্টই দেখতে পায় ভাওনাথ।

এই যে এত বড় একটা বিরাট লাইন যাতে ছোট বড় নিয়ে সাত আটশো লোক তাদের সারাদিনের কঠোর শ্রান্তি, স্বেদক্লেদ মুছে একটা স্বস্তির নিখাস ছাড়ে, সুখের স্বপ্ন দেখে শুয়ে শুয়ে, তা আজ নেই। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোম্পানীর লোকসান হয় এতে সভ্য কিন্তু ভাদের লোকসান এই নীড়হারা লোকগুলোর ক্তির তুলনায় কড্টুকু? শুধুই কি পৃহ হারিয়েছে এরা ? এরা হারিয়েছে ওদের সবকিছু, গরিবের খুদুকুঁড়ো বলতে या (वाबाय। कान कि थारव, कि भन्नरव ? এখन थिरक है भिर्हेन কুধা অহুভব করছে ভারা। কাঁদছে, ছেলে মেয়ে বুড়োগুড়ো এক স্থরে স্থর মিলিয়ে কাঁদছে সকলে। জিনিসপত্তর যা কিছু পারে ঘর থেকে বার করে আনার জন্ম মরণ পণ করে জ্ঞানহারার মত ছুটে চলেছে ঘরের দিকে। আগুনের আঁচ লেগে, পরনের নেংটিতে আগুন ধরে হাত পা গা জলে যায় অনেকের সেদিকে কারো থেয়াল নেই। অন্ত অন্ত লাইনের লোকগুলো রুখতে পারে না তাদের। বড়সাহেব কি তাদের কালার রোল, বিবর্ণ আধপোড়া দেহ অন্তরে অন্তরে অন্তর করতে পারছেন না? তিনি কি শুধুই কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করছেন ? হাঁ, হিসাব করছেন বটে, কিন্তু তা কোম্পানীর ক্ষতির হিসাব না, ভার নিঞ্কের माएउत जक !

এই ঘটনার পরদিনই নিরঞ্জনবাবুর কাছে জানতে পারে ভাওনাথ,
জসময়ে খড় কাঠ খুঁটি ছম্প্রাপ্য তাই নির্ধারিত রেটের ওপর
প্রতি ঘর পিছু আরো অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয় ফেকুকে।
নিজের কাজ বাগিয়ে চলে যায় ফেকু। তারপরই বড়সাহেবের
ক্রমে চোকেন বড়বারু। তাঁর সজে কি সব মুক্তি পরামর্শ হয়।
সে খবর জানেন না নিরঞ্জনবারু। বড়সাহেব নাকি হাসছিলেন।
সেই সজে বড়বারুও। এই কাঁকে নিরঞ্জনবারু কন্ট্রান্ট বইয়ের
পাতা উলটিয়ে দেখতে পান রেটের জঙ্কটা। তাড়াতাভি করাতে
এবং খুশির আবেগে কন্ট্রান্ট বইটি আলমারির মধ্যে বন্ধ করে
যেতে ভুলে গিয়েছিলেন বড়বারু। নতুবা হিসাবপত্তরের সমস্ত

বই থাতাগুলো কখনও টেবিলে কি কোন খোলা জায়গায় পঙ্গে থাকে না।

নিরাশ্রম, অসহায় পৃহহারা এই লোকগুলো তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে নরমগুদোমে আশ্রয় নেয়। সেখানে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন করে করে ছ'হপ্তার উপর কাটায়। এ অবস্থায়প্ত কাজ না করে উপায় ছিল না তাদের। সকালে সিটি বাজবার আগেই বেরিয়ে যায় কাজে, কাজ থেকে ফেরে বিকেলে। তখনই আবার বেরিয়ে যায় জঙ্গলে কিছু পাতাপুতি কুড়িয়ে আনার জন্মে। ঐ পাতাপুতি দিয়েই ইট সাজিয়ে তার ওপর হাঁড়ি চাপিয়ে ছটো ভাত দিদ্ধ করে।

এরপর চৈত্র গেছে, বৈশাখও যায় যার। আকাশ আগুনে। একবিন্দু কালো ছায়ার চিহ্ন নেই কোথাও। গনগনে আগুনে গা-জালা হাওয়া বইছে। খাঁকড় শিরীষগাছগুলো নিরাভরণা। একটি পাভাও নেই ভাতে। ডালগুলো হাত পা ছেড়ে উর্ধ্ব মুখা হয়ে হাহাকার করছে। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কলম করা চা গাছগুলোতে একটাও নতুন পাতা গজায়নি। একটা অনাগভ ছভিক্ষের করালছায়া সমস্ত গাছে ডালে মাটিতে, চায়ের আকাশে বাতাসে। ম্যানেজারের মুখে আর হাসি নেই। মেজাজ তিরিকি. চোখ ছ'টো গোবাঘের মত। দিনের মধ্যে অন্ততপক্ষে বিশ বার শুক্ত আকাশের পানে চেয়ে নিজের মনেই বিডবিড করে কভ কি वर्णन। वष्वावूरक मार्च मार्च मान ट्रिंग किर्गाम कर्त्रन, ভোমাদের পঞ্জিকার আবহাওয়ার খবর কি? বাগানের প্রতিটি জীবই কেমন সম্ভন্ত। এমন কি দোকানদারগুলোর চোধ মুখও **শুকনো, নিরস। বিক্রিপাটা নেই বললেই চলে। শিগগির যে** কোন নতুন ডালপালা পাতা গঞ্জাবে গাছে সে আশা করা যায় না। এইমাত্র কয়মাস হয় আগেও বৃষ্টি না হওয়াতে এমনি ছুর্দশা হয়েছিল স্বার। এবারে ভো বছরের গোড়াভেই ওরু হলো, कि জানি সারা বছরটাই খারাপ বাবে নিশ্চয়। আবার একটা আমপুজা

দেওয়ার জন্ত মেতে ওঠে আদিবাসী মেয়েগুলো। ভারা সকলে মিলে ৰাজি ৰাজি ও অফিলে সাহেবের কাছে গিয়ে চাল ভাল প্রসা नित्य चारम। वाशानित्र त्यव श्रास्त्र तिकार्छ करत्रष्टेत्र निकटि একটা চিলোউনি গাছের গোড়ে বেশ খানিকটে জায়গা পরিজ্ञার করে গোৰর মাটি দিয়ে নেপেপুছে নেয়। সেখানকার চারদিকে চারটি সিঁছুরের কোঁটাকাটে ঝাণ্ডি পোতে। গাছটার গোড়াতে পাঁচটা ষাটির চিল তৈরি করে তাতে গিঁগুরের ফোঁটা কাটে। বাতি **(मग्र, भूल ब्वानाग्र। नमछ (मरग्रदा मिल ভ**क्ति छात स्नान कतिरग्र দেয় বৈগাকে। এর বর বৈগা ভার আসনে বসে, চার ঝাণ্ডির मार्बर्वाटन । जात्र जात्क विदत्र वरम ममञ्ज स्मरमञ्जला । क्रकिमेन अ এদের মধ্যে ছিল। একটা মিসমিসে কালো কারি পাঁঠাকে সিঁছুর माशित्य विन (पश्या श्या ) हात्र हो (भ्रत्यात मत्था क्र'हो (क विन দেওয়া হয় আর বাকি ছ'টোকে উড়িয়ে দেয়। এই পায়রা চারটির মধ্যে একটি দিয়েছিল রুকমিন। ভার সিত্র মাখা পায়রাটা **छाना भारत जाकार्य উ**ए हरलए एए अक्रियान अन्युगिर छ ডগৰগ হয়ে ওঠে। পুজো শুরু হয় বেলা দশটায় আর শেষ হয় বারোটায়। মেয়েরা সকলেই নিজ নিজ ঘর থেকে সাধ্যমত খাবার তৈরি করে এনেছে। রুক্মিনও এনেছে—পুরি, মিঠাই, দই ফলমুল। সকল ঘরের জিনিসগুলোই একত্রে করে সবাই মিলে এক পংক্তিতে বসে মহাতৃপ্তির সঙ্গে খায়। কারিপাঁঠা আর পেরমা ছ'টোকে টুকরো টুকরো করে কেটে তেলে ভেজে নিয়ে ঐ সজে খায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে হাত ধরাধরি করে নাচগান শুরু করে মেয়েগুলো। নাচগানে রুকমিনের বেশ স্থনাম। তার চেয়ে ভাল নাচতে আর কেউ পারে না এ কামানে। রুক্মিনের নুভ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা, প্রাণশক্তি আছে। আদ্বভোলা হয়ে ষায় নাচতে নাচতে। দেহটা লভার মত অনায়াস্যাধ্য, একটুভেই कुनए पारक। मान द्या अको जन्म ही नाहर ।

আধ্যার নাচগান সেরে রুক্মিনীরা স্বাই মিলে বৈগার বাড়ি শার, নাচগান করে সেখানে।

আৰ্থড়াতে পুজোর সময় ছ'এক কোঁটা বৃষ্টি পড়ে। আকাশ

खू ए একটা বিরাট দৈ ভার মত ধনধনে মেষ। পুলো পণ্ড হবে এই ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সকলের। বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে ভার সিঁহার পাতার ছাতা নিয়ে আসে রুকমিন। আরো অনেকে কেউ বাঁশ ছাতা কেউ সিঁহার পাতার ছাতা নিয়ে এসে সিঁহুর মাধা মাটির ঢেলা, বাতি, ধুনোচি প্রভৃতি ঢেকে দেয়। আর রুকমিন ভার ছাতাটা ধরে বৈগার মাধার ওপর। বৈগা ধুব ধুশি হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে তাকে। রুকমিন বলে, পুজো পরের কথা, যে পুজো করে তাকেই দেখতে হয় আগে। পুজোর বে ভালমন্দ এ তো দেখবে পুরোহিত। ভারা শুধু ভার আদেশ পালন করেই খালাস।

শেষ পর্যন্ত আর বেশি রাষ্টি হয় না সেদিন। এক ঝাঁক বাডাস এসে সেই রাক্ষ্সে মেঘটাকে খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে নিয়ে যায় কোথায়। আকাশে সূর্য হাসে আবার। গাছের পাতাপুতি ডালপালা চিকচিক ঝিকমিক করে ওঠে। মাটিতে মান্ত্র হাসে। ধুপধুনোর গদ্ধ ভেসে যায় ঘরে ঘরে আনন্দ বারতা নিয়ে।

সতি, সভিা, এক হপ্তা বাদে খুব জোর বৃটি হয় একদিন।
হাসির চেউ বয় বাগানে। পাহাড় থেকে নেমেখাসা তুরবা
চেউয়ের পর চেউ তুলে কলকল খলখল আনন্দরাগে ছুটে চলেছে
অজানার কাছে। ধান গভীর পাহাড়টা হাসছে। রুকমিনের
চোখে মুখেও একটা অজ্ঞাত আধোফোটা চুমকি। কি যে বলভে
চায়, আবার চেপে যায় সে। এর পনর ষোল দিন বাদে একদিন
হঠাৎ মন ও মুখের চাকনি খুলে যায় তার। হাসতে হাসভে
চা গাছগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, দেখেছ, বৃষ্টি পেয়ে
গাছগুলো কেমন হেসে উঠেছে!

ভাওনাথ একটু হাসে। ছ'জনেই চুপ থাকে থানিকক্ষণ। চুপ করে বসে অনেক কিছু ভাবছিল ভাওনাথ। অনেক ছ:খ, অনেক সুখের কথা।

ধৈর্ম ধরে কণ্ঠ চেপে আর থাকতে পারেনি রুক্মিন। সে বলে ওঠে, সভিা, কোন কথা গোপন রাথা যায় না আপন জনের কাছে। ৰভক্ষণ না বলা হয় ভভক্ষণ যেমন আনশ ভেষনি একটা অস্বস্থিও বোধ করতে হয়। হঠাৎ এক সময় মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এবারের পাতির পয়সা দিয়ে তোমার জক্ত একটা মাদল কিনে দেব। আর মাদল চাইতে স্পারের বাড়ি থেতে হবে না ভোমার।

ভাওনাথের মনের ধুম ভাঙে এভক্ষণে। সে হেসে বলে, বিয়েতে দেবে বুঝি ?

রুকমিন ঠোঁট ছটোতে অল্প হাসির রেখা টেনে আন্তে করে জবাব দেয়—ছঁ।

ক্রকমিনের কথাতে হাসির জোয়ার আসে ভাওনাথের। খুশির চেউরের ফেনা হয়ে ভাসতে থাকে সে। অনেক কল্পনার স্বপ্নজালে জড়িয়ে পড়ে। ক্রণকালের জয়্রাবিদ্রোহী মনটা ক্রেমন যেন একটা অসম্ভব রকম উপাস, শাস্ত, নরম হয়ে ওঠে। সে অয়্র লোক ব'নে যায় সহসা। নিজেকে চিনতে প'রে না আর। তার সেই সবল পেশীবহুল পেইটা যেন হুমড়ে চিমসে নিস্তেজ, নিপ্লন হয়ে পড়ে দেখতে দেখতে। এমনি হয় ভাওনাথের। এর আগেও হয়েছে বছবার। য়কমিনের চোখ মুখের দিকে তাকালে কেমন একটা নতুন অয়্রভুতি আকর্ষণ অস্তরের তলদেশে কল্লোল করে ওঠে তার, যেখানে সব আগুন নিভে গিয়ে একটা শাস্ত স্লিগ্ন পরিবেশের স্প্রতি করে। এর কাছে ভবিষ্যতের জল্পনা কল্পনা আর হঃখভার মনে হয় একটা অবাস্তব। ভবিষ্যং অয়্ব, স্তর্জ, বর্তমানই সবাক বলে মনে করে সে।

তু'হপ্তার মধ্যেই সমস্ত বাগানটা একটা সবুজ মধমলের গালিচা হয়ে ওঠে। কলমকরা গাছগুলোতে সমানভাবে নতুন ভাল পাতা গজিয়েছে। একটা জুৎসই আবহাওয়াই এর মুখ্য কারণ। রাভে স্বৃষ্টি, দিনে রোদ। মজুরদের ঘরের চাল দিয়ে আসমানের জল পড়ে, বিছানা জিনিসপত্তর ভিজে যায় সব। বিছানা আর কি— বিছানা বলভে ভো সিমেণ্ট কিম্বা সালফেট অব্ এমোনিয়ার খালি বস্তা। এই বস্তাগুলো বড়সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে স্থানিয়ে মজুরদের পাইয়ে দিয়েছেন চাঁাদরাবারু। এইগুলো দিয়ে মজুররা ওদের কোমর থেকে পা পর্যন্ত চেকে নেয় যাতে নতুন কলমকরা স্থ চলো ক্ররধার ডালগুলো লেগে গায়ের ছাল উঠে না যায়। এই চাঁাদরাবারু বাগানের টিলাবারু। সারাদিন মজুরদের সজে বাগানে রোদে জলে ডেজেন তাই মাঝে মাঝে ওদের জন্ম একটু আখটু দরদ হয় তাঁর। কিন্তু বুঝলেই বা কি হবে, কত্টুকুই বা হাত আছে তাঁর? তবে মেজাজ বুঝে বাগানের কাজের সময় তিনি বড়সাহেবকে ধরেন ভখন হয়ত খুনির আমেজে কোন কোন দিন রাজী হয়ে যান তিনি। বাগানবারুর নাম ঠিক চাঁাদরাবারু নয়। মাধায় মন্তবড় একটা টাক আছে কিনা তাই নিজেদের মধ্যে ঐ নাম ব্যবহার করে মজুররা। এই যে টুক্টাক্ জিনিসপত্তর রুটির জলে ভিজে জবজবে হয়, ভাল করে স্মুরতে পারেনা রাতে তরু ক্রুক্তেপ নেই তাদের। দিনের বেলাভে রোদে দিয়ে শুকিয়ে নেয়। আর স্থুম এর আগে ভো জনেক স্থুমিয়েছে, কদিন না হয় নাই বা সুমালো।

রুকনিনের খুব কট হয়। একটুও খুমুতে পারেনা। সুকুরমনি সারারাত ধরে রাটির সজে পালা দিয়ে কতবার যে প্রস্লার করে তার ইয়তা নেই। যত রাটি তত প্রস্লাব তার। রুকনিনের সমস্ত কাপড় জামা ভিজে যায়, সারারাতের প্রস্লাব গায়ে বসে তার। এতে অসুখী নয় সে। ভবিশ্বতের একটা রঙিন ছবি আকাশ পথে নিয়ে যায় তাকে। ভোর না হতেই ছুটো পাস্তা ভাত মুখে দিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে, আর কেরে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হলে। যত পাতি তত কাজ। পাতি বেশি হলে কাজের সময়ও বেড়ে যায় তার সঙ্গো। এতেও অপার আনন্দ পায় সে। গায়ে লাগে না এই কঠোর পরিশ্রম, কট আর রাতজাগা।

সমস্ত বাগানটাই মহাস্প্রপ্রসন্ধ, ধীর শাস্ত অথচ কর্মব্যস্ত।
দোকানদারেরাও। যারা বাগানে থাকে তারা সকলেই এক সতোর
গাঁথা। স্থতোর এক জারগার একটু টান পড়লে সারা বাগানটারই
টনক নড়ে। সে মজুর হোক্, বাবু হোক্ কি চাই দোকানদার
হোক্। গুদোমের পেটা ঘণ্টা কিয়া বয়লারের সিটিই সকলের
জীবনের স্পলন, ও হাসি কারার উৎস। সিটি বাজতে না বাজতেই
বুধু তার ছোট কাঠের বাক্সটি মাধার করে এসে বসে বুড়ো

ৰটগাছের ছায়াবেরা একপাশে একটু বারামরা পাতাপুতির মধ্যে। ৰাক্সটির ওপরে হুরে হুরে পান বিড়ি সিপ্রেট মতিহারি তামাকের পাতা আর কন্ধটের পাতলা কাগজ স্থলর ভাবে সাজিয়ে রাখে। পাশেই একটু দুরে লুদরু মিঠাইঅলার হর। সেও তার হর খুলে বসে তথন। হাই ভুলে সিয়ারাম সিয়ারাম করে আর পথের দিকে ভাকায়। হাতকাটা ছোট একটা জামার পকেট থেকে একটা টিনের ভিবা বার করে বাঁ হাভের ভলায় খানিকটে খইনি ও চুণ নেয়। ভান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে বেশ করে ডলে খইনির ওপর ছু'ভিনটে থাপড় মেরে মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। খইনি সমেত চোয়াল গু'টোকে নাড়তে থাকে। তারপর থুক্ থুক্ করে পুতু ফেলে অনবরত। হঠাৎ ছোট ছেলেমেয়ের কালার শব্দ শুনে নড়েচড়ে বলে উল্লাসে। দেখতে দেখতে অনেক ছেলেমেয়ে ও তাদের মা বাবা এবে হাজির হয় সেখানে। তু'হাতে মিঠাই বিক্রী করতে থাকে সুদর। মা বাবারা ভাদের আপন আপন ছেলে মেয়েগুলোর হাতে একটা পেড়া, জিলিপি কি কিছু ঝুরিভাজা অথবা গুজিয়া দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাড়ি পাঠায় আর বুধুর দোকান থেকে পান বিড়ি সিবেট কিনে সোজা বাগানে কাব্দে যায়। ভাওনাথও বুধুর লোকানে আসে। সে আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রুক্মিনের षण অপেকা করে সেখানে। এরপর বরের কাজকর্ম সেরে রুকনিন এলে একখিলি পান আর কয়েকটা বিভি দেয় ভাকে। প্রস্পর পরস্পরের পিকে ভাকায়। একটা নির্বাক চলচ্চিত্রের মভ চোখে চোখে বাক্য বিনিময় হয়। একটা বিমূচ মুহুর্ত। ভারপরই যে वांत्र कारण यांग्र।

সাতে সাতটা বাজতে না বাজতেই পালা বদল শুক্ত হয় আবার।
বুধু, সুদক্ষ, ভিথনী, কাঞ্চন যে যার দেকানপাট গাছতলা থেকে
গুটিয়ে জন্ন কিছু জিনিসপত্তর একটা ছেণ্ট বাজ্মে কি বাঁশের
চ্যাঙারিতে করে নিয়ে গিয়ে কেউ আওরাত কি কেউ মরদের মেলার
কাছে বড় সড়কটার ওপর শিরিষ গাছতলে বসে বিড়ি ফোকে অথবা
খইনি খায়। এই ৰাক্ষ ও চেঙারিতে বাদান ছোলা মটর ভাজা,

বাদাম তেলে ভাজা মিঠাই, পান বিভি, দেশলাই রামরাম সিবেট প্রভৃতি নিয়ে আসে।

বৈশার্থ গিয়ে জাঠ পড়ে। এবারের মন্ত কোন বছরেই এ-সময়ে এতা পাতি আসতে দেখেনি কেউ। ভাই দৃশ্টার এই অভিরিক্ত পাতি ওজনও আর হয়নি বাগানে। এতো পাতি যে দশ্টার আগেই টুকরি ভরতি হয়ে য়য়, পাতি রাঝার আর জায়গা থাকে না ভাতে। আবার ওজন হয়, বারোটায়। ওদোমে এসে ওজন হলে অনেক সময় নট হয় আসা যাওয়য়য়। এতে মালিকদেরও ক্ষতি আবার মজুরদেরও! সময় মন্ত পাতি টিপতে না পারলে পাতা ভগা শক্ত হয়ে য়য়। চা ভাল হয় না শক্ত পাতায়। দামও ভাল পাওয়া য়য়য় না। এ ছাড়া কোম্পানীরও বদনাম হয় বাজারে। মজুরদের বেলাভেও ভাই। সময় মন্ত কামিয়ে না নিলে পাতি কেটে কেলে দেবে কোম্পানী, আবার কবে পাতি আসবে তার ঠিকানা কি! এই জন্মই বাগানে এই পাতিওজনের ব্যবস্থা আর এই কারণেই দোকানদারেরা ভাদের পণ্য নিয়ে আসে সেখানে। সেইখানেই উভয়ের কেনাবেচা হয়।

ক্রকমিন খুব হিসাবী। এ-গুণ সে পেরেছে স্থবনীর নিকট থেকে। সে বাড়ি থেকেই কান্দা সিদ্ধ অথবা কিছু ভেলেভাজা করে নিয়ে বায়। বারোটার ওজনের পর আধ ঘণ্টা কাজের বিরতি। এই সময়ের মধ্যে বে বারা মত খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়। ক্রকমিনও তখন একটা নিরিবিলি গাছতলায় বসে নিজের মনে স্কুরমণিকে মাই দেয় আর ঐ কান্দা সিদ্ধ অথবা ভেলেভাজা কে ছোলা ভিজানো খায়। মাত্র ক'টি দাঁত উঠেছে স্কুরমণির। শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে পারে না.সে। কান্দার একপাশ থেকে একট্ট ভেতে নিয়ে দেয় ভাকে। ছ'একটা নরম ছোলাও ভার দাঁতের কাছে ধরে। ছোট দাঁত নিয়ে কুটকুট করে সেটাকে কেটে নেয়। খুব ভাল লাগে ভার খাওয়া দেখতে। ক্লকমিন ভার মুখের পানে চেয়ে থাকে, অপার ছপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে।

এই সময়ে অক্স অক্স গাড়িম্যানদের মত ভাওনাথও তার ভরসা, গাড়ি নিয়ে হাজির থাকে বাগানে। ওজনকরা পাতিওলো শুদোনে বয়ে আনতে হয় তাদের। তাওনাথের ইচ্ছা হয় একবার রুক্মিনের কাছে গিয়ে সুকুরমণিকে একটু ধরে, আদর করে। আবার এতে রুক্মিনও তার কোমর পিঠ বুক্টা জিড়িয়ে নিতে পারবে অরুক্ষণের জন্মে কিন্তু সে উপায় নেই। তার কারণ মেয়েপুরুষের হাত থেকে পাতির টুকরিগুলো তুলে নিয়ে গাড়ির খাঁচার মধ্যে চালতে হয় তাদের তারপরই তাড়াহুড়ো করে গুদোমে ফেরা। এরমধ্যে পাতি টিপা শুরু হয় আবার। পাতিগুলো নরমগুদোমের সানবাধা উঠোনে চেলে বারোটা বাজার আগেই আবার হাজির হতে হবে বাগানে। বারোটার ওজনেও এমনি তাড়াহুড়ো। দেরি করার জা নেই। একটু দেরি হয়েছে কি সাহেব, বারু, কামদারি চাপরাশীর নানা ভাষার নানা অকথ্য গালিগালাজ অবশ্য এ-কথা সভ্য যে পাতি জনেকক্ষণ এক জায়গায় গাদামারা থাকলে ভেতরের সমস্ত পাতি উত্তাপে পচে যায়।

এই সুযোগে বাগানের সমন্তদিন মজুরই অল্পবিন্তর বেশ কিছু ছু'পয়সা কামিয়ে নেয়। রুকমিনও আশাতীত কামিয়েছিল কিন্ত অক্ত অক্ত মেয়েপুরুষের মত নয়। ভাওনাথেয় মা বাবাও পারেনি, কারণ ভাওনাথের গোটার লোকগুলোই অস্ত ধরনের, অথবা কামদারি চাপরাশীরা তার চারিত্রিক দৃঢ়তা জানে তাই সাহস পায় না এদের কাছে বেঁষভে। রুকমিন অনেকদিন ভাওনাথকে বলেছে, অন্যাপ্ত অনেক মেয়েরা ভার চেয়ে কম পাতি টিপে অথচ হপ্তাকালে যেদিন পাতির উপরি পয়সা দেওয়া হয় তথন দেখতে পায় তাদের চেয়ে অনেক কম পেয়েছে সে। এর কারণ অবশ্য জানে ওরা। পাতির পরসা যেদিন দেওয়া হয় সেদিন গুদোমের গেটের সামনে 'গুদরি' ৰাজার বলে। নিত্য প্রয়োজনীয় ভিনিসপত্তর ছাড়াও অনেক **कि**ष्ट्र भाउरा यात्र राश्रीतन । मञ्जूतता भग्नमा (भरा यात्र या पत्रकात কেনাকাটি করে। এখানেই ষোরাফেরা করে অনেকগুলো কামদারি বাদের সঙ্গে কভকগুলো মেয়েপুরুষের যোগসাজস আছে। ভারা পাতি ওজনের সময় কেলটাকে জোরে চেপে ধরে হাত দিয়ে, তাতে ওজন বেশি হয়। ওজন বেশি হওয়ার দরুণ পাওনার অকটাও बिंग फीड दर बात धत्र धक्री ब्रंग थे (मर्प्य क्रियत) व्हल

দফাদারকে দেয়। এই উভয়পক্ষের দেওয়া-নেওয়া হয় এই 'গুদরি' বাজারে।

বেষন পাতি আসছে ভেমনি চা'ও হচ্ছে প্রচুর। গুদোমেরও বিশ্রাম নেই। দিনরাভ ইঞ্জিন কলকজাগুলো ঘষ্ট্রষ ফসফস করে চলেছে সমানে। देश्टें क्रब्रा लाक श्रमा। हेमि, बःशामना চা, কয়লার বাক্সের গড়গড় ঝন্ঝন্ খচুখচ্ ধুপধাপ শব্দ সমস্ত গুদোমটাকে যেন ভেঙে চুরে বেরিয়ে এসে সারা বাগানটাকে গিলে খেতে চলেছে। এদের সঙ্গে পালা দিয়ে কাজ করে যাছে এই করে নিচ্ছে। এইরকম আবহাওয়া আর সুযোগ ভো আসে না সচরাচর। বছরে হয়ত এক আধবার আসে আবার কোন বছরে আসেই না একেবারে। আর এলে কয়দিনই বা থাকে, বড় ছোর ছ'হপ্তা। যতদিন না সারা বাগানটার একটা রাউও দেওয়া হয়। এরপর নতুন করে পাতি গজাতে প্রায় হু'হপ্তা লাগে আবার। এও নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে পাতি আসে না মোটেই। তাই নিজের আলস্থ কিম্বা গাফিলভিডে এই সুযোগ হারালে কাজের লোকগুলোর ননন্তাপের অন্ত থাকে না। এমন কি অসুখ হয়ে হারালেও এই কোভ মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না ভারা। সারা বছর ধরে অনেকদিন অনেকবার বহু অভাব অভিযোগে এই ক্ষোভ মাথা চাগিয়ে ওঠে।

ভাওনাথ ও লেংডাতেও ভালোই কামিয়েছে। ভাওনাথ দিনে গাড়িয়ানের কাজ করে আবার গুদোমে 'ভবলি' করে রাতে। সন্ধ্যা সাতটায় কোনরকমে ছু'টো চোখেমুখে দিয়ে গুদোমে গিয়ে কাজ ধরে, কোনদিন রংগুদোমে রং বয়, কোনদিন রোলিংএ নরমগুদোম থেকে পাতির টুকরি বয়ে নিয়ে আসে, আবার কোনদিন শুকলাই অথবা চালনি ধরে কাজ করে। রাতের কাজে উপার্জনটা দিনের তুলনায় অনেক বেশি। অবশ্য শ্রম ও ক্লান্তিও ভভোধিক। পাঁচ ঘণ্টার কাজের পরে পালা বদল হয়। যারা সাতটায় কাজ গুরু করে ভাদের পালা শেষ হয় বারোটায়। এই সময় নতুন লোক পালা দেয় ভাদের। ভাওনাথের পালাও শেষ হয় বারোটায়।

এরপর ছ'বন্টা বিরতি। তবে এই বিরতি প্রায় ক্রিতেই কাগজে কলমে ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরের জন্তে। কাজে কিন্তু এই লোকগুলোকেই অক্স জায়গায় আর এক কাজে লাগান হয়। ভাওনাথ ছই 'ডবলি' করে। একযোগে বিরতি না নিয়ে ছই ডবলি কাজ করলে জমা নয় ঘণ্টার কাজ। তাই ভাওনাথের কাজ শেব হয় ভোর চারটেয়। এর মধ্যেই দেহে প্রান্তি আসে, চোথ ছ'টো ছুমে চুলুচুলু করে। ঐ সময়ে ছুটি পেয়ে আর বরে ফেরার মত লুচ্তা বা উৎসাহ থাকে না দেহে মনে। নরমগুদোমের এককোণে ছুমিয়ে পড়ে খালি মেঝেতে। একটুক্ষণ বাদেই ভোরে কাজে যাওয়ার হাতির ভাক সিটি বাজে। ছুম ভেঙে যায় তাতে। লেংড়া বারোটায় এক ডবলি করে ঘরে গিয়ে ছুমোয়।

রাতে 'ডবলি' করতে পারে না রুকমিন। সে জ্বন্স তার ক্ষোভের অন্ত নেই। সে বলে, অুকুরমণি আর একটু বড় হলে আর এ-সুযোগ হারাতে হতো না ভার। সুখনীর কাছে রেখে যেতে পারতো। আর আজকাল তো আগের সেই গুদোমবারু নেই যে কাজ দেবে না ভাকে? সমূহ ক্ষতি এতে। এদিকে সুখনীও রাতে ভবলি করতে যেতে পারে না, কারণ রুক্মিন আর কচি মেয়েটাকে ছেড়ে কি করে বাবে? একের জন্ম দর্শের ভোগ।

সভিটে রুকমিন ভার পাভির কালতু টাকা দিয়ে একটা মাদল কিনে দেয় ভাওনাথকে। এতে মনে মনে খুব খুশি হয়েছিল রুকমিনের ওপর। হেসে বলে, ভোয় নাচগান করবে আউর মুই বাজার।

— শাক্তা, মাচবু মুই। পরবকা ভো দেরিম হেকে আব্। ভাওনাথ বলে, ভোকার বড়কা পরব ভো আওথে; ভোয় নাচবে ভখন।

ক্লকমিন বুঝাতে পারে, বড় পরব বলতে ভাওনাথ কি বোঝে?
মুখ টিপে একটু হেসে নির্বাক ছবির মত জবাব দেয়। এর মধ্যে
কি কাজের জন্ম স্থানী ডাকে তাকে। 'মাই বুলাথে' বলে চলে
যায় সে।

পাতির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জুরদের মাতলামির মাত্রা বেশ বেড়ে যায়। রান্তাঘাটে অনেক মাতালকেই দেখা যার রাতে। বাগানের क्ष्युप्तत्र खरत्र पिटनत्र विलाग्न वर् এको विद्यात्र ना खाता। कृ' এककन যারা নেশার ঘোরে বেরোয় তাদের বরাতে বুটের গুডো, লাঠির বা আর ছ'চারটে চড়চাপড়ও জোটে। এই স্থযোগে আবার चानक तने भागी सम हो। कार्य करत विभ कि के विकास व করে। আদিবাসীরাও করে হাঁড়িয়া তৈরি করে। পুজোপার্বণে এ-লোকগুলো বরাবরই করে থাকে এ-ব্যবসা। আর পুজোপার্বণ চাড়াও সকল সময়েই কিছু না কিছু মাল পাওয়া যায় এদের যরে। যারা যরে নিজেরা চোলাই করে না, তারা দরকার মড পুष्मार्भार्वत कि यहेगान এल ওদের কাছ থেকে किन चान। প্রবশ্য এই দেওয়া-নেওয়া, কেনাচেনা হয় অভি গোপনে। কিছ সবক্ষেত্রে গোপন রাখা সম্ভব হয় না। ধরে ধরে গদিজলার गारेटन कता मालाल। नकटलरे टिटन छाटमत। এटमत भूनि রাথবার জন্ম চোলাইকারীরা বিনা প্রসায় এক আধ বইলা দেয় ওদের। কিন্তু যে সুব নেয় আর দেয় ভাকে কি খুশি অথবা বিখাস করা যায় ? হঠাৎ একদিন ভোরে দেখা যায় চোলাইকারীদের অনেককেই পুলিসে প্রেপ্তার করে অফিসে নিয়ে এসেছে জামিনের জক্মে। ম্যানেজার জামিনপত্র সই করেদ না। আর করবেনই বা কেন? এই পাভির মরশুমে ভিনি ভো এই চান। অন্ত সময় হলে হয়ভ এজন্য মাথা ঘামাভেন নিশ্চর এবং দরদ দেখিয়ে বলতেন—আহা, বেচারিরা যে কঠোর পরিশ্রম করে এতে একটু আধটু মদ না খেলে শরীর ঠিক রাখবে কি করে ? কিছ এইরকম পাতির মরশুমে তাঁর অক্তরূপ দেখা দেয়। ম্যানেদার দামিনপত্ত গই না করাভে স্পারেরাও ভায়ে জামিন হর না কেউ। राष्ट्र व्या व्यापन । यह कानाहकाती एक मर्था विनामी বুজিও একজন। বিলাসীর সংসারে একটি পনর বছরের মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। মাকে হাছতে নিয়ে যাছে দেখে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে মেয়েটির। বিলাসীর চোধ ष्ट्रें ए परम छात्र द्राय प्रदेश कात्र कार्य थाकरव (मरबेही--- अरक

মেরেছেলে তার ওপর রূপযৌবনে টলমলে দেহ। রুক্মিনের দিকে মেয়েটা চেয়েছিল একটুক্ষণ, একটা নিতান্ত অসহায় ব্যাধতাড়িত বনহরিণীর মত ছ'টো করুণ চোধ মেলে। তার বেদনা রুক্মিনের অন্তর স্পর্শ করে। সে ভাবে, আহা, এই মেয়েটির মত দশা যদি হতো তার তাহলে কি করতো সে? এরপর রুক্মিন তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে মেয়েটিকে। এতে অনেকে রুই হয় ভাওনাথের ওপর। সাহেবের কানেও সে-খবর যায় কিন্তু অসন্তোমের কোন লক্ষণ দেখা দেয়নি তাঁর চোখেমুখে। অনেকগুলো ইবাপরায়ণ ও মেয়েছেলেলোভী ভেতরে ভেতরে কাঁক খুঁজতে থাকে। এদের মধ্যে জোয়ান ছেলেই বেশি। অনেক কিছু ইনিয়ে বিনিয়ে ভাওনাথের নামে অপবাদ রটায়। অন্ধকার হলে ইটপাটকেল ছোড়ে বাড়িতে।

ভাওনাথ একটুও বিচলিত বা ভীত হয়নি এতে। রুকমিনও
না। সে বিশ্বাস করেনি ষড়যন্ত্রকারীদের কথা। স্থানী ও
বিশ্বাস করেনি। সে বলেছিল ঠিকই করেছে রুকমিন, মেয়েদের
বাথা মেয়েরা না বুঝালে কে বুঝাবে ? ভাওনাথ বলতো আজ ওরা
পরস্পর বিরোধী নয়, পরম আজীয়, এক সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে
ভাওনাথের নামে অপবাদ দিচ্ছে অথচ তারা এ-কথা বুঝাতে পারছে
না যে সে-ই একটা সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তাদের।
নতুবা নিশ্চয়ই কাটাকাটি মারামারি করে মরতো ওরা।

যাহোক্ লেঠাটা যত শিগগির হয় চুকিয়ে দেওয়াই ভাল এই ভেবে ভাওনাথ ভরিমানার টাকাটা ভনা দিয়ে খালাস করে নিয়ে ভাসে বিলাসীকে।

বিলাসীর টাকার অভাব ছিলনা। বরের মেঝেয় মাটিতে অনেক টাকা পোভা আছে তার। তাই বাগানে এসেই ভাওনাথের পাওনা টাকাগুলো দিয়ে দেয়। অধিকন্ত আরো কুড়ি টাকা দিতে যায় মেয়েটার খরচ বাবদ। ভাওনাথ নেয়নি তা।

ক্লকমিন ও সুখনীরও ইচ্ছা নয় যে বিলাসীর কাছ থেকে ভার মেয়ের খরচ বাবদ টাকা নেয় ওরা। সুখনী ভো স্পষ্ট বলেই ফেলে টাকা নিলে আর কি উপকার করা হলো? মন আর দরদ কি পয়সা নিমে বিকিমে দেব? আমাদের দিয়ে ও-সব হবে না বাচা। আর আমরা ভোমার মেয়েকে কিই বা এমন খাইয়েছি। আর যাই বলো, ভোমার মেয়েটার বুদ্ধিস্কৃদ্ধি আছে খুব। পাতির যা উপরি পয়সা পেয়েছিল তা দিয়ে এক ফাঁকে গুদরি বাজার থেকে চাল ভাল কিনে আনে। তার চাল ভাল সেই খেয়েছে, আর চাল ভাল বাদ দিলে পাঁচ জনের মধ্যে একটা লোকের খেতে কি এমন খরচ লাগে তুমিই বলো না।

এ-কথার কোন প্রতিবাদ বা উত্তর দেওয়ার মত ভাষা খুঁজে পায়নি বিলাসী। ভাবাবিষ্ট চোখে অল্লকণ কি ভাবে ভারপর ধীরে শান্ত পা ফেলে বাড়িমুখো যেতে থাকে সে।

এরপর থেকে বিলাদী ও তার মেয়ে বন্ধনি প্রতিদিনই ভাওনাথের বাড়িতে আসে। আসা যাওয়ার সময় অসময় নেই ওদের। বাড়ির লোকের মতই চলাফেলা করে অবাধে। বাড়িতে লাউটে কুমডোটা শাকপাতা যাই হোক্ না কেন ওদের না দিয়ে খেত না ওরা। রুকমিনের সঙ্গেই কাজে যেত বন্ধনি। এতে স্থই পরিবারের মধ্যে বেশ একটা অন্তরক্ষতা জমে ওঠে।

বিলাসী জেল থেকে খালাস পেয়ে আসার পর কয়েকদিন আর কোন নিলাবাদ কিছু শুনতে পায়নি কেউ। কোন চিলও পড়েনি ভাওনাথের বাড়িতে। ছই একটা জোয়ান ছোকরা যাভায়াত করে বিলাসীর কাছে। অনেক সাধুরুলি আওড়ায়। এখন আর ভাওনাথকে দোষে না ভারা। পরস্পর পরস্পরকে স্থযোগ রুঝে থিলাসীর কাছে অনেক গালিমল দেয়। বিলাসী মেয়েলোক হলে কি হবে পুরুষের চেয়েও শক্ত সে। কারো কথাতেই ভার মন ভেজেনা। মন দিয়ে সবার কথাই শোনে, নিজের মনে হাসে, মজা দেখে।

এর মধ্যে আবার একটা রব ওঠে বাগানে। বন্ধনিকে নাকি বিয়ে করবে ভাওনাথ। স্থানী ও শুনতে পেয়েছে। সে খুলি হয়নি এতে। বিলাসীকে ডেকে বলে—তুমি বাছা আর ভোমার মেয়েকে পাঠিওনা আমাদের বাড়িতে। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে, এ-সব ভাল লাগেনা।

বিলাগীর মুখখানা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মুহুর্তে। সে বললো, ব্যাপার তো সবই সুঝতে পারছ তুমি। ভোমার ছেলে ও খারাপ নয়, আমার মেয়েও না। বলে, বলুক। ওদেরই মুখ ব্যথা হবে শেবে। ভারপর তুমি যা বলছ, বন্ধনিকে যদি ভোমার বাড়ি আসা বন্ধ করি ভাহলে সকলেই বলবে ছোড়াগুলো যা বলে ভা ঠিক বটে।

রুকমিন ও ছিল সেখানে। সে বলে, বলুক না ছোড়াগুলো যা ইচ্ছে হয় ভাদের। এতে ঘাবড়াবার কি আছে? আর ভাওনাথের সঙ্গে ভো বন্ধনির দেখাই হয় না একরকম।

ভাওনাথ মাঝে মাঝে বিব্ৰভ হয়ে পড়ভো এ-জক্স। স্থুণা হতো ঐ লোকগুলোর ওপর! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতো আর কারো षण কোন কিছু করতে যাবে না। কি দরকার তার, নিজের খেয়ে বনের মোষ ভাড়াবার ? নিজের মনে কাজ করবে, বাপ মা विष्ठे भिरम निरम श्रुट्य पिन काठारित। यमन जात जात मजूदता করে। পরক্ষণেই মনে পড়ে, সৎকাজে তো বাধা বিপত্তি থাকবেই, এতে পিছ্পা হলে চলবে না। রাতের অন্ধকারেই ফুল ফোটে। ভারপর দিন আসে ফুল হাসে। এই কথা কটিই সেদিন তাকে বলেছিলেন নিরঞ্জনবারু। অমুকুল আবহাওয়ার জন্ম কাজের চাপ ছিল ভাই প্রায় বিশ একুশ দিন হয় দেখা হয়নি ভার সলে। হঠাৎ দেখা হয় বড় সড়কে সেদিন। নিরঞ্জনবাবু বাজারে যাচ্ছিলেন আর ভাওনাথ বরে ফিরছিল জঙ্গল থেকে কিছু লক্ডি সংগ্রহ করে। ভখন অন্ধকার হয় হয় প্রায়। একটা ধুসর ছায়ার আন্তরণ পাতা ष्टरप्रदह गर्वतः। किष्टुक्रण जारगरे मारेटनत शोगाना शक निया কিরেছে ধরে। গরুর খুরে উড়ানো ধুলো তথনো রাস্তাটাকে অন্ধকার করে আছে। তবু কাছের লোক চেনা যায়। ভাওনাথ তার মাধার ওপরের বোঝা বাঁ হাতে ধরে ভান হাতটা কপালে ছুঁইয়ে সেলাম করে নিরঞ্জনবাবুকে। অনেকদিন পর দেখা হওয়াতে কেমন বেন একটু অপ্রভিভ হয়ে পড়ে সে। অপরাধী মনে করে নিজেকে। প্রথমে সেলাম ছাড়া আর কোন বাক্যকরণ হয়নি ভার।

ছিলি জানি, ভাই দেখা করতে পারিসনি এভদিন? ভাওনাখের জবাবের জন্তু অপেক্ষা না করে জিগ্যেস করেন আবার—হাঁরে, এসব কি শুনছি ভোর নামে? বিলাসীর মেয়েটাকে নিয়ে? এই কথাগুলো এমন অভকিত ভাবে বললেন ভিনি যেন একটুক্ষণ আগেও এ-কথা মনে ছিল না ভাঁর।

ভাওনাথ নির্বাক ছিল। শুধু একটা দ্লান হাসির ঝলক খেলে যায় তার চোখেমুখে। নিরঞ্জনবারু তার দিকে চেয়েছিলেন তখনো। তার চোখমুখের হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। অলক্ষণ বাদে বললেন, এসব কথা বিশ্বাস করেনি কেউ, যাবড়াসনে এ-ছক্ষ্য। ভাল কাজে বাধা হবেই। একদিন শুনতে পাবি যে কাটাকাটি মারামারি করে মরেছে ওরা।

কয়েকদিন পরের কথা। তথন রোজ রাতে 'রামলীলা' গান হয় বাজারে। ছাপড়া জেলা থেকে এসেছে এই রামলীলার দল। প্রায় একমাস আগে একবার এসেছিল এরা কিন্তু বাগান পাভিত্তে ভরে উঠেছিল তথন তাই অমুমতি পায়নি ম্যানেজারের। তিনি বলেছিলেন, এখন পাতির মর উম পড়েছে, পাতি কমলে পরে এসো। এ-সময়ে ভোমাদের রামলীলা গান হলে মজুররা রাভ জেগে অসুখ করবে। কাজে যেতে পারবে না ওরা আর পাতির ভাঁটাও শক্ত হয়ে যাবে। এখন পাতি কমেছে ভাই ভারা এসে গান শুরু করেছে। গান একবার আরম্ভ হলে কমসে কম পনরদিন চলে তা। পালা গান। রামের বিয়ে, বনবাস, রাবণের সীভাহরণ, রামচন্দ্রের সীভাউদ্ধার ইত্যাদি পালা। সদ্ধ্যা উতীর্ণ ना इटडिरे जात्नाम जात्नामम इटम ७८५ वाजान । भूषन वाटज খোল করভাল মুদাজ হারমনিয়ামের। মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সবাই মিলে রামলীলার আসরে যায় মজুররা। সকলেই যে গানের जामदा याग्र ७१७ नय। जनकशाला (जाग्रान (है।ए।हैं हि এই चूर्यार्श बार्ड्फकरल, वाशान व्यथवा नत्रमश्रामारमत्र माठामा किया ভেডালার আনাচে কানাচে গিয়ে ভাদের গোপন কাম সমাধা করে।

ছাউরু লাইনটা একেবরে বাগানের পশ্চিম প্রান্তে। সেধান

থেকে বাজারে আগতে বাগানের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটে নির্জন পথ পেরিয়ে গুদোম, পরে গুদোমধোড়া ভারপর বাজার। অক্যাশ্য লাইনের লোকগুলোর তুলনায় এদের কাছেই সবচেয়ে দুরে বাজার। গুদোমধোড়াটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বাজারে। এই লাইনটাকে ছ'ভাগে ভাগ করে গিয়েছে একটা সড়ক। এর ছধারেই বস্তি। ভবে এই রাস্তা দিয়ে বাজারে যেতে ঠিক বাজারের নিকটের খানিকটা পথের ডানদিকে বাঁশ বন। বস্তি নেই সেখানে।

এতোয়া থাকে জউরু লাইনে আর গুদোমধোড়াতে ভাদোয়া।
বিলাসী ও ভাওনাথের বরও গুদোমধোড়াতে। তবে ভাদোয়ার
বর প্রায় বাজারের কাছে, বাঁশবনের উল্টো দিকে আর বিলাসী
ও ভাওনাথের ধর গুদোমের অনেকটা কাছাকাছি। আর আর
সকলের মত এতোয়া ও ভাদোয়া রামলীলা গান শুনতে যায়
প্রতিদিন। সীতাউদ্ধার পালা হচ্ছে। চারদিন হয়ে গেছে।
পুর জমে উঠেছে গান। গুদোমে, পাতি ফাড়ুয়ার মেলাতে
রাস্থাবাটে সর্বত্রই সকলের মুখে ঐ এক গুলুন। অনেক ছেলেমেয়ে
এর মধ্যে গানের ত্ব'একটা কলির স্থর ভাজতে শুরু করেছে। আবার
অনেকে হয়ুমানের অঙ্গভঙ্গি নকল করে মহড়া দেয়।

পাঁচদিনের দিন একটা অপ্রভ্যাশিত ঘটনা ঘটে। রামলীলার আসর লোকে গমগম করছে তথন। অনেকক্ষণ ধুমল বেজে একটু থেমেছে এইমাত্র। গানের স্টেজে ফিসফিস ফুসফাস শোনা যাছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাদের অঙ্গসাজ নিয়ে ব্যস্ত। এর মধ্যে হঠাৎ একটা হৈটে হটুগোলের আওয়াজ শোনা যায়। শব্দটা আগে গুলোমের দিক থেকে। অনেকে ভাবে, আগুন লেগেছে কি জানি। তাই গুলোমমুখো দোঁড় দেয় তারা। ভাওনাথও ওদের সজে যায়। এরপর সকলেই রাস্তায় এসে দেখতে পায় লাইনে কোথাও কোন আগুনের চিহ্ন নেই কিন্তু বাঁশবনের রাস্তাটাতে লোক থৈ থৈ করছে। প্রত্যেকের মুখে ঐ এক কথা, কা ভেলেক? লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে কোনরক্ষমে ভেতরে ঢোকে ভাওনাথ। এতোয়া আর ভাদোয়ার মধ্যে হন্দযুদ্ধ চলছে তথনা। বে লোকগুলো বাঁধা দিছে ওদের, তাদের ঠেলে ফেলে হাত মুঠিয়ে

यूक कूलिएम উভয়ে উভয়ের मन्यूथान হয়ে या হয় একটা किছু হেন্তনেন্ত করার জন্ম বদ্ধপরিকরভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ভাওনাথ শুনতে পায় ভাবোয়া জনভাকে শুনিয়ে ৰলছে; माना, वनमारम्य व्यादः। बढेक नाइन (थरक এरमह्ह वहनीरक জোর করে সিঁছর লাগাবার জন্মে। শালা চোর, সুকিয়ে ছিল এই বাঁশবনে। এতোয়া জোর গলায় উত্তর দেয়, ভোয় ভো ভাকু আহে। ভাওনাথকা ভেরামে চিল ছোড়নেখলা। তুই জো ফল্দি এঁটেছিলি ভাওনাথকে মারার জন্মে। ফুগলিয়েও ছিলি সেজ্ব্য। এরপরও পরস্পরে অনেক কথা কাটাকাটি করে তারা। ভাওনাথ কেমন যেন ভাবাবেশে ছিল তর্থন তাই শেষের কথাগুলো কানে পৌছেনি তার। খুব কু হয়েছিল ভাওনাথ একথা সভ্য। কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। কারণ বাগানের এতগুলো বুড়োগুড়ো, মেয়েপুরুষ জানতে পেরেছে ঘটনাটা। আর তার নামে যে সমস্ত অপবাদ শুনেছে তারা তা সমস্তই মিধ্যা একথা প্রমাণ হয়ে গেল এখানে। আজ রাত্রেই বাগানের বেশিরভাগ লোক জানতে পারবে রামলীলার আগরে আর বাকি লোকগুলো জানবে কাল সকালে মেলাতে। এবারে ভাওনাথের নজর পড়ে বাঁশবনের দিকে। সে দেখতে পায় বাঁশবনের কভকটা অংশ ওদের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আরো একটু এগিয়ে যায় এতোয়া আর ভাদোয়ার দিকে। দেখতে পায়, ওদের দেহের অনেক জায়গা কভবিক্ষত। অল্ল রক্তক্ষরণও হচ্ছে তা দিয়ে। কি জানি বাঁশের গিঁটে, কঞিতে অথবা নথের খামচাখামচিতে এমন হয়েছে। এসব দেখে ভনে কারো বুঝতে দেরি হয় না যে ওরা উভয়েই বন্ধনীর প্রার্থী এবং ছু'জনেই বাঁশবনে এসেছিল একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেখান থেকে বন্ধনীর গতিবিধি লক্ষ্য করবে আর স্থবিধা মত তাকে নিয়ে গিয়ে জোর জবরদন্তি সিঁতুর লাগিয়ে দেবে। কিন্তু জললে এসে ইচ্ছারের मटक प्रिथा रुद्य উভয়ের देशी প্রবলতর হয়ে ওঠে। कथा काहाकाहि. বচসা থেকে শেষে মারামারি লাঠালাঠিতে রূপায়িত হয় ভা। ছু'জনের হাতেই তথনো একটা করে বাঁশের কঞি। আরো এগিয়ে গিয়ে ছ্ছানেরই হাতের কঞ্চি কেড়ে নেয় ভাওনার্থ। তারপর ওদের সম্বোধন করে বলে, গু'তে বাড়ি মারিস নে আর, কারো কিছু হবে না এতে ভোদেরই গায়ে এসে লাগবে তা।

ভাওনাথকে দেখে উভয়েই যেন কিছু বলতে চায় তাকে। ভাওনাথ বলে, তোকের বাদ পিছেড়ি শুনবো মুই। আজ ছোড় দে। সে বুঝতে পারে তাদের কি কথা। একে অপরকে দোষারোপ করে ভাল মানুষ সাজতে চায়।

এরপর জনতা যে যার মত চলে যার। আবার রামলীলার প্যাত্তেল ভরতি হয় লোকজনে। ঢাক ঢোল, খঞ্জনির ঢপ্ঢপ্ ঝানঝান শব্দ হতে থাকে।

ভাওনাথ থার গানের আগরে যায়নি। সোজা বাজির রাস্তা ধরে সে। মনটা অনেকদিন বাদে আবার খুশির চেউয়ে নেচে উঠছে বারেবারে, বুকটা ফীত হয়ে উঠছে গৌরবে। আজ সভ্যিই সে অফুভব করে ভাল কাজের গোড়াতে হু:খ, শেষে স্থুখ। মন আরো সভেজ ও দৃঢ় হয়, বাছতে অপরিমেয় শক্তি পায়। এক্ষুণি বাড়িতে গিয়ে রুকমিন ও স্থুখনীকে বলতে হবে এসব কথা। সমস্ত সংশয়, ভয় ও ঘন্দের অবসান হবে তাদের। শান্তি পাবে মনে। ওরা যে বাড়িতেই আছে সেকথা ভাওনাথ জানে। স্থুকুরমণি ঠিক সক্ষোটায় পরপর কয়েকটা হাঁচি দেয় তাই অসুখের ভয়ে গান শুনতে যাবে না স্থির করে রুকমিন।

ভাওনাথ বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় বিলাসী, বন্ধনী, সুখনী, ক্লকমিন ও লেংড়া খুব হাসাহাসি করছে আঙিনায় দাঁড়িয়ে। সুখবরটা আর দিতে হয়নি তাকে। বিলাসী ও বন্ধনী এসে আগেই দিয়েছে সংবাদটা। হলাহলি জনে ভাওনাথের খোঁজে বেরিয়েছিল সুখনী ও ক্লকমিন। তাদের ধারনা হয়েছিল হয়ত এতোয়া ভাদোয়ারা ভাওনাথকেই মারপিঠ করছে। বিলাসী ও বন্ধনীও ভেবেছিল তাই। ঠিক সেই সময়ে গানের আসরে যাওয়ার জন্ত বড় সড়কের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে তারা। কি কথা হছে শোনার জন্ত কান খাঁড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। এরমধ্যে গোলমাল থেমে যায়। রাস্তা দিয়ে ধরে ফিরছে ভুটকা, তার

কাছে সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরে খবরটা স্থখনী ও রুকমিনকে দেওয়ার জন্ম সোজা ওদের বাড়িতে আসে।

বিলাসী হাসতে হাসতে স্থানীকে বলে, মুই তো তোকার কহো, ডরাইক নি পড়ি!

অমুকুল আবহাওয়ার জন্ম বাগানের সকলের পক্ষেই এবছরটা ভালভাবে কাটে। অনেক ছ:খ ছুদশা, বিপর্যয় বিবর্তনের মধ্যেও দিন মজুরগুলো স্থ্র স্বাচ্ছলের মুখ দেখতে পায়। অনেকের व्यत्नक व्यपूर्व व्यक्तिमार पूर्व হয়। किनाकाठी, भूष्काभार्वन, বিয়েপা বেশ জামজমক ভাবেই হয়। পুরোহিতদের মুখে হাসি কুটেছে, দোকানদারও বেশ ছ'পয়সা করে নিয়েছে। দোকানের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। গিরিধারীলালের দোকান আরো বড় হয়েছে। আগে তাকিয়া ছিল না ফরাসে। সম্প্রতি তাকিয়া বানিমেছে। কাঠের বাক্সের পরিবর্তে গদরেজ সিন্দুকের আমদানি করেছে। আজকাল তাকে সেই গদরেজ সিম্পুকের সঙ্গে তাকিয়াটা ঠেস দিয়ে আঁটোসাটোভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। আংগের মত বড় একটা নড়াচড়া করে না। ভুঁড়িটাও দশমাসে পোয়াতীর মত ক্ষীত হয়েছে। আজকাল ওখান থেকেই শকুনির চোখ মেলে নজর রাখে সবদিকে। গদিঅলা কালোয়ারের চটফটানি বেড়েছে। মদের পিঁপে আসছে প্রতিদিন। আগে একটা জলের জাসা ছিল **এখ**न जिनित श्राहि ।

গোমড়ামুখো মঙ্কের মুখেও অকুরন্ত হাসি। চা হয়েছে প্রনেক।
প্রতিদিনই কমিশনের অন্ধ কষেন তিনি। যেদিন যে বিক্রীর
হিসাব আসে সঙ্গে পিনাকবাবুকে অন্ধ কষে হিসাব করে
এভারেত্ব বার করে বলতে হয় তাকে। যে চা তথনো বিক্রী
হয়নি সেটারও এভারেত্ব রেটের ওপর অন্ধ কষে বলতে হয়।
বাগানের খরচপত্তরের হিসাব বাগানেই আছে। ম্যানেজিং এজেন্সীর
অফিস ও বিলেতের অফিসের খরচ গত পাঁচ বছরের খরচের ওপর
একটা গড়পড়তা কষে নিয়ে বাগানের খরচের সঙ্গে যোগ দিয়ে
মোট খরচের একটা হিসাব বার করেন। ভারপর সমস্ত চা বিক্রীর
অমা অভ্যের থেকে খরচের ঐ অন্ধটা বাদ দিয়ে লাভের অন্ধ ঠিক

করেন। বাবুদের মুখেও হাসি। সাহেব যখন এভ খুনি ভখন নিশ্চয়ই ছ'এক টাকা মাইনে বাড়বে ভাদের। মজুরদের সে-সব বালাই নেই। দিনগভ পাপক্ষয়। ভারা ভাবে, আসছে বছরের কথা। ভাদের হিসাবপত্তর ভো চুকে গেছে বছর শেষ হওয়ার সজে সজে।

বিলেত ও কলকাতা থেকে হোমরাচোমরা সাহেবরা এলেন। কাম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা এলেন, প্লান তৈরি করলেন মেসিনপওরের। বাগানে যে মেসিনপত্তর আছে তা বাগানের প্রয়োজন অন্থপাতে নগণ্য। আরো মেসিনপত্তরের দরকার। মার্শাল, বিট্রোনিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরক্রো কোম্পানীর জনেক ইঞ্জিনিয়ার এসে গুদোম মাপ্রোপ করেন।

কিছুদিন বাদেই মেসিনপত্তর আসতে শুরু হয়। কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়াররা এসে বসাচ্ছেন সেগুলো। ভাঙাচুরো গড়ার হৈচৈ চলছে গুদোমে। চূণ বালি শুরকি, সিমেণ্ট লোহলকড়ের খেলা হচ্ছে। এতো দিনের কথা, এরপর সন্ধ্যা হলেই বাংলোতে হাসির তুবড়ি কোটে আর সেই সঙ্গে বাভাসে ভেসে আসে কাচের জিনিসপত্তরের টুং টুং ঠুং ঠুং শন্দ, পিয়ানোর একটানা বাজনা আর একরকম উপ্র গন্ধ। এ-সব চলে অনেক রাভ পর্যন্ত। কখন যে শেষ হয় সে-খবর রাখে না কেউ কারণ এর অনেক আগেই সুমিয়ে পড়ে ভারা। স্বপ্ন দেখে—রক্তচক্ষ্ক, কানে শোনে ভারমেই, গালিগালাজ। ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। এই পালা শেষ না হতেই গুদোমের সিটি বেজে ওঠে। লাইনের জলের কলের কালেচেণ্ড রাভের সেই স্বপ্ন জাগে আবার।

এই সময়ে ভাওনাথ ও রুকমিনের বিয়ে হয়। ধুব ঘটা করে।
বাপমায়ের একমাত্র সন্তান আর এই ভাদের একমাত্র সর্বশেষ
কাজ ভাই বিয়েতে খরচপত্তরের কোন কাপণা করেনি ভারা।
ভিনটি খাসি মারে, বিশ ঘইলা হাঁড়িয়া আনে। জাভভাই বন্ধুবাছব
ও আনীয়ন্ত্রজন সকলকেই পেট পুরে খাওয়ায়। সারা লাইনটা

উন্নাসে, উচ্ছাসে মেতে ওঠে। এ-লাইন সে-লাইন থেকে গুচ্ছের বয়স্থা কুমারী ছুড়িগুলোকে নিয়ে এসে ডিনদিন ধরে সার বেঁধে কী নাচগানই না করে বন্ধনী। রুকমিনের দেওয়া মাদলটার সন্থ্যবহার হয় এবারে। প্রেমপ্রকাশের অন্থরোধে মাদল বাজাতে হয়েছিল ভাওনাথকে। প্রথমটায় কেমন একটু বাঁধো বাঁধো লেগেছিল ভার, নিজের বিয়েতে নিজে বাজানো কি ঠিক হবে? রুকমিনকে নাচতে হয়েছিল সেই সঙ্গে। বন্ধনী জোর করে টেনে নামিয়েছিল ভাকে। সারা উঠোনটাতে ত্রিপল ও গাছের ভালপালা পাভাপুতি দিয়ে আচ্ছাদন তৈরি করেছিল লেংজা। প্যাণ্ডেলটাকে নানাপ্রকার কুল ও পাভার সমারোহে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। এ আয়োজনটাও করেছিল বন্ধনী।

নিরঞ্জনবারু খুব ভালবাসেন ভাওনাথকে তাই তাঁর জন্ম খানিকটে মাংস, কিছু চাল ডাল তরকারী ও মিষ্টি নিজে গিয়েই দিয়ে আসে তাঁকে। ভাওনাথের ইচ্ছা ছিলনা, হাঁড়িয়ার আয়োজন করা হয় বিয়েতে কিন্তু বাপ মা, আদ্মীয় স্বজন আর রুকমিনের অন্তরোধে বাধা দিতে পারেনি ভাতে। আর সভিয়, ভাদের সমাজে হাঁড়িয়া, গোস না খাওয়ালে খাওয়ানোতে কোন নামডাক তো হয়ই না বরং নিশা অনিবার্য। একমাত্র ছেলের বিয়ে, এ অপবাদ বরদান্ত করতে পারবে না ভারা।

হাঁড়িয়ার আয়োজন হলেও ভাওনাথ নিজে খেতে নারাজ। কিন্তু শেষ পর্যস্ত বন্ধুবান্ধবের পিড়াপিড়িতে খেতে হয় তাকে। তারা বলেছিল তোয় তানি না খাবে তো হামিলোক না খাবু।

 মশলাপাতি কিনতে হবে তাকে। বিলাসী নেয়নি, তলেইন, পরে একসঙ্গে নেব সব দাম। ওরা মনে করেছিল ওদের নিকট থেকে হয়ত কোন লাভ খাবেনা বিলাসী ভাই আগাম টাকা নেয়নি কিন্তু বিয়েপা হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধারণা বদলে যায়। বিয়ে হয়ে গেছে পাঁচদিন অপচ টাকার কপা মুখেও আনেনা বিলাসী। সুখনী একদিন জিগ্যেস করে—তোকের হাঁড়িয়াকা দাম কেতনা দিদি ?

একটু হেসেছিল বিলাসী। অল্প কণ চুপ থেকে কি একটু ভেবে নিয়ে বললো—ভাওনাথ মার পুত লাগে। ওর বিয়ের হাঁড়িয়াটা না হয় আমিই দিলাম, কিছু মনে করোনা এতে।

ভাওনাথেরা খুশি হতে পারেনি এ কথায়। লেংড়াও অনুরোধ করেছিল কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি বিলাসী।

ভাওনাথের কথাটা শেষ পর্যন্ত রেখেছিল বিলাসী। ভাওনাথ বলেছিল—আচ্ছা, হাঁড়িয়ার দাম না হয় না নিলে কিন্তু কথা দেও আর এ-ব্যবসা করবে না।

विलामी উত্তরে বলে, ঠিক আহে, আউর না বানারু।

সভিা, এরপর আর কোনদিন হাঁড়িয়া কি দারুর বাবসা করেনি বিলাসী। কারো অমুরোধ রাখেনি। এতে অনেকে অনেক কথা শুনিয়েছে তাকে। এমন কি ছু'চারটে কুকথাও বলেছে।

এরপর নিরিবিলি নির্মায়াটে কাটে ছয় মাস। জৈছের শেষে হঠাৎ পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে ঝড় আসে একদিন। অজল্ম গাছপালা ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে মড়মড় শব্দ করে। উত্তরের সমস্ত পাহাড়টা নেমে এসে বুকের ওপর চেপে বসে। আকাশটাও নেমে এসেছে মাটিতে। আজও ভাওনাথের চোখের সামনে সেই ছবি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। এ কী সেই শব্দ, সমস্ত পাঁজরটা ভেঙে বেরিয়ে আসে হৃদপিওটা। সারা বাগানটা তছনছ হয়ে যায় বিশ পাঁচিশ মিনিটের মধ্যে। বাগানের চেহারা বদলে গেছে। রাস্তা ঘাট ঘরবাড়ি লডাপাতা ভালপালা আর আবর্জনায় ভরতি। একটা নিতক বিবর কালছায়া সারা বাগানটার ওপরে মৃত্য করছে। স্বপ্লেতেই শুরু অমুশুব করা যায় সেইরপ, বাস্তবে চোখ ঝাপসা হয়ে বায় । দিগ্র

দিগন্তে কেবল কারার রোল আর বেদনার্দ্র হাদয়ের মর্মান্তিক হা-হুডাশ।

কলমকরা চা গাছগুলোতে সবেমাত্র নতুন ডালপাতা গজিয়েছিল তা সব ভেঙে গেছে শিরীষ খাঁকড় গাছের বড় বড় ডাল পড়ে। একটি পাতা ও নেই কোন গাছে। শুধু একটা কন্ধাল যেন উর্ধ্ব মুখী হয়ে হা-ছভাশ নিবেদন করছে কার কাছে।

পরদিন সকাল থেকেই বাগানের সমস্ত সেয়ে পুরুষ মজুর লেগে যায় সেই সব আবর্জনা পরিক্ষার করতে। মজুরদের ঘর তৈরি করার কথা অপ্রের মতই অন্ধকারে পড়ে রইলো। ম্যানেজার বললেন, ও সব পরের কথা, আগে বাগান থাকলে তো থাকা খাওয়া। সমস্ত বাগানের জ্ঞাল ছাপ করতে ছ'হপ্তা লাগে। এই আবর্জনা পরিস্কার করতে অনেকের হাড়গোড় হাত পা ভাঙে। বাগানের ভেতরকার জল নিক্ষাশনের পাঁচ ছয় ফুট গভীর আর তিন ফুট চওড়া নালাগুলো ডালপাতা পাতাপুতিতে ভরতি থাকায় কোথায় যে নালা তা অনুমান করতে না পেরে এই ছর্দশা হয় তাদের। তরু মাজা বুক পিঠ কোঁচিয়ে কোঁচিয়ে কাজ করতে হয়। তা না হলে খাবে কি? পেটের কুধা মাজা বুক পিঠের ব্যথার চেয়ে অনেক বড়। বুড়োরা হয়ত ছ'দিন উপোস দিতে পারে কিন্তু কাচ্চাবাচ্চা-গুলোর কথা মনে হতেই চোখে জল আসে তাদের।

বাগান পরিষ্ণার করার পর মজুরদের ঘর তৈরির পালা শুরু হয়।
একটা খড়ও নেই ওরুধ করতে। ম্যানেজার কেঁকু ঠিকাদারকে
হকুম দেন, ঝড়েভাঙা ধরগুলোর খড়কুটো কুড়িয়ে নেও আর গাছের
লভাপাতা ডালপালা দিয়ে ঘর খাঁড়া কর কোনমতে। ঘরগুলো
খাঁড়া হলো বটে কিন্তু অনাগত ছ:খকটের কথা স্মরণ হতেই মনটা
বিবিয়ে ওঠে তাদের। ক'দিন বাদেই ভো রটি স্থুরু হবে, পাহাড়ী
রটি, ওরা কি করবে তখন ? এ ছাড়া ঝড় ও শিলের ভয় ও আছে।
এই পাভাপুতি পঁচাছেঁড়া কুঁটো কাটা কি কোপ সহু করতে পারবে
ভাদের ? উপায় নেই, নিজেরাই জঙ্গলে গিয়ে গাছের বাকল নিয়ে
আসে, সেগুলো থেকে আঁশ বার করে তা দিয়ে আরো গিঁটগাট দিয়ে
একটু শুকুসামর্থ করে নেয় ঘরগুলো। অনেকে সাহেব বারুর কাছে

ধরনা দিয়েছিল একটু রশি কি এক টুক্রো বাঁশের জন্ম কিন্তু পায়নি।
জঙ্গল থেকে এই গাছের বাকল সংগ্রহ করতে ছু'একজন মঞ্পুরকে
বেশ নাস্তানাবুদ হতে হয় ফরেষ্ট গার্ডের হাতে। এজন্ম শেষ পর্যন্ত
তার হাতে ছু'একটা টাকা গুজে দিয়ে তবে নিস্তার পায়। গোবর
মাটি দিয়ে খড় পাতাপুতির দেওয়ালগুলো ঠিক করে নেয়। নতুবা
লাইনের গরুবাছুরগুলো ঐ খড় পাতাপুতি খেয়ে নষ্ট করে দেবে
দেওয়ালটা। আর এই গোবর সংগ্রহ করাতেও যথেষ্ট বিপদ।
ম্যানেজার সাহেবের কড়া হকুম লাইনের রাস্তাধাটের গোবর নিতে
পারবে না কেউ। কারণ এই গোবর সংগ্রহ করার জন্ম কোলানী
থেকে লোক আছে, তারা এই গোবর নিয়ে নিয়ে চা গাছের গোড়াতে
গোড়াতে ছিটিয়ে দেয় জমিটা সারালো করার জন্মে। তাই সন্ধ্যের
পরে চুপিচাপে এই গোবর জোগাড় করতে হয় তাদের, কেউ যেন
দেখতে না পায়।

বাগানের ভেতরের আবর্জনা পরিষ্কার ও ঘর তৈরির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হয় ঝড়েভাঙা শিরীষ খাঁকড় গাছের অসমান ভালপালাগুলো সমান করে কাটা আর যেটা গোড়াভেই ভেঙে গেছে তার মূল উপড়িয়ে ফেলা। কলমকরার মত করে কাটলে শিগগির করে বৃষ্টি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর গোড়া দিয়ে নতুন ডাল গজাবে আবার দেখতেও স্থানর হবে। মুকী, চাপরাসীরা বেছে বেছে লোক ঠিক করে একাজের জন্ম কারণ এই কাজে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। এছাড়া এই সঙ্গে এই লোকগুলো সবল ও বলিষ্ঠ হওয়া চাই এবং ভাল গাছেচড়া জ্বানা পাকাও দরকার। লেংড়ার দেহ স্থপুষ্ট ও দৃঢ় এবং গাছে চড়তে পারে ভালো ভাই ঐ-কাজে লাগতে হয় তাকে। তিনদিন কাজ হওয়ার পর সমস্ত বাগানের ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড আগুনে বাভাস বয়। সমস্ত মঞ্বরাই ভীত, সম্রন্ত। গাছে চড়ে ডালপালা কাটতে আর রাজী নয় কেউ। এর কারণ লেংড়া একটা সাদা শিরীষগাছের ভাল কাটতে কাটতে মাটিতে পড়ে যায় হঠাও। সাদা শিরীষের ভালাপালা কালো শিরীষ ও খাঁকড়ের চেয়ে নরম। লেংড়া লক্ষ্য করতে পারেনি আগে যে ভালটা কাটছে সে ভার গোড়াটা পোকা

ধাওয়। ডালটা তার ভার বহন করতে পারেনি, ফলে গাছ থেকে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর। এমনভাবে পড়ে যে সমস্ত চোটটা লাগে মাথায় ও বুকে। রক্তক্ষরণ হয় মুখ দিয়ে। সেই রক্তক্ষরণ আর বন্ধ হয়নি। ভিনদিনের মাথায় সব শেষ হয়। য়তুরর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত মুতুর সক্তে কী আপ্রাণ লড়েছিল লেংড়া সে-কখা ভাবতে পারেনা ভাওনাথ। হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল য়তুরকে। য়ুদ্দ পেশীবহুল দেহটা প্রতিক্ষণই অস্বীকার করে বারবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় কিন্ত মৃতুর সাপের পাঁরচের মত তার সারা দেহটাকে এমনিন্তাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে সেই বন্ধন শিথিল করা তার পক্ষে নিজান্ত অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেই ছবি আজও ভাওনাথের চোখের ওপর ভাসে।

লেংড়ার অস্থাধের কয়দিন বিলাসী ও বন্ধনী তাদের দরদমাধা মন দিয়ে সেবাযত্ন করে তাকে। স্থানী ও রুকমিন তো বুদ্ধিস্থদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। মুখে কোন শব্দ ছিল না তাদের। বিলাসী গারো লাইন থেকে বিফইয়া ওঝাকে এনে ঝাঁড়াপোছা করে, বড় সড়কের তেমাথায় পুজো দেয় সদ্ধ্যেবেলায়। একটা গাই ছিল বিলাসীর। ত্থাস আগে বাচ্চা দিয়েছিল গরুটি। তার সমস্ত তথ্য লেংড়ার জ্বা দিত সে।

এরপর শ্রান্ধের সময়েও যে উপকার করে বিলাসী তা মনে হতেই ভাওনাথের মাথা সুয়ে পড়ে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়। যে টাকা কামিয়েছিল তারা সে-সমস্তই বিয়েতে থরচ হয়ে গেছে। তারপর ফু'চারটাকা যা উঘৃত্ত ছিল তা ঘরবাড়ি ঠিকঠাক করতে লেগে যায়। খুব ভাবনায় পড়েছিল ভাওনাথ, কি দিয়ে কি যে করবে সে! ভেবেছিল, নিরঞ্জনবাবুর কাছে গিয়ে হাত পাতবে আবার। এ-ছাড়া আর দিতীয় উপায় নেই তার। কারণ সাহেবের যে নেকনজ্বর তার ওপর! কিছু শেষ পর্যন্ত বিলাসী কোথাও টাকা ধার করতে যেতে দেয়নি তাকে। বিলাসীই বিশটি টাকা দেয় এবং তাই দিয়েই কয় ঘইলা হাঁড়িয়া আর কিছু মাংস কিনে জাতভাইদের খাইয়ে পিতৃদায় থেকে উদ্ধার পায়।

ভাওনাথের আদে ইচ্ছা ছিল না যে কোন কালকর্মে হাঁড়িয়ার ব্যবস্থা করে সে। কিন্তু বাপের কথা ভাবতেই একটা থাকা থায় মনে। দেখতে পায় সেই জীবন্ত লেংড়াকে। সে যেন ভাওনাথের সমস্ত মনোভাব বুঝতে পেরে তু'টো রক্তচক্ষু মেলে চেয়ে আছে ভার দিকে। মুহুর্তের মধ্যে শক্ত পাথরের মত মনটা নরম কাদায় পরিণত হয়। মনে করে জীবন্তের ক্ষমা আছে, মৃত আদ্বার ভা নেই।

এই কুড়ি টাকা যা ধার দিয়েছিল বিলাসী, তা ফেরত চায়নি সে। কিন্ত ভাওনাথ মানেনি তা। সে বলেছিল, এ-টাকা নিভেই হবে তোমাকে। বাপের কাজে খয়রাতী টাকা কখনো নেব না আমি।

বারবার বিলাসীর এই উদারতার কারণ বুঝতে পারে না রুকমিন।
মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে মনে। একদিন তো ভাওনাথকে বলেই
বসে—দেখ, আমার যেন কেমন সন্দেহ হয় বন্ধনীর মার ওপর।
ওদের সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা না থাকাই ভালো।

ভাওনাথ হেসে উড়িয়ে দিতে চায় রুকমিনের কথা কিন্তু রুকমিন প্রতিবাদ করে।

এর ছয়মাস পরে বন্ধনীর বিয়ে হয় রাইমটাং বাগানের ডমরু
সর্দারের ছেলে চামরুর সঙ্গে। বিলাসী ভালরকম খরচপত্তর করে
বিয়ে দেয় মেয়েকে। তার ইচ্ছা ছিল চামরুকে ধরদামাদ করে
রাখবে কিন্তু ডমরু রাজী হয়নি এতে। প্রথম প্রথম চামরুকে খুব
ভাল লেগেছিল বিলাসীর। বন্ধনীরও। কিন্তু তিনমাস পার না
হতেই স্বরূপ ধরা পড়ে তার! তারা দেখতে পায়, চামরু একটা
বন্ধ মাতাল, কাজকর্ম কিছুই করে না সমস্ত সময়ই হাঁড়িয়ায় চুর
হয়ে থাকে। কথায় কথায় মারধর করে বন্ধনীকে। একদিন
তো নেশার ধারে টাজি দিয়ে কোপ মারে। ভাগিয়ে ভার হাতটা
চেপে ধরতে পেরেছিল বন্ধনী তাই রক্তারক্তিটে কম হয়। তরুও
টাজিটার একদিকের ছুঁচলো আগা লেগে বাঁ হাতটা সামক্ত জবম
হয়। এই ঘটনার পরই ভাকে নিয়ে জাসে বিলাসী, চামকুর

কাছে যেতে দেয়নি আর। ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন মহাকাল। তিনিই ছইমাস পরে একদিন ডেকে নেন বন্ধনীকে। বন্ধনী মারা যায় দশদিনের জ্বরে।

বন্ধনী মারা যাওয়ার পর বিলাসীর ওপর খুব দরদ হয় রুকমিনের।

অনেক সান্ধনা দেয়, তথ্য কথা শোনায় তাকে। যখনই সময়
পায় তার কাছে গিয়ে কাজকর্মে সাহায্য করে, চুলে তেল দিয়ে,

নিজের চুল থেকে কাঠের কাঁকুই তুলে নিয়ে তার অবহেলিত

এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দেয়। চুলে অনেকদিন তেল চিরুনি
না পড়াতে মাথায় উকুন হয়েছে, খুঁটে খুঁটে মেরে দেয় সেগুলো।

সত্যি কথা বলতে কি এই করে রুকমিন তার মন দিয়ে বিলাসীর
মন নেয়; বন্ধনীর শুক্ত স্থানটির অনেকটা অংশ দখল করে বসে

সো। এই থেকে বিলাসী আর তাকে নাম ধরে ডাকে না, মাইয়া

বলে। রুকমিনও আমা বলে তাকে।

এরমধ্যে ডমরু ও চামরু অনেকবার এসেছে বিলাসীর কাছে। ডমরু বলেছিল, তুমি একা মাসুয় তারপর মেয়েছেলে কি করে থাকবে একা ধরে চামরুকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেই, তোমাকে দেখাশুনা করার জন্ম। এ-প্রস্তাবে ক্রুর সাপিনীর মত কুঁসে ওঠে বিলাসী। বলে, আমার মেয়েকে খেয়েছ, এবারে আমার হাড়মাস খাবে রুঝি? বিলাসী ভালোই জানতো যে এ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তার যা টাকাকড়ি আছে সেটা হাত করতে চায়। সে কিছুতেই পাত্তা দেয়নি তাদের। চামরু তার জন্ম আমিলটনগঞ্জের হাট থেকে একবার একটা শাড়ি কিনেছিল কিছে তা হাতে নেওয়া তো দুরের কথা সেটাকে পা দিয়ে ওঠোনে ধুলোবালির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এরপর চৈত্রের বাতাস বয়। আকাশ আগুনে লাল। অভি
উঁচু গিরিশৃক্তলোতে বরফ জমে নেই আর। সেখান থেকে
বানের মত ছুটে আসছে আগুনের হলকা। শিরীৰ খাঁকড়ের
সবুজ স্টিগুলো ভেলেভাজা বেগুনের মত শুকিয়ে চিমসে মেরে
গেছে। ভাদের বেভাল বাজনা কেবলমাত্র কালবৈশাখীর একটা

সক্ষেত জানাচ্ছে। শেষে গতিয়ই কালবৈশাখার ঝড় আসে একদিন।
বাতাসে বাতাসে বিষ। শুরু হয় বসন্ত, কলেরা। লাইনকে
লাইন উজাড় হয়ে যায় তাতে। অনেক লোক মারা যায়।
স্থানীও। তার স্বৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তটা মনে পড়ে ভাওনাথের।
ফ্যাকাশে রক্তহীন চোখে মুখে একটা নিশ্চিত প্রশান্তির ছাপ।
স্বৃত্যু যেন চেয়েছিল সে আর তাই পেয়েছে। একবারমাত্র চেয়েছিল
তার দিকে। ঠাণ্ডা ঠোঁট ছটো একটুও নড়েনি, কেবলমাত্র চোখ
ছ'টো কি যেন এক ছর্জের ইংগিত করে। উপরের দিকে তাকিয়ে
কি দেখছে সে, যেন কার মিলনপ্রার্থী।

উপর্পরি অনেকগুলো আপদবিপদের সঙ্গে লড়তে লড়তে সন্তিয় মুষড়ে পড়ে ভাওনাথ। পাগলের মত উদাস অলস ভাবে বসে বসে কি ভাবে, শুন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে। অনেক প্রশ্ন জাগে মনে—কেন, কি জন্ত এমন হচ্ছে, কি অক্তায় করেছে সে। লোকের মুখে চিরকাল শুনে আগছে সে যে পুণ্য করে তার ছংখ থাকে না, সদগতি হয় তার আর যে পাপচারী সে স্থবী হতে পারে না জীবনে, তার অধংগতি হয় কিল্ত সে বুঝতে পারে না এ-সব কথার কোন মূল্য আছে কিনা। মাঝে মাঝে মনে করে পাপপুণ্য বলে কোন কিছু নেই জগতে। জ্বগভাটা চলে তার ধারা নিয়ে যেমন নদী চলে, তার মুখে যা পড়বে তাকেই এমনি নাজেহাল হতে হবে।

বিলাসীর ঋণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। তার ঋণ কিছুতেই শুধতে পারবে না সে। সুখনীর অসুখেও অনেক করেছে বিলাসী। যে তের চোদ্দ ঘণ্টা বেঁচেছিল সে, অবিশ্রান্ত সেবা করেছে তার। আর শুধুই কি তাই? প্রান্ধের সময়েও টাকা পরসা, গতর চেলে দিয়ে সাহায্য করেছে। কে এই বিলাসী? পূর্বজন্ম বলে কি কিছু আছে তা হলে? আর তা না হলে এমন দরদী মন দিয়ে দেখবে কেন তাদের? না, এ একটা চোখের ভাললাগা। অনেকে তো অনেক জিনিস ভালবাসে। কুলকে ও। তাহলে কি কুলের সজে কোন সম্বন্ধ ছিল পূর্বজন্ম? না, তা নয়, এটা লোকের স্বভাবসিদ্ধ। ভারা সৌন্ধ ও রূপের পূজারী তাই কুলকে এত ভালবাসে। না,

শুৰু তাও নয়, জগত আছে, পূর্বজন্মও আছে। মানুষ আছে কুল ও আছে, পরস্পরের পরিচয় ও আছে স্টিথেকে। তাহলে বিলাসী পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই একজন পরম আজীয়া ছিল তার। এ বাগানে এসে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয়নি কিছু তবে বিলাসীর কথা মনে হলে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির সলে ওজন করে দেখতে পায় সে যে তার লাভই হয়েছে। এ বাগানে না এসে অক্সত্র গেলে এই লাভ হতো না তার। মৃত্যু, আপদ বিপদ এতো অনিবার্য। কোনদিন কি এর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে কেউ? যেখানেই থাকুক এই বিপদ বিপর্যয় আসতোই তার তাহলে বিলাসীকে এমন নিজের করে পাওয়া নিশ্চয়ই হতো না।

বিলাগী সাম্বনা দেয়, বলে—এটা ঋণ না ছোওয়া। আমিই ঋণী ছিলাম তোর কাছে আর জন্মে।

বাপ মা উভয়ের মৃত্যুতে বড় বেশি ফাঁকা হয়ে গেছে বাড়িটা।
বিড়েল কুকুর এমন কি ধরের একটা জিনিস খোয়া গেলে যখন
বাড়িধর ফাঁকা হয়ে যায় তখন ছটো মাহুষ যাদের সঙ্গে রক্তমাংসের
সম্বন্ধ তাদের অবর্তমানে হবে না কেন ? ধরে একটুও তির্গতে পারেনা
ভাওনাধ।

क्रकियन वर्णिह्न, विनामीरक वाष्ट्रिंख निरंग जामरछ। जवश्र व-श्रेखाव निरंक (थरकरे पिर्मिह्न विनामी किन्छ এरछ ताकी रमनि छाउनाथ। तम वर्णिह्न, जात माम्रा वाष्ट्रिय कांक तनरे क्रकियन। तम छा ममन्छ ममग्रेरे वारेर्द्र वारेर्द्र थारक, क्रकियनत कथा छाववात क्रतम् रमनि छथन। जात कि ममा १ छांछे वक्तिख वक्ते। तमस्मातक निरंगरे जूल थारक तम। বাপমার মুত্যুর পর সমস্ত বিষয়েই কেমন উদাস, নিরাসক্ত হয়ে পড়ে ভাওনাথ। তিন বছর কেটে যায় তবু তার পরিবর্তন নেই। কাজ না করলে চলে না তাই কাজের সময় কাজ করে। কারো সজে কথাবার্তা নেই। বাকি সময় নির্জন রাস্তা দিয়ে একা একা মুরে বেড়ায় উদাসী বিবাগীর মত। কত কি প্রলাপ বকে নিজের মনে। বন্ধুবান্ধবের সজে পথেষাটে দেখা হলে নিজেকে সুকিয়ে চলতে চেটা করে। তারা প্রবোধ দেয়, জগত পরিবর্তনশীল, আজ যা আছে কাল তা নেই তখন তোমার আমার বেলাতেই বা বাতিক্রম হবে কেন তার? সুখ তু:খ এই তুই নিয়েই এই তুনিয়া। এর মালুষ। তুপু মালুষ কেন, প্রতিটী জীব। হাঁ না কিছুই বলেনা ভাওনাথ। এ সমস্তই সে জানে তরু মনটা কিছুতেই মানতে চায়না সেই কঠোর নির্মম নিয়তি, শুনতে ইচ্ছা হয় না এ-সব কথা। এ-সমস্তই অতি পুরনো কথা। কিন্তু যেখানে যতটুকু মালুষের হাত আছে তা করে কই তারা প মানুষই তো মালুষকে নিয়তির হাতে সঁপে দিতে সাহায্য করে।

রুকমিনও অনেক ভাবে বুঝিয়েছে ভাওনাথকে। সে যদি এমনিভাবে থাকে তা হলে রুকমিন বাঁচে কি করে? স্বুকুরমনিকে নিয়ে ভুলে থাকতে বলে।

সভিত্য, রুকমিনের দেহটা অর্দ্ধেক হয়ে গেছে। যৌবনের সেই রূপলাবণ্য নেই, লীলায়িত অঙ্গে আর চেউ খেলে না। অকালেই বার্দ্ধক্য দেখা দিয়েছে, রগের চুলগুলোতে পাক ধরেছে। এ-অস্থ মাঝে মাঝে চিন্তা হয় ভাওনাথের। মনটাকে বাঁধতে চেটা করে। করেও তা। ছ'চারদিন কাজের পর আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। এর মধ্যেই রুকমিনের চেহারা উচ্চ্ছল হয়ে ওঠে আবার। কিন্তু ধরে আর বসে থাকতে পারেনা ভাওনাথ, দম বন্ধ হয়ে আসে তার।

विनात्री প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে আসে। ভাওনাথকে দেখতে

পেলেই বলে, রুকমিন ও স্কুরমণিকে নিয়ে ভুলে থাক্ ছোওয়া। দেখলি ভো, আমি কেমন করে ভুলেছি বন্ধনীকে। বিলাসীর চোখে জল আসে। তা দেখে ভাওনাথ আর চেপে রাখতে পারে না তাকে, তার চোখছটোও ছলছলিয়ে ওঠে জলে।

এরমধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে একদিন। রাভ প্রায় দশটা। একটুক্ষণ বাদেই গুদোমের দশটার ঘণ্টা বাজে। ভাওনাথ তথন নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে ধুরছিল আর অনেক কিছু ভাবছিল। সে জনেছে, অনেকে নাকি মৃত আত্মাকে দেখতে পায়, তাদের সক্ষেক্থা হয় কিন্তু কই সে তো তার বাপমায়ের কথা কত চিন্তা করে তরু তো দেখতে পায় না তাদের। কথাও শুনতে পায় না। এতদিনের মধ্যে স্বপ্নেও দেখেনি কোনদিন। সে আরো জনেছে মৃতব্যক্তি নাকি তার চিন্তা ও হৃদয়র্বত্তি দিয়ে একটা মানসমূতি তৈরি করে তাকে কোন বিশেষ জনমগায় আকাশে বাতাসে ধরে রাখে পুন: পুন: দেখা দেয়, ধুরেফিরে বেড়ায়। তাহলে কি এ-সব মিধ্যা অধবা সদ্গতি হয়েছে তাদের। মনে মনে ক্ষণিকের শান্তি অমুভব করে, একটা অজ্ঞাত আনন্দে মেতে ওঠে সে। শুনতে পায় আশরীরী বাণী, কারা যেন আশীর্বাদ করছে তাকে। এদিক সেদিক তাকায়, দেখতে পায়না কিছুই। মনটা পাগলের মত ছুটতে থাকে দিগু বিদিগ। হঠাৎ একটা হটগোল শুনতে পেয়ে তম্ময়তা কাটে।

গোলমালটা আসছিল বড় সড়ক থেকে। গদিখানা হবে বলে
মনে হয় ভাওনাথের। সে ভাবে, কতকগুলো লোক হয়ত দারু
খেয়ে মাতলামি করছে। আজ বিকেলে তলব পেয়েছে এ ভার
জের। এই ভো মজুরদের রীতি। তলব হাতে পেলে কে রাজা
কে প্রজা এ খেয়াল থাকেনা ভাদের। কাল সকালেই হাহাকার
ভক্ত হবে আবার। একটি পয়সা থাকবে না হাতে যে ভা দিয়ে
চাল ভাল ভেল ফুন কিনবে। সদারের কাছে হাত পাভবে, বেশ
ফু'চারটে কড়া কড়া কথা ভানবে। এজন্ম কোন দাগ লাগেনা
ভাদের মনে, গা-সহা হয়ে গেছে ভানতে ভানতে। অল্প ক্রের মধ্যেই
সরগোলটা আরো জারালো হয়। ভাড়নাথ ভানতে পায়, নানা

ভাষার নানা কথা, মারো শালাকো, কুটকু হোস উসিকো, শালা ওটোকা আহে, টাকি লে আও, খুপরি দিয়েরে এওড়া কোপ মারকু, আরো কভ কি।

এক দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয় ভাওনাথ। বছ
সড়কটাতে লোক ধরেছে না তখন। গদিখানাতে যারা দারু
খাছিল তার মধ্যে অনেকেই বেরিয়ে আসে। ছোটসাহেবও
এসে পড়েন। ভাওনাথ এগিয়ে যায় জনতার মধ্যে। ছোট
সাহেবও।

ছোটসাহেৰ জিগ্যেস করেন, কা হোয়া ?

অনেকেই অনেক কিছু জবাব দেয়। দারুণ হটগোলে, কারো কথাই স্পষ্টভাবে শুনভে পায়নি ওরা। বারে বারে একই কথা শোনা যাচ্ছে, ওটোঙ্গা আহে!

उतिका नाम अनलि छत्य निष्ठति उठि मञ्जूतता। এ नाकि नारेत कि बारम ह्रकल त्यरे कारेन; आम छेका करत प्रम, लाकश्चलाक हिन्नमञ्जक करत।

জনতা রুখে যায় লোকটার দিকে। ছোটসাহেব নিবেধ করেন।
কে শোনে তাঁর কথা? চারিদিকে হাত ছোড়াছুড়ি হচ্ছে। সেই
ছয় কুটের ওপর লঘা বলিষ্ঠ লোকটা ভয়ে কাঁপছে। কয়েকজন
এগিয়ে গিয়ে তার লঘা লঘা চুল আর দাঁড়ি উপড়োতে থাকে।
একজন তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে একটা বাড়ি মারে
তার পায়ে। একটা আর্তনাদ করে মাটিতে বসে পড়ে লোকটা।
ছোটসাহেব আর ভাওনাথ লোকটাকে বিরে দাঁড়ায়। পিছন থেকে
গিয়ে টাজি দিয়ে কে যেন একটা কোপ মারে। জনেক লোকের
মধ্যে সেটাকে ধুব জোরে চালাতে পারেনি, হাত ঠেকে বায়
ছ'একজন লোকের কাঁথে, মাথায় তাই রক্ষে নতুবা একটা হত্যাকাও
হয়ে বেত নিশ্চয়। টাজির কোপটা ভোটাত্রি গায়ে লাগেনি,
লেগেছিল ভাওনাথের বাঁ হাতে। হাত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে,
ছোটসাহেব তাঁর রুমাল দিয়ে হাতটা বেঁথে দেন।

ছোটসাহেৰ রেগে উঠে বলেন, হাম পুলিস বোলায়াগা। সৰকা হাজভবে ভেজ দেয়েগা। থানতা ক্ষান্ত হয় এতে। সুড় সুড় করে যে যার ইরে চলে যায় ভারা। ছোটসাহেব ও ভাওনাথ লোকটাকে নিয়ে ভাজারবারুর কাছে আসেন। ওরুধ দিয়ে ভাওনাথের হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দেন ভাজারবান।

এই লোকটি পাঞ্জাবী, পলাশভাঙ্গা বাগানের হাবিলদার। সে এসেছিল কতকগুলো কুলির খোঁজে। তারা নাকি ঐ বাগান থেকে ভেগে এসেছিল এদিকে সদ্ধ্যেবেলায়। লোকটিকে নিয়ে ছোটসাহেব সোজা বড়সাহেবের কুঠিতে যান। তারপর সেই রাত্রেই বড়সাহেব তার টমটমে করে পলাশভাঙ্গা ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেন তাকে।

ছোটসাহেবের ইচ্ছা ছিল পুলিশে খবর দেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাব নাকচ করেন বড়সাহেব। তিনি বলেন, পুলিশে খবর দিলে কালই দেখতে পাবে যে বাগানে আর একজনও অদিবাসী নেই।

চোটটা খুব জোরে লাগেনি তবুও ভাওনাথকে হরে বসে থাকতে হয় ছ'দিন। সে কাজে যেতে চেয়েছিল ঐ অবস্থাতেই কিছ কাচা ঘায়ে যদি আবার নতুন করে চোট লাগে ভাহলে একটা অনর্থ ঘটবে এই ভেবে রুকমিন ও বিলাসী যেতে দেয়নি।

এরমাঝে তাকে দেখতে আসে একদিন কোলা। অনেকদিন বাদে আজ ছ'দিন হয় বাগানে ফিরেছে সে। আজকাল প্রায়ই রাচী, নাগপুর, লোহরডগাতে কুলি চালানের জন্ম জানবারুর সঙ্গে থাকে সে। ভাওনাথের অনেক কথা হয় তার সজে। একথা সেকধার পর সে দেশের কথা জিগ্যেস করে তাকে। এক এক করে দেশের সেই ছোট মেটে ধরবাড়ি, পাহাড় পর্বত, সরুজ ধানের ক্ষেত্ত অপ্রের মত চোথের পর্দায় ভেসে ওঠে। ছেলেবেলার সেই দিনগুলি, মাঠে ছড়োছড়ি করা, ডাঙগুলি, দাঁড়িবিজে, গোলাছুট কাকউজানী থেলা। তাদের হালের সেই গরু ছ'টো, মুরঙ্গী হাঁস, গরুর বাসকাটা, কিনকেলর হাট, শিরু মহাজনের দোকান আরো কভ কি। মনটা বিবিয়ে ওঠে মুহুর্ডের মধ্য। কোলার মুখখানি কেমন বেন কদাকার, নির্বজ্ঞ, নিরস, কুটিল বলে মনে হয়। মনটা বশে এনে শান্ত হতে চেটা করে। ভাবে—ওর াক দোব।

নিরভিই এজন্ত দারী। তবুও কেন যেন কোলাকে দেখতে ইচ্ছা করে না ভার। কি জন্ত এমন হয় তা জন্তুত্ব করতে পারে কিছ কারণ জন্মদান করে নাগাল পায় না ভার।

কোলা জিগ্যেস করে, ক্যায়ছান লাগোপে কামানকা কাম ?

ভাওনাথের মুখচোখ শুকিয়ে যায় এ-প্রশ্নে। ঠেঁটি ছটো বেকিয়ে সঙ্কেপে উত্তর দেয়, ঠিক নেই লাগোথে।

কোলার সঙ্গে আর বেশি কোন কথা হয়নি এরপর। সেও হয়ত ভার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল।

কোলা বলে ভোকের দিল ঠিক নধে। বাপমাই মরকে বিগাড় গেলেক। বাপ মা ভো চিরদিন থাকে না কারো। ভুই আমিও থাকবো না। খামোখা এ-সব ভেবে মন-মেছাছ খারাপ করিস নে।

কোলার নাভিদীর্ঘ বক্তৃতা একটুও স্পর্ণ করতে পারেনি ভার অন্তর। লোকটা জ্ঞানবাবুর সঙ্গে সব সময় থেকে থেকে বেশ গুছিয়ে কথা বলতে শিখেছে। লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায়। ভাওনাথ শুক্নো গলায় জ্বাব দেয়—লে, ও-সব বাদ ছোড়দে।

কোলা খুশি হয়নি ভাওনাথের কথা শুনে। ওর কথাগুলোভে কেমন যেন স্থাঁচের কোঁড় আছে। এভাব তার চোখেমুখে কুটে ওঠে ভাওনাথ লক্ষ্য করেছে তা।

বাপ মা মারা যাওয়ার পর এই দীর্ষ তিন বছরের মধ্যে একদিনও
নিরঞ্জনবাবুর বাসায় যায়নি সে। এরমধ্যে বিয়েপা করেছেন তিনি,
তাঁর স্থীও বাগানেই আছেন। এ-সমন্ত ধবরই রাখে ভাওনাধ।
অনেকদিন রান্তাবাটে, অফিসে তলব ঝোকতে গিয়ে দেখা হয়েছে।
অফিসে যখন দেখা হয়েছে একটি কথাও বলেননি তিনি তথু একট্
য়ান হাসি কুটে উঠতো তাঁর চোখেমুখে। বেদনা, সহামুভূতিমাধা
সে হাসি। আর রান্তাবাটে দেখা হলে অনেকভাবে বুঝিয়েছেন,
তাঁর বাছিতে যাওয়ার জন্ম বলেছেন বারবার। অর হেসে ক্রিক্টেন,
বাবুয়ানীকে দেখে আসিস একদিন।

नित्रश्चनवावूत मर्क प्रथा हर्ल जारता विवर्ष हरत पर्छ रम, रहाथ ভবে जल जारम। वनहे। यन कि वलए हात्र जवह जनमेंन कथात আত্ব ছ'দিন আগে বড় সড়কের ওপর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আবার। এবারে দৃঢ়ভা অবলঘন করে ভাওনার্থ। ছ'চারটে কথা হওয়ার পরই বাড়ি চলে যান নিরঞ্জনবারু। সেই থেকে এক পা এগােয় আর এক পা পিছােয় করে করে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় সে। ভারপর এক কাঁকে চােরের মন্ত সন্তর্পনে পা ফেলে কেলে গিয়ে হাজির হয় নিরঞ্জনবারুর বাড়ি। একটা কথা নেই মুখে, বেন কন্ত অপরাধ করেছে সে। একটা জড়পদার্থের মন্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

নিরঞ্জনবারু বসতে বলেন তাকে। তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনেন ভেডর বাড়ি থেকে।

নিরঞ্জনবারু ও তাঁর স্ত্রী এলেন। ভাওনাপ তথনও পাঁড়িয়ে। তিনি আবার বললেন, বোস্ না বেঞ্চীতে।

বেঞ্চীতে বসে ভাওনাধ। কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে না। বি চের মত বসেছিল। অনেক কথা আসছে মনে কিন্ত গুছিরে বলতে পারছে না একটা কথাও শেবে জড়তা কাটে বারুয়ানীর কথার। তিনি বললেন, ভোমার বারুর কাছে অনৈক শুনেছি ভোষার কথা। অনেকদিন দেখার ইচ্ছে হয়েছে, আজ ভোষাকে দেখে সভিয় বড় ভাল লাগছে আমার। ভাওনাথ নভমুখে নির্বাক ছিল এতে ভার ধারণা হয় ভার কথা বুঝতে পারেনি সে। ভিনি বললেন আমি হিন্দী জানিনে ভাই।

এভক্ষণে কথা বলে ভাওনাথ। বুঝতে পেরেছি সব বলে ভাসন ছেড়ে দাঁড়ায় সে।

वावूग्रानी वलरलन, छेठरल रकन, वरमा।

নিরপ্রনবারু তাঁর স্ত্রীর দিকে মুখ করে বললেন, একটু চা কর না ছন্দা।

এবারে মুখ উঁচু করে ভাওনাথ। ছন্দার দিকে ভাকায়।
কী স্বেহান্ত চোখ, যেমন ছন্দ ভেমনি ঝংকার কথাতে। কী নিষ্ট,
দরদ, মায়া মমভা স্বেহজ্বড়িত কথা। তাঁকে অক্সান্ত বাড়ির বারুরানীর
সল্পে তুলনা করতে যেন লক্ষা ও স্থাণা বোধ করে সে। কথা বলা
ভো দুরের কথা মুখ বেকিয়ে নাক সিটকিয়ে চলে যান তাঁরা।

**इन्ना त्राज्ञायत्र यूर्या भा वाजान ।** 

নিরপ্তনবারু একটা সিগারেট ভাওনাথকে দিয়ে আর একটিতে আগুন ধরিয়ে টানতে থাকেন। কি যেন ভাবছিলেন ভিনি, তাঁর চোঝেমুখে কুটে উঠে তার অম্পষ্ট কতকগুলো রেখা। অরক্ষণ চুপ থেকে বলতে শুরু করেন তিনি—জানো ভাওনাথ, মাকুষমাত্রকেই মরতে হবে একদিন আগে চাই পরে। স্বৃত্যু অনিবার্য। এর হাত থেকে কেউ কোনদিন রেহাই পায়নি, পাবেও না। ভানি, ভোমার মা বাবার স্বৃত্যুতে ধুব আঘাত পেয়েছ ভুমি। কিন্তু তুমি যখন সভ্যাবেষী, অপরের হুঃখ বেদনা নিজের মনেপ্রাণে অকুত্তব কর তখন দৃঢ় হতে হবে ভোমাকে যাতে এ-সব সাধারণ প্রতিক্রিয়ার অনেক উপরে উঠে যেতে পার, বিশাল বিশ্বত মহন্তর আলো দিয়ে ছনিয়ার স্বাইকে দেখতে পাও। তখন তুমি দেখতে পাবে ভোমার বাপমা ভোমার মৃত আদা চিত্র ও অক্ত সকলের মত পৃথিবীর জীব, তারা চলেনে নানা পরিবর্তন অবতনের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তন আবর্তনে মাকুবের জীবনের অনেক কিছু ঘটে যা ভাদের কাছে ছুঃখকর। এতেই জীবনের

অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু যারা স্থূলকে ছাড়িয়ে উর্ধেব গিয়েছে তারা জানে যে অন্তরাদ্বার ক্রমোন্নতির পপে বা কিছু ঘটে তার অর্থ আছে, প্রয়োজন আছে। এই সময়ের বাধাবিপত্তি আপদবিপদ মনের কাছে বিপরীত বলে মনে হলেও তা কিন্তু তার কল্যাপের জন্তই ঘটে। তোমার বাপমা মারা গেছেন—এ মৃত্যু যথন জনিবার্য ভখন ভগবানের বিধান বলে মেনে নেও একে। জানো, আদ্বার মৃত্যু হয় না। এ একটা পট পরিবর্তন মাত্র, এক ছেড়ে অন্তর্মপ ধরা।

তন্ময় হয়ে সৰ শোনে ভাওনাথ। চোখ ছটো জলে ভরে ওঠে। ছ'চার কোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে। পরণের কাপড়টার কোঁচা দিয়ে চোখ ছটো মুছে নিয়ে বলে—আমি যে কিছুই করতে পারিনি ভাদের জন্মে এই আমার ছ:খ। আর যাঁদের জন্মে প্রাণ দিয়েছে ভারাই বা কি করেছেন । ভারা ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারতেন।

নিরপ্তনবারু বললেন, তাই বলে পথে পথে খুরে বেড়ালে আর ছ:খ করলে কি ছ:খ খুচবে তাদের ? ছ:খ যাতে ঘোচে তার ব্যবস্থা কর। তারা তো এ মাটিতে আসবেন আবার।

এরমাঝে ছন্দা এসে দাঁড়ান ভাদের মধ্যে। ছু'জনেই নীরব ভখন। ভিনি হেসে বললেন, কথা কুরিয়েছে ভোমাদের ? একটা কথা জিগ্যেয় করবো ভাওনাধকে।

छा अनाथ वरम, वनून।

ভূমি কি আমার কথা রাখবে ?

चि⊾ রহ রাখবো বলে ভাওনাথ। বলুন, কি কথা।

ভাওনাথ করেনে ছলা হয়ত মতুরদের বিষয়ে কিছু জিগ্যেস করবেন। ছলা ইভন্তত: করছেন, একবার স্বামীর দিকে আবার ভাওনাথের দিকে তাকান। তিনি ভাবছিলেন, যে অক্সায় অন্ধরোধ তিনি ভাওনাথকে করবেন তা কি রাখতে পারবে সে? আগেই ভানেছেন তিনি তাদের চাকর ভোকরাটের কাছে যে আদিবাসীরা বিয়ে করার পর আর বাবুদের বাড়িতে থায় না, মেরেছেলের কাপড় ভাষাও খোর না। ভাওনাথ তো বিয়ে করেনে। অনেক ভেবেটেক শেবে জিগ্যেস করেন, যদি সামাজিক কোন গোলম । না হয় তাহলে আজ এখানেই ছটো ভাত খাবে তুমি। আমি রালা করেছি, মায়ের হাতের রালা ছেলেতে খেলে মার মনে শান্তি পাবে।

ভাওনাথ বললো, আপত্তি কি আছে এতে। এতো আমার পরম সৌভাগ্য। এই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সজে মনে পড়ে ওঁদের চাকর ছেলেটির কথা। সে যে দেখে ফেলবে, কাল সকালেই একটা গগুগোল বেঁধে উঠবে নিশ্চয়।

নিরপ্তনবার ভাওনাথের মনের ভাবটা বুঝতে পেরে বললেন, ভয় নেই ভাওনাথ। ছোকরাটিকে অনেক আগেই ছুটি দিয়ে দেবে ছন্দা। আর সে তো এখানে খায় না। শুকনো ভলব পায়। ভবে ছ'একদিন কিছু ভালমন্দ ভৈরি হলে খেতে বলা হয় ভাকে।

ভাওনাথের সমস্ত সংশয় কেটে যায় এবারে। একঝলক হাসি থেলে যায় ভার চোখে মুখে। জীবনটাকে আবার যেন নতুন করে দেখতে পার সে। সমস্ত ছনিয়াটার রূপ বদলে গেছে।

সেদিন বাভি ফিরে আর বুমুতে পারেনি ভাওনাথ। সারারাভ ভবে ভবে এপাশ ওপাশ করেনে আর নিরঞ্জনবাবুর কথাগুলোর ভাবর কেটেছে। মনটা সম্বন্ধ ও দুঢ়ভায় সভেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে আবার। সূর্য উঠছে পুরদিকে। তার সোনালী আভা এসে পড়েছে চা শিরীষ গাছে, মজুরদের ঘরে, আঙিনায়। পাহাড়টা হাসছে। চা শিরীষের গাছগুলোও । চায়ের কুল কুটেছে। रमुप तर्छत पार्शकाठी जापा कूलछाला मृश्यम वांडारंग पाल थात्व । ভার নিজের ধরটির রূপ বদলে গেছে। সেই লভাপাভা ঋড়কুটো দিয়ে ভৈরি কুঁড়ে ধর আর নেই, পাকা ধরে বিছ্যুতের আলো ঝলমল করছে। একটা শান্ত হ্মিগ্ন পরিবেশ। ভার মা নাভনীকে আদর করছে আর তার নিকটেই একটা বেঞে বসে আরাম করে সিগারেট কুকছে তার বাবা। অনেক দুরের রাস্তা হেঁটে এসেছে ওরা, ধুবই পরিশ্রান্ত বলে মনে হলো তবু তাদের চোখেমুখে একটা পরম পরিত্পির চিহ্ন কুটে উঠেছে। বাবা সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে হেসে বললো, এ-মাটির মায়া ছাড়তে পারে না কেউ। জানিস, আশা ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি যাদের এক করেছে একবার ভারা কি দুরে সরে ছাড়াছাড়ি থাকতে পারে আর ? ভাওনাথ জাঞ্চত তবু স্বপ্নের মত দেখতে পাচ্ছে সব। এই তম্মন্তার বোর काटि क्रकियात्र कथाय। क्रकियन शानाशानि क्रव्राह् स्कूत्रमितिक, এতনা বড়কা ভেলেক তব্ভি আব্ বিস্তানামে পেরসাব করোধিস্। একটা চড়ও মারে ভাকে। স্থুকুরমণি কেঁদে ওঠে। ওকে একদিকে ঠেলে দিয়ে ভিজে বোরাটা বদলি করে দেয় রুক্মিন। কোঁস কোঁস করে কাঁদভেই থাকে স্থুকুরমনি। ভাওনাথ উঠে কোলে নেয় ভাকে।

ক্লক্ষিন বলে, ওডনা আহালাদ না দেবে। বলেই একটা হেঁচকা টান মেরে ছিনিয়ে নেয় ভাকে। আরো ভোরে কাঁদভে থাকে স্থকুরমনি । ভারপর কাঁদতে কাঁদতে এককাঁকে যুমিরে পড়ে ভাবার।

ক্রুকনিরে মেজাজটা সম্প্রতি কেমন যেন ক্রুক্ষ হয়েছে। কথার কথার চটে ওঠে সে। এর কারণ জানে ভাওনাথ। হবেই না বা কেন ? না হওয়াটাই আশ্চর্য। একা একা ঘরে বসে থাকা, একটা লোক নেই যে কথা কয় ভার সজে। ভাওনাথ ভো সমস্ত সময়ই বাইরে বাইরে থাকে, সংসারের সমস্ত ঝামেলাই পোহাতে হয় ভাকে। একে মেয়েছেলে ভার ওপর বয়সটাই বা এমন কি হয়েছে? এই ভো বাইশ বছরে পা দিয়েছে। করুণা উপলে ওঠে। ভাঙা মনটাকে দৃঢ় করতে চেটা করে সে। এ কি করছে? সংসারটাকে যে আরো বিষময় করে ভুলছে। বাপ মা ছ'জনেই মারা গেছে এরপর যদি আবার রুক্মিনের মাথা খারাপ হয় ভাহলে কোথায় দাঁড়াবে সে? স্থকুরমনিকেই বা দেখবে কে? রুক্মিন ও ভাকে নিয়ে সেও যে পাগল হয়ে যাবে।

এদিকে ভোরের সিটি বাজে গুদোমের। কাজে যাওয়ার ভাড়াছড়ো পড়ে গেছে সারা বাগানের মঞ্জুরদের ঘরে ঘরে। চারপাশের বাড়ির লোকগুলোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বাসনপত্তরের ঝন্ঝন্ ঝুন্ঝুন্ আওয়াজ ভেসে আসছে। লোকগুলো খাওয়া দাওয়া করছে। রুকমিন ভখনও শুয়ে। আজকাল রাভে ভাল খুম হয় না ভার প্রথম দিকে ভো এপাশ ওপাশ করে কাটায় ভারপর শেষ রাভে নেশাখোরের মত চোধ বুজে ঝিমোয়। ভাওনাথের মনে হয় ভেকে ভোলে ভাকে কিন্তু পরক্ষণেই ভাবে, আহা বেচারা, কভকাল বুমোয়না, একটু বুমোক। হু'একটা হাইতুলে মোড়াযুড়ি ছেড়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় ভাওনাথ। যরের এককোনে একটা খড়ের মোড়ার ওপর বসানো মেটে লাল ঘইলাটা ভুলে নিয়ে জল व्यानत् यात्र कल (थरक। उथरना त्रुमुष्ट् क्रकमिन। युक्तमिन তার পাশে শুরে চোখ ছু'টো মিটমিট করছে। রুক্মিনের দিকে निर्णालक ८ हरत्र थारक छाउनाथ। मात्रा, कक्रमा ७ माक्रिरमा छरत्र ওঠে বনটা। অনেক ছেঁড়াকাটা টুক্রো টুক্রো স্বৃতি ভাগে। সারা উঠোনটা রোদে ভরে গেছে। লোক গমগম করছে রান্তাবাটে। কাজে বাচ্ছে তারা। গাড়ির ভয়সা ছটো শুরে শুরে ভাবর কাটছে, গদের আঠার মত সাদা ফেন। জমেছে মুখের ছ্থারে আর লেজ নেড়ে মশা মাছি ভাঁশ তাড়াচ্ছে মাঝে মাঝে। চাবুক মারার মভ শপ্শপ্ শক্ষ হচ্ছে ভাতে। সেই শক্ষে স্বপ্লাভিভূড লোকের মত ধড়মড়িয়ে ওঠে রুকমিন। তখনো তার দিকে অপলক চেয়ে রয়েছে ভাওনাথ। রুক্মিনের চোখেমুখে ভোরের আলোর রশ্মি ঝলমল করছে। রুকমিন অবাক হয় ভাওনাথকৈ এমনি করে ভার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। মুখখানা কাচুমাচু করে বলে, ভের বেলা ভেলেক, কালে নেই বোলালেক? ঘইলাটির দিকে ভাকায়। কলসীর গা ভিজে, একটু একটু জল চোয়াচ্ছে তা দিয়ে। আচর্য লাগে রুকমিনের কাছে। জল এনেছে ভাওনাথ। এমন ভো করেনা অনেকদিন। এই পুরো ভিন বছর হলো বাপমা মরার পর আর কোন কাজেই হাত দেয়না সে। কাজে যাওয়ার জক্তও কোন তৎপরত। নেই, ভয়ে ভয়ে ভধু ভাবে। কি ভাবে সেই জানে। কাজে যাওয়ার জন্ম ডেকে ডেকে হয়রাণ হতে হয় তাকে আর আজ সেই ঘুম থেকে উঠেছে আগে, জল এনেছে প্যাচ্ থেকে !

ভাওনাথ হৈসে বলে, কা দেখোথিস্ ? চিয়াপানি লে আব্ । ক্লকমিন উঠে দাঁভায় । স্ক্লমেন তখনো শুয়ে শুয়ে একবার মার দিকে আবার বাপের দিকে মিটমিট করে তাকাছে । ভাকে উঠতে বলে চাপানি আনতে যায় সে । হাত নাডাচাডা করাতে কাচের চুড়িগুলো ঝুন্ঝুন করে বাজতে থাকে, কানের রপোর ঝুমকো জোড়া দোল খায় । এই ঝুম্কো জোড়া তাকে উপহার দিয়েছিল বিলাসী বন্ধনি মরার পর যে-দিন তার 'মাইয়া' বলে স্বীকৃতি জানায় ভাকে । হাতের রূপোর চেউখেলানো চওড়া চুছি ছটো আগে হাতের সজে এক হয়ে লেগে থ লেতে আজকাল নড়াচড়া করে বেড়ায় সে ছটো । বড় রোগা হয়ে গেছে রুক্মিন । ভরু ভাওনাথের খুব ভাল লাগছে তাকে । সেই রুক্মিন আজ নেই সভ্য ভথাপি ভার এই রুপ্প চেহারা মুহুর্তের মধ্যে যেন শান্ত ও ক্রনীয় হয়ে উঠেছে আগের মত । মনে পড়ে গুদোমের কাজ করার লেই চকিত ক্ষণগুলো ।

ক্ষকমিন হাসে। একটা ধুশীর হাসি, অমাবস্থার মধারাত্তের ভারার অমান হাসি। হাসতে হাসতে অভ্যান্তর স্থরে বলে, আজ কামমে না যাবু।

ক্লকমিন তাকিয়ে থাকে ভাওনাথের দিকে। হাঁ, না কিছুই বলছে না সে। ছ'জনেই নীরব থাকে অল্লকণ তারপর ভাওনাথ নিরপ্রনবাবুর বাড়িতে যা যা ঘটেছিল সমস্তই বলে তাকে।

রুকমিন বলে, সাচ্চা, ভোকের বছৎ পছিন করথে বাবুঠো।

ভাওনাথ আর দেরি করে না। উঠে গিয়ে গাড়ি জুততে সুরু করে। রুকমিন ভার অসহায় চোথ ছুটো মেলে ভার দিকে চেয়ে থাকে।

আড়াইটে তিনটে নাগাদ কাজ করে বরে কেরে ভাওনাথ।
গ্রহকজন ছিটোনোর কাজ, নোংরা ও উপ্রগন্ধযুক্ত তাই এ কাজে
ছপুরে কোন বিরতি না দিয়ে একটানা হাজরি ডবলি কাজ হয়।
ক্রকমিন তথনো কাজ করছে বাগানে আর তার পিছু পিছু বুরে
বেড়াছে স্কুরমণি। বাজি ফিরে বইলা থেকে এক বাটি জল
গলিয়ে খায় ভাওনাথ। ওঠোনে খোলামেলা জায়গায় দাঁজিয়ে
একটা কলট ধরিয়ে টানতে থাকে। ভয়সা ছটো বাঁধা আছে
বাজির পাশের একটা মরা টুনি গাছের গোড়াতে। মুখ উঁচু
করে ভারে ঝিমুছে ভারা। একটা বাস নেই বে খেতে দেবে
ভাদের। এরমধ্যে বেশ রোগা হয়ে গেছে ভয়সা ছটো। পশ্চিমে
চলেপড়া শুর্বের মন্ত ওদের দেহও বেন নিজ্জে হয়ে গেছে।

সারা বাভিটা একটা পড়ো বাভির বত ভারতেতে, খাঁ খাঁ করছে।

দৃষ্টি পড়ে ঘরের পশ্চিম কোণটার দিকে। একটা খড়কুটোও

নেই যে কাজ থেকে ফিরে তা দিয়ে রালাবালা করবে রুক্মিন।

আজ অনেকদিন জালানী কঠি সংগ্রহ করে না সে। রুক্ এন

কাজ সেরে ঘরে ফেরবার পথে রোজই কিছু না কিছু খড়কুটো,

লভাপাতা অথবা চা গাছের কলমকরা ছোট ছোট ভালপালা কুভিয়ে

আনে। রুক্মিনের ওপর দিয়ে কম ধকল যাছে না। এ-সব
ভারতে ভারতে কাঁচিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভাওনাথ।

সদ্ধ্যা প্রায় হয় হয়, গির্জার সাদ্ধ্যবন্দী বাজছে সেই সময় কভকগুলো ভালপালা মাথায় করে বাড়ি ফেরে রুকমিন। সঙ্গে স্থুকুরমণি। তার মাথায়ও একবোঝা শুকনো খড়কুটো লভাপাতা।

ভয়সা ছটো ঝিমুছে। ছজনেই বোঝা ছটো ধপ্ করে মাটিডে ফেলে। সেই শব্দে একটু চোখ মেলে চেয়ে দেখে ভারা। ভয়সা ছুটো রয়েছে অপচ ভাওনাথ দেই এ একটা চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে রুক্মিনের। মনে ভাবে, হয়ত ঘাস কাটতে গেছে ভয়সা ছুটোর জ্বান্তে পরক্ষণেই স্মরণ হয় সে তো এমনি যায় না আজকাল। অনেক বলতে বলতে শেষে যায়। ঘরের চারদিকে ভাকায় ভারপর দেখতে পায় কাঁচিটা নেই ভাহলে নিশ্চয়ই যাস কাটতে গেছে সে। খুশির চেউ খেলতে থাকে মনে। বিচিত্র রঙের সমাবেশ। ধরের টুক্টাক্ কাজ করতে করতে হু'একটা গানের কলি ভুফানের মত ভেসে আসে। গুনগুন করে অস্পষ্ট সুর ভাঁজে তার। অনেক পুরোনো বিম্মুড-প্রায় গান। রুকমিন বুঝডে পারে না কেমন करत्र এछिमन পরে এই গানগুলো মনে এলো ভার। घरेमाठे। नित्र यथन क्षम जानए यात्य उथन प्रथए भार छाउनाथ ফিরছে। তার মাথায় একটা হাসের বোঝা আর তার ওপরে বড় এক আঁটি গাছের শুকনো ভালপালা। রুক্মিন ঘইলাটা উঠোনে রেখে ভাওনাথের মাধার বোঝাটা হাত বাড়িয়ে নামাতে বায়।

ভাওনার্থ বললো, ভোকার নেই লাখবো। আবার ঘইলিটা উঠিয়ে নের রুক্মিন। ভাওনার্থ বলে ওঠে, ভোকের নিইক্রের পঢ়ি, মোর যাওর্থে। প্যার্চ ইঠান নখে, ছরমে আহে। যাইক ডের বেলা লাগি, ডোর তানি চাপানি পাকাও ওয়া।

রুক্ষিন প্রতিবাদ না করে চা তৈরি করতে যায়।

সেদিন সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সারে ওরা। ভাওনাথ
সুকুরমণিকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রুকমিন খুঁটিনাটি কাজ সারছে,
ভোর না হতেই ভো কাজে যাওয়া আবার। তখন আর সময়
কোথায় গলাল কেরাসিনের কালো ধোঁয়ার পিদিমটা জলছে
পিট্পিট্ করে ভাতে ছোট ঐ বরখানি হিমের কুয়াশার মত আজ্র
হয়ে গেছে। নাকে আসছে ভার উপ্র গন্ধ। ঘরের জিনিসপত্রগুলো
অনেকদিন ধরে বিক্ষিপ্রভাবে পড়ে আছে। ধুলোবালি ভরতি।
সেগুলো ঝেড়েমুছে ঠিক করে রুকমিন।

ভাওনাপ বলে, ঢের রাত ভেলেক, লে শোয় যা আব্। ধুব হয়েছে আজ। বাকিটে কাল করিস। करमक वहत त्यम मास्त পরিবেশের মধ্যে কেটে যায়। মনের উত্তাপ নেমে স্বাভাবিক হয়েছে। বিলাসীও খুব খুদি। স্কুরমণি বড় হয়েছে এখন। অক্সান্ত ছোট ছেলেমেয়েদের মত থালি ফাড়ুয়াটি কাঁথে নিয়ে কাজে যায় বাগানে হৈ চৈ করতে করতে। ক্লকমিনকে সংসারের খুঁটিনাটি কাজে সাহার্য করে, কাজ থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই শুকনো পাতাপুতি, পথেপড়া গাছের ছোট মরা ভালপালা কুছিয়ে নিয়ে আসে। ক্লকমিন খুব অসম্ভই হয় এতে। ভাওনাথও। সকলের সজেই খুব ভাব তার তবে সখিনার সজে অন্তর্মান্ত যায়। বেশ মেয়েটা সখিনা। মুখে কথা আর হাসির তুবড়ি খই ফোটার মত কুট্কুট্ করে ফোটে। স্কুরমণির হাতে কাজ থাকলে হাতে হাতে করে দেয় সেটা।

এরমধ্যে অনেক উন্নতি হয়েছে বাগানের। অফিস, গুদাম আরো বড় করা হয়েছে। পাতিওজনের পৃথক ধর হয়েছে। আগের মত আর পাতিওজন নরমগুদামের কোনায় কোনায় হয় না আজকাল। এছাড়া হাসপাতাল হয়েছে। পাশকরা ডাক্টার এসেছে কলকাতা থেকে। অস্ত্রপাতি ও ফোড়াফুড়ির জিনিসপত্তর আসে অনেক। মেসিনপত্তর বেড়েছে। আগে যা হাতে করা হতো এখন মেসিনে করা হয় তা। সাহেবদের বাংলার চেহারা আরো উজ্জল হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই লাল নীল সবুজ বাতি জলে। আকাশকৈ হার মানিয়েছে। তার সমন্ত আভা যেন এসেছে বাংলাটাতে। প্রাজনে কুলের বিচিত্র সমাবেশ। সর্বত্রই একটা বাসন্তী গন্ধ। বড়সাহেব আর টমট্রে চড়েন না। নতুন মোটর গাড়ি এসেছে। তক্তকে ঝকবাকে মোটর গাড়ি। কুচি কুচি পাথর দিয়ে রান্ডা মোড়া হয়েছে। টমট্রের ঘোড়াটা বিক্রী করে দিয়েছেন বড়সাহেব। তার চাকা আর কাঠের ফ্রেমটা মালগুদোমের

পিছনে আগাছা কুগাছা যাসপাভার মধ্যে অবহেলিভভাবে পছে আছে। কোম্পানী কেঁপে উঠছে দিনদিন। প্রভ্যেকের ধারণা বাগানের ভোল বদলাবে এবার। সূর্য উদয়ের দিকে চেয়ে দিন গোনে মন্ত্রুররা। তাদের থাকা খাওয়ায়ও উন্নভি হবে। সামনে ভবিস্তভের স্বর্ণ অরুণিমা। সূর্য উদয় হচ্ছে। তার সমস্ত আভা এসে পড়েছে বাগানের ওপর। হর বাড়িগুলোর চেহারা বদলে গেছে। লোকগুলোরও। বেশ গোলগাল, পূর্ণস্বাস্থ। কালো মিশমিশে আদিবাসী লোকগুলোকে বেশ দেখায়। নেপালী ভূটিয়া লোকগুলোর রঙ আরো ফর্সা হয়েছে, মেয়েদের চোয়ালে গোলাপ কুটেছে, ঠোঁটে আবির রঙ লেগেছে।

প্রথম প্রথম কোন রুগী হাসপাভালে যেতে রাজী হয়নি। সবাই वनर्जा, गाज्यार्जत रहाँ अयारमना (थर्य ष्ट्रांज यारव । वत्रभन्न गारहव वाबू मिल ज्ञानक करत्र वाबाग्र गर्मात, काममात्री ও চাপরাসীদের। ওরা বোঝায় মজুরদের। এই করে করে শেষে হু'একটা রুগী व्यारम । এরমধ্যে হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে একদিন। হাসপাতালে মারা যায় অন্তরে সারকি। খুব জর হয়েছিল ভার, সেই সজে মাথাধরা আর গা বমি বমি করা। পেটে মোচড় দিয়ে উঠতো, সমস্ত দেহ শব্দ হয়ে যেতো, ওয়াক টানভো সমানে অপচ বমি হতে। না। কেঁপে কেঁপে বেমে যায় বায় হয়। নতুন ভাক্তার ডুস দেয় ভারপরই মারা যায় সে। কথাটা ঝড়ো হাওয়ার মত রটে যায় বাগানে। মজুররা অন্তরের মরার উত্তাপ অনুভব করে তাদের গায়ে। সব জায়গাভেই ঐ এক কথা, ওনে গাড়মে **পानि ( ए७ ८ थे । योदक्त योद्य । योद्य** কই। রাস্তাহাট, বাজার বাগানে তো ফিসফিস করে এই আলোচনা হভোই এছাড়া সন্ধ্যা হভেই ঘরে ঘরে বৈঠক বসভো, দল পাকাভো প্রতিদিন। জনেকে ঠিক করে ভেগে যাবে বাগান থেকে। সাহেবের কানে যায় সে-সব কথা। আবার শুরু হয় বোঝাবার পালা। সদার, কামদারী, চাপরাসীকে ডেকে পাঠান বড়সাহেব। সাহেৰ বাবু সকলে ৰিলে লম্বা চওড়া অনেক ৰক্ষতা দেন কিছ कान कन इम्र ना এতে। भिर्म वज्ञादिव वज्ञान—ठिक हाम्, हामभाजानम कहेका यान निहे हाना, जिल्हा पिन हाना छ बारमणा।

এরপর অনেকদিন হাসপাতালে রোগী আসেনি আর। খালি পড়ে থাকে বেড় গুলো। বড় সাহেব হাল ছাড়েননি তথনো। স্মুযোগ সুবিধা পেলেই ডাজারকে লাইনে লাইনে পাঠিয়ে বোঝাডে চেষ্টা করেন। সাহেব, বারু, সর্দার, কামদারী, চাপরাসীও বোঝাতে সুরু করেছে আবার। কিছুদিন বাদে ছ'একটা করে রোগী আসতে থাকে আবার। অন্তরে সারকির কথা সময়ে সময়ে অনেকেরই মনে পড়ে বিশেষ করে যখন হাসপাভালের নিকট দিয়ে বাগানে কাজে ষায় ভারা। এগারো বারো মাস ভো অনেকের মুখেই শোনা যেড যে অন্তরে ভুত হয়েছে। হাসপাতালেই থাকে সে। মাঝে মাঝে হাসপাভালের কাছেকার শেওড়া গাছটার ঘন পাভার মধ্যে কি একটা ঝাপসা ঝাপসা দেখা যায়। গা ঝিম ঝিম করে ভয়ে ভাই ঐ পথ **पिरा हमवात সময় মুখ नि**ह्न करत हाल जानरक। तां इरम ভো কথাই নাই. ওপথ মাড়ায় না কেউ। এই সব সংস্থার ভাঙতে ज्ञत्क ८५ हो। करत्र छाउनाथ, ज्ञानकछारव द्विराय्ह मञ्जूत्रपत्र। কিন্তু ভার কথা কান পেতে শোনেনা কেউ। ওরা অনেক রকম অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায় ভাকে আবাধ কেউ মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। তবু ও নিরাশ হয়নি ভাওনাথ।

সংস্থারের ওপর হাত দেওয়া যে কত থকমারি তা আগেও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে সে তবু তার মন সায় দেয় না এ-সব মেনে নিতে। তার মনে হয় সমাজের অনেক ক্ষতি হচ্ছে এতে তাই সময় এলে চুপ করে থাকতে পারেনা সে। এবারেও মর্মে মর্মে এর বিপদ, লাজনা অকুত্ব করে।

ক্ষেক্লিন উপর্যুপরি কর পশলা জুৎসই রষ্টি আর রোদ হওয়াতে বাগানটা সবুজ হয়ে ওঠে। গাছ ভরতি পাতি, টিপে শেষ করতে পারছেনা মজুররা গাঁতালি বস্তি থেকে চাষীদের আনা হয়েছে পাতি টিপতে। দশটা ও বারোটায় ছ'বার পাতি ওজন হয় ৰাগানে। ঐ হ'বারে পাতিগুলোই ভয়সাগাড়ী করে জানা হয় গুলোমে। ভাওনাথকেও গাড়িতে পাতি বয়ে জানতে হয়।

বাগানের বড় সড়কটার ছু'ধারে চল্লিশ বিয়াল্লিশটি গরু ভয়সার গাড়ি। এর একটু দুরে একটা মস্ত বড় চিলোনি গাছে ঠেস দেওয়া একটা সাইকেল।

পাতিওছন স্কুরু হয়নি তথনো। গাড়িম্যানেরা গল্পগুরুব করছে বসে বসে। ভাওনাপও সেধানে। কারো কোন কপার মধ্যে নেই সে। দুরদিগন্ত পানে চেয়ে স্থানুরের অনেক ছবি দেখছে, আঁকছে আবার মুছে ফেলছে। কালো ধোঁয়া আর গরম বাতাস এসে হমড়ি খেয়ে পড়ে তার চোখেমুখে মনে। অন্থির অশান্ত মন। বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা নয়, বর্ষার মেঘলাদিনের ফড়িংএর মন্ড চঞ্চলতা। এ ক্ষেত্ত থেকে সে ক্ষেত্ত, এ গাছ থেকে ও গাছ, এ পাতা থেকে সে পাতা করে ঘুরছে। পাহাড়ী পথ, মন্থন নয়, পায়ে পায়ে বাঁক। কোন মতেই এড়িয়ে চলা যায় না একে। মান্থ্যুলোও যেন কেমন, ওপরটাতে বেশ সোজা, সরস আর ভেতরের রজ্ঞে রজ্ঞে পাঁয়েরে পর পাঁয়াচ। আর এরাও যেন কেমন—পাহাড়েন শক্ত পাথরে গা ঘাঁষে ঘাঁষে ঘাঁষে দেহের ছক গঙারের চামড়ার মত শক্ত বানিয়েছে। বড় বড় পাথর এসে গায়ের ওপর পড়ে তরু ভ্রুক্রেপ নেই।

বারোটার পাতিওজন আরম্ভ হয়। অনেক মায়েরই পিঠে বাঁধা কাচ্চাবাচ্চা। পিঠের সঙ্গে চাপা থাকতে থাকতে নাক থেবড়ে গেছে তাদের। পা ছটো সরু, টিনটিনে রোগা শুক্নো কাঠের মত নিরস, নির্বল। দেহ অসাড়, নিষ্পন্দ, পড়ে পড়ে ঝিমুছে। কোন সকালে ছটো ভাত কি মাইএর ছধ খাইয়েছে তার সঙ্গে আর একটু হাঁড়িয়া! লাল বাগ্ডা চালের পঁচা ভাত তার নেশা পুরোপুরিভাবে ছাড়েনি এখনো; ছাড়ো ছাড়ো করছে তাই মাঝে মাঝে মিট মিট করে তাকাছে ছেলেগুলো। মায়েরাই বা কি করবে নিতান্ত অসহায় তারা—হাঁড়িয়া না খাওয়ালে যে কাজের সময় বিরক্ত করবে, কাঁদেবে, থেতে চাইবে! কাজ যে করতেই হবে, একদিনও কামাই করা চলবে না ওদের। বাড়তি তো কিছু নেই, রোজ আনা রোজ

খাওয়া! রান্তার ধারে অনেকগুলো রেইন ট্রি। সেগুলো বর্ধার দল পেয়ে নতুন রূপ ধরেছে। পূর্ণ স্বাস্থ্য, রূপ; কোথাও কোন কার্পন্যতা নেই। পাতিভরতি টুকরিটা নিকটে রেখে অনেকে এর শাস্ত স্পিগ্ধ ছায়াতে বসে আঁচল দিয়ে দেহের ঘাম মুচছে আর ছেলেকে বুকে দাপটে ধরে মাই দিছে।

হঠাৎ একটা চীৎকারে শিউরে ওঠে সকলে। কা করোথিস্ হারামন্তাদী লোক। আরো অনেক গোপন, অশ্লীল কথা যা মুখে আনা যায় না। এ ছাড়া অস্থানে চাগাছের লাঠির ছোঁওয়া। এরপর আর দেরি করে না ওরা, নির্বাকে উঠে যায় পাতি ওজনে। ছেলেটা কেঁদে ওঠে, ক্ষিধে ও পিপাসা তখনো মেটেনি তার। দেহ ছলিয়ে ছলিয়ে আরাম দেয় মা। একটু চুপ করে ছেলেটি, আবার কাঁদে আবার দোল দেয় তাকে।

একটা ঝন্ঝন্ শব্দ—কি যেন মাটিতে পড়ে। সকলেরই আকর্ষণ করে তা।

মুহুর্তে মোটাগলার একটা বিকট আওয়াজ ভেসে আসে—ড্যাম ব্লাভি ফুল্ ফকিং। কে কার ভয়স। হায় ? সোওয়াইন, প্যারট। পানীঅলা, কামদারী চাপরাসী মুন্সী সকলেই ছুটে আসে। রাগে গজগজ করছে সাহেব।

কানারু দি শুরু হয়। একজন বললো, ওকার ডামডিম ভেজলেক জুন।

পোকোয়া ঘাসী জিগ্যেস করে—কে কার আহে ?

করমপাল, সেও একজন গাড়িম্যান। এতক্ষণ মুচকে হাসছিল সে। কি জানি মনে মনে খুশি হয়েছিল খুব। তার মুখের হাবভাব দেখে তা বুঝতে পারে ভাওনাথ। মনে পড়ে ঐ করমপালও ভাকে মুখ ভেংচি কেটেছিল একদিন যখন হাসপাভালের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে গিয়েছিল সে। একটু জোরগলায় বলে ওঠে করমপাল —ভাওনাথকা ভয়সা আহে। এমন বে-আকেলে আর কে হবে? বাগানে এসেই ভয়সা ছটোকে ছেড়ে দিয়ে দবাবের মত এসে জারাম করছেন গাছতলায় বসে। আর ছেড়ে দিয়েছিস ভো ভয়সার সাথে সাথে থাকিসনি কেন? যেমন সাহেবের দালাল হয়েছিলি তেমনি ফল ভোগ কর এখন। ভাওনাথ শুনতে পায় এ-সব কথা। লক্ষামাখা মুখে একটা বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে তার। কেমন বিষয়, বিপন্ন থরথর ভাব। ভাবে—কোন কোন সেই অতীত মুগে বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করে বিভীষণকে ধরসদ্ধানী বানিয়েছিলেন আর আজও ধরে ধরে, সে দেখতে পায়, সেই বিভাষণ জন্ম নিচ্ছে! এরা আবার মাতুষ হবে? সভ্যিই ভো, অপরাধ করে চেকে রাধার চেষ্টা করা কি সমীচীন? আর সভ্যি বলতে কি—অপরাধ কি সে করেছে? আর গরু ভয়সার কি এ বোধ আছে? এ বোধ থাকলে তাদের গরু ভয়সার কি এ বোধ আছে? এ বোধ থাকলে তাদের গরু ভয়সা হয়ে জন্ম নিতে হতো না। একের জন্ম অপরের দণ্ড। আর ওরাই বা কি—গরু ভয়সার চেয়ে এমন কি বড় ওরা? গরু ভয়সা ক্ষতি করেছে এজন্ম ক্ষতিপুরণ দেবে কিন্তু এত রাগারাগি কেন?

অনেক চিন্তা করে শেষে এগিয়ে যায় ভাওনাথ।

বড়সাহেবের হাতে একটা লাঠি। লাঠি না নিয়ে কখনো বাগানে বার হন না ভিনি। এক এক সারি চা গাছের কাঁকে কাঁকে জল চলাচলের নালা। পদে পদে নালিতে পড়ে যাওয়ার জয়। সয় নালি হলে কি হবে, বেশ গভীর। বেটে লোক হলে ভাে ডুবে যাবে আর যারা লম্বা ভাদেরও বুক পর্যন্ত ভলিয়ে যাবে। বর্ষায় মাটি ধ্বসে নালি ভরে যায়, শীভে আবার পুনসংস্কার করা হয় ভার। এ ছাড়া বর্ষাতে অনেক সবুজ নরম লভাপাভা সমস্ত নালিওলাকে চেকে থাকে, নালা আছে বলে বাঝা যায় না। মনে হয় একখানা সবুজ ভেলভেট কার্পেট বিছানো রয়েছে। আবার শীভকালে যখন চা গাছওলো কলম করা হয় ভখন সেই কাটা ভালপালাওলো নালিভে পড়ে ভরভি হয়ে যায় ভা। যায়া বাগানে কাজ করে সব সময় ভাদের ভভটা অস্ক্রবিধা হয় না কারশ কোথায় কোন নালা আছে ভারা জানে ভা সাহেব বাবুরা সব সময় বাগানের মধ্যে চোকেন না, কালে ভদ্রে যদি চোকেন ভাকে নৈস্থিক ছুর্যোগ বলা যেভে পারে।

वज्ञाद्य यथनरे वाजान किया अकिट्य यान मन्छ वज् छूटी।

বিলেতা কুকুর থাকে তাঁর সঞ্চে। শিকারী কুকুর। তাদের লাল যোলাটে চোথের দিকে তাকালেই আত্মারাম থাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। কুকুর ছটো আশপাশের লোকগুলোর দিকে তাকায়, মাঝে মাঝে বড়সাহেবের দিকে। বোঝা যায় ক্রেট্রেছ অপেক্ষা করছে তারা।

এরমধ্যে পাতিওজন বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মণ ছর্মোগের আভাসে আতঞ্কিত, চোখে বিস্ময়কর চাঞ্চ্যা।

ভাওনাথ বললো, সাব মোকের কস্থর আহে, মাফ করবে।

সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে দলমান মুন্সী। সাহেব কিছু বলার আগেই সে ভার নেপালী ভাষায় বলে ওঠে—শালা, জানোয়ারকা কোরা শুনন্থ, বড়সাবকা গোড়মে ভেরো মুড় কুটন্থ।

চারিদিক থেকে অগুণতি গালিগালাজের বাণ ছুটে আসছে। শালা ধাঙ্ড, বেইমান, বজ্জাত আরো কত কি।

নিমুবারু অফিসে কাজ করেন। অফিসবারু। হাজরিবারু রামতক্ষও সেখানে দাঁজিয়ে। ওঁরা পাতি ওজন দিতে এসেছেন বাগানে। তিনি রামতকুবারুকে চুপেচুপে বললেন—কি জানি, আমাদের বরাতেও কিছু আছে ভাই। শালা, মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে সাহেবের। বিকেলটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয় ?

বড়সাহেব একটুক্ষণ কি ভেবে লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মারেন ভাওনাথের পায়ে। ভাওনাথ বসে পড়ে মাটিতে।

কি জানি, সাহেবের ইংগিত ছিল কিনা এতে, লাঠি দিয়ে বাড়ি মারার সঙ্গে সঙ্গে কুকুর হুটোও ষেউ ধেউ করে আক্রমণ করে ভাওনাথকে।

লাঠির যা আর কুকুরের কামড়ে কি কম ভুগেছিল সে? পুরো ছ'টি মাস। আগেই বাপ মা হারিয়েছে। সংসারে এখন শুধু স্ত্রী রুকমিন আর সাভ বছরের একটি মেয়ে স্কুর্মণি। ওরা ছ'জনে কিইবা রোজগার করে। দিনে সাড়ে চারআনা। এভে ওদের ছজনেরই খাওয়াপরার সংস্থান হয় না ভার আবার রোগীর খাওয়াদাওয়া আর ওরুধপত্তর। ভোগের পাঁচমাসের মধ্যেই ভয়সা, গাড়ি যা ছিল বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ভাওনাথের ইচ্ছা ছিল না গাড়ি ভয়সা বিক্রী করে। রুকমিন বলে, ভুমি সেরে উঠলে এ-রকম অনেক ভয়সা, গাড়ি হবে। আর সাভাই ভো, এই কয়মাস ঠিকমভ খেতে না পেয়ে ভয়সা হটোর মরার হাল হয়েছে, আর কিছুদিন এমনি চললে হয়ত মরে যাবে ওরা।

অমুথে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক জন্ধনা করনা করে ভাওনাথ। সে এ-বাগানে থাকবে না আর, যে করেই হোক এই নরপশুর কবল থেকে বাঁচতে হবে তাদের। ভুলে যায় গিরিবর্দ্ধের ছুর্গমতা, বক্তপশুর হিংস্রতা, পার্বত্য নদীর নির্মমতা ভুলে যায় অন্ধকারের মৃত্যু বিভীষিকা।

পায়ের ব্যথা সম্পূর্ণ সারেনি তখনো। শরীরে সামর্থ নেই। অনাহারে, অনিদ্রায় ও ছম্চিন্তায় পালোয়ানী দেহ একটা শুকনো পাতখড়ির মত হয়েছে।

মেমসাহেব এই খবর পেয়ে বড়সাহেবকে বলেন, বেয়ারার কাছে জানতে পেরেছি, সেই লোকটি নাকি বিছানাতে পড়ে যদ্ধণায় ধুঁকছে আর উপযুক্ত খাবার না পেয়ে কঙ্কালসার হয়েছে, কবে হয়ত হার্টফেল করবে সে। তুমি তো ওকে সিক হাজরি আর ওর জীকে অনায়াসেই নাসিং হাজরি দিতে পার। কেন, খামোখা অভিশাপ কুড়োচ্ছ ওদের ?

বড়সাহেব বিজ্ঞাপের হাসি হেসে বলেন, তুমি এখনো সেই ছোট্ট পপিই আছো ডালিং। তোমার মন এখনো নরম, একটুডেই অসম্ভবরকম হুয়ে পড়। ওদের হাড় বড় শক্ত, সহজে মরবার নয়। তারপর ওকে সিক্ হাজরি আর ওর জীকে নাসিং হাজরি দিলে একটা দম্ভর হয়ে যাবে। শেষে ঐ দেখাদেখি প্রভ্যেকেই চাইবে। আবার একটু হাসেন বড়সাহেব। বলেন, কমিশনও কমে যাবে এতে।

একটা বাঁশের টুকরো নিপুণভাবে চাঁচেছোলে নেয় ভাওনাথ। আগেই ছটি পুটলি বেঁধেছে রুকমিন। সেই ছটোকে বাঁশের টুকরোটার ছপাশে বাঁধে সে।

সুকুরমণির মনটা মোটেই ভাল নেই তা বুঝতে পারে সঝিনা। কিন্তু কি জন্ম তা জানে না সে। তুহাতে সুকুরমণির গলা জভিরে ধরে জিগ্যেস করে, ভোকের কা ভলেক, জান ঠিক নথে ? সুকুরমণি কথা বলতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চায় তার দিকে। চোখ ছটো চারপাশে বুলিয়ে নেয় একবার। জ্বোড়া ঠোঁট ছটোর বাঁধন খুলে যায়। কিছু বলবে মনে হয়। শেষে ঝাঁ করে সখিনার গলা জড়িয়ে তার বুকে মুখ লুকোয়।

এ কি তুই কাঁদছিস স্তুকু ? কাঁদিস নে। কি হয়েছে বল না। স্থিনার কণ্ঠও রোধ হয়ে আসে।

ওরা তুই বন্ধুতে রাস্তার যে জায়গাতে কথাবার্তা বলছিল সেখান দিয়ে আর একটা রাস্তা কেটে গেছে। ঐ রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলে একটা বড় লামপতির গাছ। সেই লামপতি গাছের তলাতে বসে ওরা খেলা করে রোজ, সুখতুঃখের গল্প করে।

স্থকুরমণি বলে, চল ঐ গাছতলায় যাই, একটু খেলা করিগে। খেলা করতে করতে বলে ওঠে সে, এই গাছটিকে কি তুই ভুলতে পারবি কোনদিন ?

স্থিনা বুঝতে পারে না কেন স্থকুরমণি এরকম আবোলভাবোল বকছে। সে বলে, খেলাতে কি জানি মোটেই মন নেই ভোর। এক চাল দিতে অশ্য চাল দিচ্ছিস ?

সুকুরমণি বলে, এই গাছটিও আমাদের বন্ধু। আমরা তিনবন্ধু।
আমরা খেলা করি আর গাছটি তা দেখে। পাতায় পাতায় ফিস্ফিস্
করে হাওয়ায় হাওয়ায় কথা বলে। আমরা ছাড়াছাড়ি হলেও যদি
কখনও এই গাছের নিকটে আসি কভো কথা মনে হবে আমাদের।
নয় কি ?

সবিনার মুববানা শুকিয়ে যায় মুহুর্তে। সে স্কুরমণিকে আবেগভরে জাপটে ধরে বলে, তুই ছাড়াছাড়ির কথা বলছিস কেন স্কুং

স্থুকুরমণি আর গোপন রাখতে পারছে না মনের কথা। তার চোখেমুখে একটা বলি বলি ভাবের ইংগিত।

এদিকে পাহাড় ডিঙিয়ে সদ্ধা নেমে আসে। কুয়াশার মন্ত অদ্ধকার সমস্ত দিগদিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে।

তোকের মাই বোলাথে বললে স্থিনা।

স্থুকুরমণির চোখে জল। আর চেপে রাখতে পারেনি সে

কাঁদো কাঁদো সুরে বললে, আমরা বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছি আন্ধ রাতে। কে জানে কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে আবার। কাউকে বলিসনে এ-কথা।

আলকাতরার মত নিক্ষ কালো অন্ধকারে শালবনের রাস্তাগুলো ডুবে গেছে। উপরে গাছের পাতাগুলো ঝিকমিক করছিল এভক্ষণ, এবারে সেখানেও অন্ধকার।

ছোট একটা ষর। ষিভীয় ষর নেই বাড়িতে। ছাউনি দেওয়াল খড়ের। ছয় ইঞ্চি উঁচু মেটে পোতা। একপাশে বাঁশখড়ের ভৈরি একটা খুদে দরজা। মাথা পেটে চুকিয়ে ঘরবার করতে হয়। জানালার বালাই নেই, দিনের বেলাতেই অমানিশা।

ষরের মধ্যে ছটি প্রাণী। মুখোমুখি চেয়ে। ছ'জনেরই এক ভাব, এক চিস্তাধারা, এক মন, এক রক্ত। অনেক বনজ্জল পার হয়ে তবে মাঝেরভাবরি বাগান। অনেক দুরের পথ। কমপক্ষে চিবিশ পঁটিশ মাইল হবে। সুকুরমণিকে নিয়ে যত ভাবনা।

এরমধ্যে সুকুরমণি এদে লক্ষ্টা জালে।

একটুক্ষণ বাদে ভাওনাথ ধর থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে রাস্তার দিকে তাকায় তারপর পাঢ়াপড়শির বাড়িগুলোর দিকে কান পেতে থাকে। রাস্তাতে লোকজন নেই। পাঢ়াপড়শিদের বাড়িগু নিঝুম।

সারা বাড়িটাতে ঝড়ের পরের একটা নিস্তব্ধতা এটা কাটা ওটা ছেঁড়া সর্বত্রেই একটা বিত্রস্ত এলোমেলো ভাব।

পুটলি ত্'টো সমেত বাঁশের টুকরোটা কাঁধে চাপায় ভাপনাথ।
মাদলটা নিয়ে আসে রুকমিন। নীরবে বিষয় চোখ চারটের পাডা
নড়ে। মাদলটাকে কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারে না ওরা। ঐ
সক্ষে তীর ধলুকও নেয়।

সুখনীর বেতের পেটারা থেকে তিন টুকরো শুকনো শিক্ত বার করে রুকমিন। তার এক টুকরো ভাওনাথকে দেয় সে। সেটাকে কোমরে বেঁধে নেয় ভাওনাথ। বাকি ছটো থেকে একটা সুকুরমণির মাজার লাল তাগির সজে বেঁধে দেয় রুকমিন আর অক্টা নিজের কোমরে বাঁধে। এ যে কিসের শিকড় তা ওরা জানে না কেউ। স্থানীও জানতো না। এই শিকড় ক'টি নাকি একটা গাঁওতাল মেয়ে দিয়েছিল তাকে। এটা কোমরে পাকলে নাকি সাপপোকে কাটে না।

যাত্রা শুরু হয়। বনের হিংল্র স্তর্নতার বুকে রাত্রির ভয়াল দ্রমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের বুকে বিন্দুমাত্র আলোর চিহ্ন নেই শুরু ছ'চারটে জোনাকী জলছে আর নিভছে। তাদের সেই আলোভে চারপাশ ভাল করে দেখে নেয় ভাওনাথ। মনের ত্রাস অল্পমাত্র দূর হয়, দেহে বল পায় খানিকটে। আকাশ দেখা যায় না, বনের গাছপালা তাকে ঢেকে রেখেছে তরু উপরের দিকে ভাকায়। অনেক ভারা জলছে। সেখানে অন্ধকার নেই, আলো আছে। সেই আলোভে নিচের সবই দেখতে পাছে আকাশ। উপরের ঐ আকাশ আর এই গভীর অরণ্যই ভাদের যাত্রাপথের সাক্ষী রইছে, আর কেউ নেই ভাদের।

অন্ধকারে পাথরের বনজঙ্গলের কাঠখড়ির, শাল পানিসাজ, খাঁকড় খয়েরের হোঁচট খেয়ে পড়ে বার বার। পার্দ্ধের ছাল উঠে যায়। মরা ঝরা পাতায় ভরতি পথ। সাপ পোকা মাকড়ের নিরাপদ বাসস্থান। পাতার শপ্শপ্ শব্দে নড়ে চড়ে ওঠে সেগুলো। পায়ে একটা হিমশীতল স্পর্শ অন্থভব করে। চমকে ওঠে। পা ঝাড়ি দিয়ে চলতে থাকে আবার।

বনের বুকচিরে শীভের নিশুজ বিশীর্ণ নদী দুরুদুরু কম্পিতবক্ষে বয়ে চলেছে। তার বুকে কুয়াসার বিশ্বত আন্তরণ। কত জল ঠাওর করা যায় না। অতি সাবধানে পা ফেলে নদী পার হয় ভারা। একে বরফগলা ঠাণ্ডা জল তার ওপর বনের কদর্য হিম হাওয়া ভাদের সমস্ত দেহে যেন সুঁচ কুঁড়ে বরফের কুচি পুরে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা বরফজল হয়ে গেছে রক্ত। সমস্ত শরীর বিবর্গ ফ্যাকাশে।

নির্জন বনপথে চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকার ভাওনাথ।

ঐ কি সেই বরবাড়ি ? ঐ বে দেখা যাচ্ছে গুদোমবর, তার
আকাশ ছোঁওরা কালো চিমণি ওগুলো কি সেইসব যার বাঁশী বাজলে

প্রাণে একটা অপূর্ব ম্পন্দন দিত, মনে জলতো সোনার প্রদীপ আর উদ্দাম উন্মত্তে পতকের মত ছুটে যেত ওরা। আর আজ ওগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটা কববখানা। এর হিমনীতল হাওয়া লেগে সমস্ত দেহও মন অসাড়, অবশ হয়ে পড়ছে। চারিদিকে তথু ধ্বংস আর ভগ্নন্ত প!

অঞা ভার ভার কঠে জিগ্যেস করে রুকমিন, আমাদের এই যে মর্মান্তিক বেদনা একি এই মাটিকে স্পর্শ করবে না কোনদিন ? সকলকেই বুঝি আমাদের মত নিজের ধরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে ভীরু কাপুরুষের মত ?

ভাওনাথ বলে, সকলকেই চলে যেতে হবে একদিন। যঙদিন কাজ ততদিন নাচ।

জানি, সবই বুঝি। কোম্পানী তাদের স্বার্থের জন্মই এই ধরবাড়ি দেয় তবু যেন কেন মনে আসে এ-কথা।

ভাওনাথ বললো, আমাদের জীবন যে এখানেই শুরু, এর মূল পত্তনটাও যে এই মাটিতে তাই এই মাটির মায়া তার গন্ধ, বাতাস ভুলতে পারিনে কিছুতেই। মানুষ মরে এ কথা সত্য কিছ আশারা মরে না। তার বীজ রয়ে যায়, স্বাক্ষর, থাকে মাটিতে। এমন দিন হয়ত একদিন আসবে তখন আমাদের আর এমনি করে ধ্রবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে না।

হঠাৎ বিলাসীর কথা মনে পড়ে রুকমিনের। তার কি হবে তার তো আপন বলতে বাগানে রইলো না কেউ। অসুখবিসুখ হলে কে দেখবে তাকে ?

রুকমিন অনেকসময় কথা কইছে না দেখে ভাওনাথ জিগোস করে, কা ভাবোথিছ ?

ক্রকমিন জবাব দেয়, মাইকা লাগি দিলঠো ঠিক নেই লাগোথে। ভাওনাথও গদ্ভীর হয়ে পড়ে। এতক্ষণ সভ্যিই বিলাসীর কথা মনে পড়েনি ভার। সে বললো—ভাগ্যিস, ও বাগানে ছিল না, ভাইয়ের বাড়ি গিয়েছে, ভা না হলে ভাকে ছেড়ে আসা অসম্ভব হতো।

স্কুরমণি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। তার সারাদেহে বিছুটি

লেগে চাকা চাকা হয়ে কুলে উঠেছে। চুলকোচ্ছে আর কাঁদছে সে। সান্ধনা দেয় রুকমিন। ছঃখের পর স্থা। দিন আসবে আবার, কাঁদিসনে।

ভাওনাথ ও রুকমিনের ভয় যদি কাঁদার শব্দ পেয়ে কেউ এসে ধরে ফেলে ভাদের? এভক্ষণে হয়ত খবর পেয়ে ম্যানেছার লোক পাঠিয়েছেন।

এরমধ্যে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে তারা। পথকান্ত দেহ অলস, অবশ। সুমে চুলুচুলু চোখ। ঢলে পড়ে বারেবারে। আবার কেঁদে ওঠে সুকুরমণি। বলে, আউর নেই স্থাকবো মুই।

ক্লকমিন ম্লান চোখে পুবের দিকে তাকায়। মনটা একটা খুশিতে হেসে ওঠে। স্থকুরমণির পানে ফিরে বলে, আউর দেরম নখে মাইয়া। ঐ তো প্রভাতী তারা উঠেছে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাছে।

ভাওনাথও আকাশের দিকে চেয়ে দেখে রাত আর কত বাকি।
একটা তারা খদে পড়ে আকাশ থেকে। তারাটা মনে হলো
বনের মধ্যে এসেই পড়েছে। একটা অজ্ঞাত আতক্ষে বুকটা কেঁপে
ওঠে ভাওনাথের। হঠাৎ সরষে ফুলের গন্ধ পায় নাকে।
এই ঘনবনের মধ্যে সরষে এলো কোথা থেকে তাহলে নিশ্চয়ই
লোকালয়ের অভি নিকটে এসে পড়েছে ওরা। মনটা আনন্দে
নেচে ওঠে। কাছেই মাঝেরভাবরি বাগান। সোমরা থাকে
সেখানে। সে দুর আজীয় ওদের। ভাওনাথের মামার শালা।
এ পনর ষোল বছর আগের কথা। সে দেশে থাকতো তখন।
ভার মামার সজে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেত। ভাওনাথও
ছ'চার বার ওদের বাড়িতে গিয়েছে। জানাচেনা ভালোই আছে
ভবে অনেকদিনের অদর্শন।

এদিকে ভার হয়েছে। পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে মাধার ওপর দিয়ে। তথনও আবছা আঁধার দুরের কিছুই দেখা যায় না সুস্পষ্ট। রাস্তার ধারে লোকের ভিড়। কাঁচি কাঁচি খাঁচি খাঁচি আওয়াজ আর লোকগুলোর গুঞ্জন শুনতে পায় ওরা। ওদের বুঝতে দেরি হয় না ওটা টিউব অয়েলের শব্দ আর ঐ লোকগুলো এসেছে জন নিতে। ওদেরও তো এই একই হাল ছিল দলমালনগরে। একটা লাইনে কেবল মাত্র একটা জলের কল। তা থেকে জল নেয় কমপক্ষে একশো পরিবারের লোক। একবার এক ঘইলা জল নিতে আধা ঘণ্টার ফের!

ওরা দেখতে পায় একটু দূরে কলসী কাঁখে একজন স্ত্রীলোক হনহনিয়ে জলের কলের দিকে ছুটে আসছে। ঐ একই পথ। এক্সনি ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আতক্ষে প্রাণ ছুরুছুরু কেঁপে ওঠে ওদের। অন্ত উপায় নেই। স্ত্রীলোকটি নিকটে এলে নিতান্ত অসহায় চোখে ভার পানে চেয়ে ভাওনাথ জিগ্যেস করে, সোমরা দফাদারকা ভেরা কোনে আহে ?

স্ত্রীলোকটি তো অবাক? অচেনা অজানা এই লোকগুলো কারা? এর আগে এদের কাউকে তো দেখেনি সে!

এই স্ত্রীলোকটি অক্ত কেউ নয়, সোমরার স্ত্রী ডুভন। এরপর ডুভন ধরে নিয়ে আসে ওদের।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচে ভাওনাথ। কারো সঙ্গে পথে দেখা হয়নি আর কাউকে জিগ্যেস করতে ও হয়নি কিছু। তা না হলে হয়ত এতক্ষণের মধ্যে বাগানের চৌকীদার এসে হাজির হতো।

সেই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন একটা আলো বাডাসহীন বদ্ধ ঘরে আটক থাকা কী ছ:সহ! হাঁফিয়ে ওঠে ওরা। বিকেলে এক কাঁকে একটু উঠোনে বেরিয়েছিল স্থকুরমণি ওরা ওদের স্থপতঃখের গল্প করছিল ভাই ভার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়া লক্ষ্য করছে পারেনি। রান্তায় দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। সে স্থকুরমনিকে দেখতে পায়। একটা কথা বলেনি স্থকুরমণির সক্ষে। একটু হেসে এক দৌড়ে ভাদের ঘরে চলে যায়।

মুখখানি কাচুমাচু করে ঘরে আসে স্কুরমনি।

এরমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কর্মসান্ত সমন্ত লাইন নিঝুম, বরবাজি অন্ধকার। মাটির প্রদীপ বা টিনের লক্ষ একটাও অলছে না।

সোমরা ও ডুভন উভয়েই ধুব ধুশি হয়েছিল ওদের আসাতে। যরে ছই ঘইলা হাঁড়িয়া ছিল,। ডুভনই তৈরি করেছিল তা। এবারে হাবহার হবে তার। সবাই মিলে বেশ গোল হয়ে বসে ওরা। মাঝখানে একটা হাঁড়িয়ার ঘইলা আর একটা পিতলেবাটি। ঘইলা থেকে সেই পিতলে বাটিটা ভরে হাঁড়িয়া ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করছে ছুভন। নিজেও মাঝে মাঝে পান করছে। একটুক্ষণ বাদেই বেশ জমে ওঠে আসর। প্রাণ রঙীন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ছুটোও। সোমরা ভাওনাথের মাদলটি টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসিয়ে মাধা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধুব জোরে জোরে কয়েকটা চাটি মারে।

হঠাৎ একটা গুরুগন্তীর গলার আওয়াজ শুনতে পায় ওরা— সোমরা. এই সোমরা।

এই ডাকে চমকে ওঠে সোমরা। নশা ছুটে যায় সেই মুহুর্তে।
চোর্ব ছটো বড় বড় করে কাঁপাগলায় ভয়ে ভয়ে বললো, হাবিলদারজী!
এতনা রাভ্যে কা হল্লা হোভা সোমরা ?

সোমরা কাঁপছে।

ভাওনাথ এগিয়ে যায় তার দিকে। সাম্বনা দিয়ে বলে, ডর নথে জুন। নিজের জন্ম তোমাদের অমঙ্গল ডেকে আনবো না।

এরমধ্যে হাবিলদার পুরণিসিং ঘরের মধ্যে ঢোকে। হাতে ছয়কুটে লম্বা একটা তেলপাকানো বাঁশের লাঠি। তীক্ষ কর্কণ স্বরে জিগ্যেস করে, কোন হায় এ-লোক ?

মোকার মইমান আহে হাল্দার সাব্। সোমরার স্বর মিনভিমাখা, চোথ ছুটো ছলছলে। শুধু আজকার রাভটা আর কাল থাকবে, পরশু ওদের বাগানে চলে যাবে আবার।

হাবিলদার জোরগলায় একটা ধমক দিয়ে বললো, থাম শালা। হামকো গউয়ু মালুম করতা হায়? মইমান হনেছে কাহে এতনা ঝিটিমিটি লিয়কে আয়েগা? বল্ জলদি বল্ কাহা ভাগ যাতা হায়? কোন বাগান থেকে এসেছে এরা ?

সোমরার সমস্ত দেহ তথনও ভীরু ধরগোসের মত কাঁপছে। কথার উত্তর নেই মুখে।

হাবিলদার ভার শক্ত নাগরা জুভোপরা ডান পা'টা দিয়ে একটা ধাকা নারে, সোমরা টাল সামলাতে পারেনি, ছুম্ করে মাটিডে পড়ে যায়। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে ভূভন।

হাবিলদারের সেই যমদুতের মত চেহারা দেখে একটুও ভয় খায়নি ভাওনাথ। তার সমস্ত দেহে একটা আগুনে বিক্ষোপ। চোখ মুখ দিয়ে কুটে বেরুচ্ছে রাগ, ঘুণা ও ধীকার।

রুকমিনের চোধের মণি চঞল। জলের চেউ খেলছে ভাতে। ভাওনাথ এগিয়ে আসে হাবিলদারের কাছে। একেবারে সামনে। মুখোমুখি হয়ে নির্ভয়ে বলে, যে শাস্তি হয় আমাকে দেও হাল্দার সাব্। ওর কোন কস্তর নেই।

রুকমিন মুখ সুরিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। তার বড় ভয় কি জানি ভাওনাথকেও মারবে এই পাষওটা। সে মুহুর্তের মধ্যে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

আগেই বুমিয়ে পড়েছিল স্থুর্মনি। হলাহলি শুনে বুম থেকে চমকে ওঠে সে। দুরে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোথ করে কাঁপতে থাকে।

হাবিলদার রেগেছিল খুব। জলন্ত আগুনের টগবগে জ্বলের
মত টগবগিয়ে ওঠে সে কিন্ত হঠাৎ তার উল্পত যটি আন্তে করে
মাথা ক্যে পড়ে মাটিতে আর রাগত রক্ত চক্ষুর কোণে ভেসে ওঠে
"একটা স্মিগ্ধ শান্ত চাওয়া ও পাওয়ার আভাষ। পিপাসাভরা
চোখের পলক পড়ছে না তার। রুকিমিনের কুটন্ত যৌবনের কল্লোল
যেন তার প্রাণের স্তরে ন্তরে সমুদ্রের ফেনায়িত তরজের মত বিচিত্র
ভঙ্গিতে খেলতে থাকে।

হাবিলদারের ইচ্ছা হয় ওদের এই আসরে সেও মিশে যায়, মদ খায়। এমন অনেকদিন করেছে, মনস্কাম ও সিদ্ধ হয়েছে ভার। সোমরাকে জিগোস করে, আউর হাঁড়িয়া হায় ?

সোমরার প্রাণে জল আসে। সে কাঁপতে কাঁপতে শান্তগলায় জবাব দেয়—হায়, খায়েগা ?

আবার সুরু হয় মদখাওয়া।

ষরের পশ্চিম শেষ প্রান্তে বসে রুকমিন। হাবিলদারের ভাবভঞ্জি আদৌ ভাল লাগেনি ভার। কটমটিয়ে হু'একবার এ-কথা সেইসারা করে জানিয়েছে ভাওনাধকে।

বেশ মাতন লেগেছে আসরে।

একটু একটু করে সরে আসে হাত্রিক্রের। রুকমিনও সরে। একবার ঝাঁ করে রুকমিনের গায়ের ওপর চলে পড়ে সে। রুকমিন ধাকা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

ভাওনাথ মাতেনি তেমন। রুকমিনের ইসারায় গা ঝাঁড়ি দিয়ে ওঠে। সিংহবিক্রমে আক্রমন করে হাবিলদারকে।

হাবিলদার তো অবাক। জীবনে কোনদিন কোন কুলির এ-রকম সাহস ও শক্তির পরিচয় পায়নি সে। রাগে গজগজ করতে করতে স্থানত্যাগ করে হাবিলদার। একটা নিস্তব্ধ মুহুর্তে। সকলেই স্বস্থ ভাগ্যগণণায় ব্যস্ত।

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটা নক্ষত্রপাত হয়। আতকে ওঠে সবাই। লঠন হাতে কে যেন আসছে। নিশ্চয়ই লোহরা, অনুমান করে সোমরা।

কাছে এলে দেখতে পায় সভািই লোহরা। সে ভার কালো ভেল কুঁচকুঁচে দেহটিতে একটা দোল খেলিয়ে বলে, ভোকের ডেরামে মুই পাহারা দিবু আব্।

ভাওনাথের কাছে তাদের বাগান ছেড়ে পালাবার কাহিনী আগেই ভনেছে সোমরা।

লোহরা জাভিতে লোহার। তার পর সোমরাদের দেশের লোক। ইচ্ছা হয় নিসকোচে সব কথা খুলে বলে তাকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনস্থির করে, না, তা হয় না। মাঝখানে থেকে হিতে বিপরীত হবে। সব শিয়ালের এক ডাক। এতে কোন লাভ হবে না তার বরং লোহরার হয়ত পদোয়তি হবে অথবা বকশিস্ পাবে সে।

নিরঞ্জনবারুর কথাগুলো মনে পড়ে ভাওনাথের। বড়বারু পিনাকবারু তাঁকে বলেছিলেন, পেটের দায় বড় দায় নিরঞ্জন। সভিা, পেটটা নিয়েই যত জালা তাই অনেক সং হয় অসং।

বাগানের চারিদিকে রক্তচোষা। নি:সংশয়ে পা ফেলবার উপায় নেই। এক ফাড়া কাটালে মনে হয় বাঁচলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা এসে হাজির হয়। স্বস্তির শাস ফেলতে দেয় না।

ভাওনাথের মনে হয় নিশ্চয়ই তার জন্ম হয়েছিল শনির দশাতে

তাই তার সারা জীবনটা যেন তেমন সহজ ও স্বচ্ছেশ নয়। এও লোকজন থাকতেও তার মনে হয় এই পৃথিবীতে একান্তই একা, নি:সহায় সে। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল আসে। কুঁক ছেড়ে কাঁদলে পাষাণচাপা বুকটা অনেক হালকা হতো কিন্তু তা পারে কই সে? এই পৃথিবীর সব কিছু যেন তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলেছে, একটার পর আর একটা ফ্যাসাদ। ফ্যাসাদের অন্ত নেই। একটা স্বন্তির নিশ্বাস ফেলবার অবসর পায় নাসে। বুকটা দপ্দপ্ করে ওঠে, স্বাসক্রদ্ধ হয়ে আসে।

সকাল আটটা। অফিস প্রাঙ্গন। কৃষ্ণচূড়া গাছটাতে লাল আগুন জ্বলছে। ফুল ভরতি গাছ। লাল ফুলের আভা পড়েছে সারা অফিস প্রাঙ্গন ও অফিস ঘরের দেয়ালগুলোতে। ঘরের মধ্যেও চুকেছে জানালা দরজা দিয়ে। কী শীতল ছায়া আর মৃত্ শান্ত হিম হাওয়া। গুদোমটা নি:সাড়ে ঝিমুছেে। কলকজা স্থবির, নিমীলিত। অল্প পাতি তাই মলাই শুরু হয়নি তথনা। আয়োজন চলছে, তু'একজন লোক আসছে কাজে।

ভাওনাথের খুব ভাল লাগে এই পরিবেশ। হৈটে নেই, নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ। চুপ করে কি ভাবছিল সে। গাছ থেকে একটা লাল কুল ঝরে পড়ে তার মাথার ওপর। চমকে ওঠে। নিমিষের মধ্যে ঠাণ্ডা চোধ ছ'টো আগুনে রঙে রাঙিয়ে ওঠে তার।

অফিসের বারান্দার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাবিলদার পুরণসিং, আর মরের ভেতরে ম্যানেজার টেরিং।

ও কি ম্যানেজারের চোখ গুটো অমন কেন ? কার দিকে চেয়ে আছেন তিনি ? ভাওনাথের দিকে তো নয়, মনে হয় রুকমিনের দিকে। হয়ত টেরা হবেন সাহেব। সন্দেহ হয়, কই টেরা সাহেব ভো নজরে পড়েনি ভার কোনদিন। বেশ ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। মনে মনে খুশি হয় ভাওনাথ।

টেরিং জিগ্যেদ করেন—কা, হেঁয়াপর কাম করেগা ? টেরিং যে টেরা নন এবারে ভা বুঝতে পারে ভাওনাথ। কৃত্রিমভাবে তাকিয়েছিলেন রুকমিনের দিকে এবং প্রশ্নও করেছেন তাকে।

রুক্মিন কোন জবাব দেয়নি, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

টেরিং হাসতে হাসতে জিগ্যেস করেন আবার, হালকা কাম। হামারা মালী বাড়িমে। তাঁর এ-হাসিতে একটা গোপন আবেদন কুটে ওঠে।

ভাওনাথ উত্তর দেয়, হামিলোক হেঁয়াপর কাম না করবু।

হাবিলদার নীরব ছিল এতকণ। এবাবে বলে ওঠে, বছৎ কুটানিঅলা হছুর।

ত্বাসার মত লালচোধ করে বললেন টেরিং কুটানি ভেঙে দিচ্ছি একুনি।

गारिनष्मादित हिनियन उपने विकास कि जिति। त्यथिन कि जानि व्यारारे निय्थं दिर्थिहिलन हिनिः। त्यही शास्त्र हिन्द्र हिन्द्र दिर्थिहिलन हिनिः। त्यही शास्त्र हिन्द्र हिन्द्र विकास विकास हुँ एक क्या विभाव शास्त्र विवास विकास हुँ एक क्या विभाव हिन्द्र विकास वि

ভাওনাথ দেখতে পায় অফিস ধর থেকে উকিঝুঁকি মারছে বাবুরা। ভাদের কৌতুহলি চোখের পলক নেই।

ক্ষণিক বিহ্যতের আলোর পর জমাট অন্ধকার। শুধু বিক্ষোপ আর বিদ্রোহ। মনটা একটা আগুনের চুলো। হয় নিজে পুড়বে নতুবা অপরকে পোড়াবে।

मलमाननशस्त्रत अर्थ किङ्कमूत त्यर७३ ७८मत त्यशे इत्र त्मथताल तिः

ও আরো তিনজন লোকের সজে। দেওরাল সিং, চৌ। তার আর এই তিনজন দফাদার। এদের সকলকেই চেনে ভাওনার। এরা স্বাই দল্যাননগরে কাল করে।

বনের ব্রুকের ওপর দিয়ে হিংল্স রাস্তা। বাব ভাসুকওলো বেন হা করে চেয়ে আছে। গাছগুলো প্রেভাদার হাসি হাসছে হি হি করে। একটু যদি দয়ামায়া থাকে এদের। মুখে বাঁকা ঠোঁটের চাপা হাসি। ঠাটা বিজ্ঞপাদ্দক হাসি, আনিশ্দেরও অকুরণ উৎস আছে এতে। মনের থোরাক পেয়েছে, পেটের সুধার নির্তি হয়েছে ওদের।

দেওয়ালসিং জিগ্যেস করে, কা কাম থিয়ো ভাগনেকো? কি হয়রানিটা হোলি বলভো। ভোগের ভো শেষ হয়নি, কে জানে বাগানে গিয়ে কি বক্শিস পাবি আবার ?

ভাওনাথের মন চায়না এ-সব কথার উত্তর দিভে, সে ভাবে, ভোমাদের মত দালাল থাকতে বকশিস্ না পাওয়াটাই ভো আশ্চর্যের কথা। জ্বাবটা কঠ পর্যন্ত এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজের ভবিশ্বৎ ভেবে নয়, রুকমিন ও সুকুরমণির কথা ভেবে।

বাগানে আসার পর ভাওনাথ দেখতে পায়, যতটা আশা করেছিল সে ভডটা হয়নি শেষ পর্যন্ত। তথু একটুখানি ধুলোঝাড়া। ধুলোঝাড়া বৈ কি? হাভের লাঠিটার একটা মোলায়েম শর্শন মাত্র।

সেদিন ছিল মিসেস মঙ্কের জন্মদিন। অনেক বন্ধুবান্ধৰ এসেছিলেন ভাঁদের। সকাল থেকেই বাংলোভে প্রচুর ধুমধাম, নাচ গান হলা চলে।

বিকেল বেলা। সূর্য তখন পশ্চিমে ডুবুডুবু। বন্ধ অনেকগুলো বন্ধবান্ধব নিয়ে অফিসে আসেন।

দেওয়ালসিং গিয়ে একটা নেলাম ঠুকে বলে, হস্কুর, ভাওনাথদের রাস্তাতেই পেয়েছি আমরা। ওরা গিয়েছিল মাঝেরভাবরি বাগানে। এই বলেই টেরিংএর চিঠিটা এগিয়ে দেয় সে।

গুদোৰ ও অফিস থেকে বাইরে এসে দাঁছিয়েছে অনেক লোক।

वादा। व्यत्नदेक रहत्त्र वार्ष्ट् भानामा मन्नपात्र कांक पिरतः। नकत्मरे व्याकः। मरकत्र रेखिशारम् ॥ नाकि अकहा विष्यतः।

বন্ধ একটু মুহু হেলে আন্তে করে হাতের লাঠিটা ভাওনাথের গামে ছুইয়ে বললেন, আউর ঐছা নেই করেগা। কাদছে কামমে যামেগা।

चात्र चात्र गार्ट्स त्मर्थला रहा रहा करत्न (हर्ट्स एठिन। स्क्ष्य हार्ट्सन अक्ट्रे। স্থকুরমণি ফিরে এসেছে জানতে পেরে সখিনা এক দৌড়ে ছুটে জাসে তার সজে দেখা করতে। ছোট লাল টুকটুকে শাভির মধ্যে একটা পাকা কলা লুকিয়ে আনে সে। কাজ থেকে ফিরলে ভার মা ভাকে খেতে দিয়েছিল সেটা। স্থকুরমণি এসেছে এ-খবর পেয়ে একা একা কলাটা খেতে মন সরেনি ভার। এসেই আন্ত কলাটা স্থকুরমণির হাতে দিয়ে বলে, লে-খা।

ফু'জনে পরস্পরের দিকে ভাকিরে থাকে অনেকক্ষণ। ভাদের সাক্ষাৎ যেন আকস্মিক, বহুদিনের পর। কলাটা হাভে নিরে স্থিনার দিকে চেয়ে থাকে স্কুর্মণি। ওদের চোথের সামনে কভ অভীত ও ভবিশ্বতের ছবি।

সখিনা আবার বলে, লে-খা।

এতক্ষণ কোন কথা কয়নি স্থকুরমণি। এবারে জবাব দেয়, ভোয় লে আউর মোকে থোড়া এইছে দে। কলা সমেত হাতটা সধিনার দিকে এগিয়ে ধরে স্থকুরমণি।

স্থিনা কলাটা নেয়। খোসা ছাভিয়ে ছু'ভাগ করে সেটাকে। ভাগ ছটো সমান নয়। হয়ত এটা ভার নিজেরই অভিপ্রায়। বড় ভাগটা সুকুরমণিকে দেয়।

এরপর কলা খেতে খেতে সেই গাছটার ধারে যায় ওরা।
গাছটা হাসছে, পাভা নড়ছে। ওরা উভয়ে হাসে—গাছটার ছায়াভে
পাশাপাশি বসে গর করে। সখিনা বিশ্বয়ের চোখে চেয়ে চেয়ে
ভক্রনাণর কথা শুনছে। অকুরম্ভ কথা। বনজন্স, নদীনালার
কথা, মাঝেরভাবরি বাগানের কথা। সেখানকার সেই মেয়েটির
কথা। শেষে ওদের চমক ভাঙে রুকমিনের ভাকে।

এরমধ্যে ছটো ভাত রারা করেছে রুক্রিন। সুকুরমণি বেভেই ছোট একটা পিতলের বার্টিতে চারটে ভাত, খানিকটা হুন আর একটা কাঁচা লকা দিয়ে রুক্রিন বললো, আব্ খায় লেবে মাইয়া। সখিনাও এসেছে স্কুরমণির সঙ্গে। একবার সখিনার পানে চায় সে, পরক্ষণেই রুকমিনের দিকে। সখিনা ভার মনের ভাব বুঝাডে পেরে বলে, লে ভোয় খা আব্, মোয় ঘর যাবু।

च्च्रत्रमि ७४८ना गिथनात पित्क छाकित्र चाह्य। गिथना वनत्ना, चामि এको चार्श थिताहि।

এর কিছুদিন বাদে উত্তরের হিম হাওয়া বইতে থাকে। কাভিকের প্রথম। এরমধ্যে বিলাসী তার বরে ফিরে এসেছে আবার। ওদের পলায়নের গোটা কাহিনীটা শুনে হেসে বলে, মোকের ছোড়কে কাহা যাব ?

এরপর হঠাৎ স্থকুরমণির জর হয় একদিন। কাজ থেকে জর গারে ঘরে ফেরে সদ্ধায়। সকালে গা মিসমিস করেছিল, বমিও করেছিল একবার। রুকমিনকে বলে, জানঠো ঠিক নেই লাগোথে আজ, কামমে নেই যাবু।

ক্লকমিন রেগে বলে, কাজে না গেলে খাওয়া আসবে কোপথেকে? ভাওনাথের ভাল লাগেনি রুকমিনের কথা। সে বলে—পাক না, কাজে নাইবা গেল আজ—বমি করছে?

রুচ্মরে রুকমিন বলে, অতো দরদ দেখিয়ে মেয়েটার মাথা থেয় না বলছি। পাস্তা ভাত আছে হাঁড়িতে। ধরের কোণের লভা গাছ থেকে একটা কাঁচা লভা দিয়ে ছটো ভাত খেলে বমি সেরে যাবে।

কচি মেয়ে, কিই বা বয়স ওর যে কাজ করে খাবে। ওর ভা এখন পুতুল নিয়ে খেলা করবার সময়। জীবনকে ধীকার দেশ্ব ভাওনাথ। বাপ হয়ে এই কচি মেয়েটিকে খেতে পরতে দিতে পারে না সে। তার খরচ সে নিজে রোজগার করে। গায়ে খেটে অমাস্থাধিক পরিশ্রম করে পায়ের যাম মাথার তুলে। কয়েক কোঁটা জল গভিয়ে পড়ে চোখ থেকে তার।

পুরো ছ'দিনের মধ্যে একবারও জ্বর রেমিশন হয় না স্কুরমণির। কমেওনি একটু, একভাবে দাঁড়িয়েছিল। সাঝে সাঝে ভুল বকতে থাকে। छाउनार्थ क्रकार्यन क वरम, छाङात्रवां ठीन् मावारे मानवू।

রুকমিনের কথার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না ভাওনাধ। আবার অলুযোগ করে বলে, ওকের দাবাইখানামে না ভেজরু, দাবাই লান্বু আব্।

সদ্ধ্য উত্তীর্ণ হয়েছে। পশ্চিমের আকাশটার লাল আভাটুকু অনেক আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। তথন বিক্ষিপ্ত ছু'চারটে তারা জলছে মিটমিট করে সেখানে। রাস্তার ছ্থারের বাসক-গাছগুলোর অন্ধকার ছায়া এসে পছেছে সমস্ত রাস্তাটার ওপর। বাসকের উপ্র গন্ধ থৈ থৈ করছে। সেই রাস্তা ধরে উপ্র গন্ধ ভ কভে ভাঁকতে ভাক্তারবারুর বাসায় গিয়ে ওঠে ভাওনাথ। তথন বোলা বারাশায় বসে আর কয়েকজন বারুর সঙ্গে ভাস থেলছিলেন ভিনি। ভাওনাথ দূর থেকেই শুনভে পায়—টু নোট্রাম্পস, থ্রি ভায়মগুস, ব্যি ক্ষেড্স, নো বিভ। ফোর স্পোড্স।

র্মেশবারুর হাত টেনে ধরেন ডাক্তারবারু। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন ফিন ফিল্ করে বললেন ভারপর একটা ভাসে আঙুল দিয়ে কি ইসারা করেন।

অশান্ত মন কিছুতেই মানতে চার না। অনেক্ষার ভাকতে ভাকতে শেষে জ্বাব পার ভাওনার্থ—দাঁড়া বাপু, একটু দাঁড়া।

এরপর বিনিট বিনিট করে ঘণ্টা কেটে যায় তবু আসন ছেছে ওঠার নাম নেই ভাজারবাবুর। অবৈর্ব্য হয়ে ওঠে ভাওনাধ। একটু অপেকাৰত চড়া গলার বলে—ডাজারবাবু, হাবারা লেডকিকা...৷

ভাজারবার একটা ঝংকার দিয়ে বলে ওঠেন, অসভা জানোয়ার কোথাকার, ভূত। বোড়ায় চড়ে এসেছিস বুঝি? এই বলে বরে চুকে একটা পিল এনে ভাওনাথের হাতে দিয়ে বলেন—যা, এইটে খাইয়ে দিস গিয়ে। কাল সকালে হাসপাভালে এসে খবর দিস কেমন থাকে।

ভাওনাথ অবাক হয়, সন্দেহ জাগে মনে, রাগও হয় আবার।
একি ব্যাপার—রোগীর কথা শুনলেন না কিছু, পরীক্ষা করলেন
না ভাকে ভবে কেমন করে ওরুধ দিলেন ডাক্ডারবার। এলোমেলো
কি একটু ভেবে কাকুভিমাখা স্বরে জিগ্যেস করে—একবার গিয়ে
দেখবেন না ডাক্ডারবার ?

এ-ক্থায় তেলেবেগুনে জলে ওঠেন ডাক্তার। বলেন—শালা, শুয়োর কোথাকার, আমি বুঝি ভোর চোদ্দপুরুষের চাকর যে 'ভু' বললেই কুকুরের মত যখন খুশি দৌড়ে যাবো?

দ্ধান মুখে বরে ফিরে আসে ভাওনাথ। ভাক্তারবারুর কথার জবাব সে দিতে জানে, সময় এলে দেবে একদিন। তুমি কুকুর কি মালুষ সে-কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সাহেব ভেকে পাঠান ভোষাকে। তখন তো তোমার কাছা এঁটে পরার কথাও মনে থাকে না।

চারদিন কেটে গেল। একদিনের জন্তুও জর পড়লো না একটু।
ওরা স্বামীন্ত্রী উভয়েই খুব বিচলিভ হয়ে ওঠে। স্থকুরমণির সেই
জল টলটলে নধর চেহারা শুকিয়ে চিপলে মেরে গেছে। ভার
ন্তিনিভপ্রার বিবর্ণ চোখের দিকে জার ভাকাতে পারে না ওরা।
ক্রিক্টা বলে, হলদিবাড়ির চামরু মভিকে দেখালে হয় একবারটা ?
সেদিন ভো সর্দারের বাড়িভে এলে। লৈ ভার ছেলের ঝাঁকরি করতে।
একদিনে ভাল হয়ে যায় ছেলেটি। চামরুকে জামার খুব বিখাস
হয়, ভাল ওবাঁ।

ভাওনাৰ ভাৰলে, কটো ভো বংশগভ, জাভিগভ সংজ্ঞার ও বিখালের একটা মূল্য আছে বৈকি ৷ এই বাঁকরি করতে হলেও বেশ কিছু টাকার দরকার। দক্ষিণা দিতে হবে নাড ক, ভারপর ধুপধুনা, ফলফলারি, কুলো, সিঁছর আরো কভ কি? একটা কানাকভিও নেই বরে। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে টাকা কর্মের জন্ত স্পারের কাছে ধরা দেয় সে।

সদার একটা কৃত্রিম মুখভঙ্গি করে সমবেদনামাখা স্থরে বলে, ভাই ভো ভাওনার্থ, ভোর বেটার বেমারী হয়েছে এতে সাহাষ্য করা উচিত কিন্ত উপায় নেই যে। জানিস ভো সেদিন ছোট বেটাটার অস্থর্যে চামক্র ওঝাঁকে এনেছিলাম। বেশ কিছু ধরচ হয়ে গেছে ঝাঁকরি করতে ভারপর আর যা অল্প কিছু হাতে ছিল ভা দিয়ে গভকাল একটা গলার হাঁস্থলি কিনেছে স্দারণী।

হাঁস্থলির কথা শুনে মুহুর্তে ভাওনাথের দ্লান মুখখানি চকমকিরে ওঠে। সভ্যিই তো আজ একহপ্তা আগে স্কুরমণির জক্ত মাড়োয়াড়ীর দোকান থেকে পারের মল কিনেছে সে। এখনও নতুন আছে সেটা। শুধু একবারটা পায়ে দিয়েছিল বাড়িতে। সবসমর পায়ে পরে থাকতে চেয়েছিল স্কুরমণি কিন্তু তা করতে দেয়নি রুক্ষমিন। সে বলেছিল, পুজো সাদিমে পরবে মাইয়া।

মল জোড়া মাড়োয়ারীর দোকানে বন্ধক রেখে পাঁচ টাকা নিরে আসে ভাওনাথ। ঝাঁকরি করার উপকরণ কিনভেই খরচ হয়ে বায় চারটাকার কাছাকাছি, হাতে থাকে শুধু একটাকা কয় আনা।

বাঁকরি করার পর ছ'জনে স্বন্তির নিশাস ছেড়ে বাঁচে।
সুকুরমণির অসুখ নিশ্চয়ই সেরে বাবে এবারে। কাল সকালেই
হয়ভ দেখতে পাবে যে সুকুরমণি আবার আগের মত বাড়িটাকে
অমিয়ে ভুলেছে। এ-সব ভূতপ্রেভের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়।
মুড়ো ঝাঁট। দিয়ে পিটাতে পিটাতে না ডাড়ালে কি ওবুধে বায় এরা।

একটু আলো ভারপর আবার মেব, ছারা, অন্ধকার, রাত্রি। দিনেরাভে অবিরভ বারিপাভ। স্থর্বের উদর অন্ধ নেই, স্থ্রের পরিবর্তন নেই! একটানা এক স্থ্রো।

জর কবলো না পুরুরনাণর। ডাজারবাবুকে জাবার একদিন ডেকে আনে ডাওনাথ। ডিনি রোগী পরীক্ষা করে রাগভগলার বলেন, আগে বে ওর্ধটা দিয়েছিলাম তা নিশ্চরই খাওরাসনি, কেলে দিয়েছিস? এখন যেরকম জটিল হয়েছে তাতে শুধু আমার হাসন্মতাত্রের ওরুধে কাজ দেবে না। কিছু ওরুধ কিনে আনতে হবে তোকে। আর নিজে কিছু খরচপত্তর না করলে কি অমুখ সারে?

ভাজারবারে কথা শুনে ভার পারের তলার লুটিয়ে পড়ে ভাওনাথ।
তার চোথের জলে জুতো ভিজে যার ভাজারবারুর। জুতোর ওপর
মাথা রেখেই কাঁপা কাঁপা কাঁদো কাঁদো হুরে বলে, আপ্ বাপমাই
আহে ভাজারবার। মেরেটিকে বাঁচান। পরসাক্রভি তো কিছু
নেই আমার—শুধু আছে দেহ, মন। সারা জীবন এই দেহ আর
মন আপনার হকুমের প্রতীক্ষা করবে। মনের পাভার আজ থেকেই
লিখে রাখছি আপনার দান!

এতেও ভাজারবাবুর চোখেমুখে কোন করুণার ছায়াপাত হয়নি। রুক্ষিন বললো, হাঁস ছুটো আর আটটি ডিম যা ঘরে আছে ভাজারবাবুকে তা দিয়ে কাল ওবুধ নিয়ে এস।

ভাওনাথ চমকে ওঠে রুকমিনের কথা গুলে! অসম্থ বেদনা অমুভব করে বুকে। দম আটকে আসে তার। সুকুরমনির অসুখের মধ্যে এই আটটা ডিম দিয়েছে হাঁসটা। আটদিনে আটটা ডিম। সুকুরমণি ডিমের কথা জানে। মুখে কথা সরে না ভবু রোজ সকালে রুকমিনকে ডিমের কথা জিগ্যেস করে। ডিমগুলো নেডেচেড়ে দেখে। মুখে একঝলক হাসি কুটে ওঠে। রুকমিন বলে, সব আগুা ঠিকছে রাখ দেবো মুই। অসুখ সারলে ভুই খাবি। আর এই হাঁস ছটো কভ আদরের স্বকুরমণির। নিজে কম খেয়ে ওদের খাইয়েছে সে। এছাড়া তারই রোজগারের পরসা দিয়ে এই হাঁস ছটো।কনেতে সে।

ভাওনাথের ভাবান্তর লক্ষ্য করে রুক্ষিন। ভার চোখে জল, গলা ভিজে, আর্দ্রয়ের বলে, কা ভাবোভিস্ ? পরে কিনে দিও আবার। সাবনাসামনি চোখ বেলে ভাকাভে পারে না রুক্ষিন। বাঁ করে পিছন ফিরে ফাঁছার সে।

সন্ধার আৰহা অৱকার। হাঁস ছুটো আর ভিস আটটি ভোট্র

কাপতে চেকে নিয়ে ভাজারবাবুর বাসায় যায় ভাওনাথ। ভাজার গিন্নী তথন তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে শুপধুনা দিয়ে আঁচলে গলা ঘিরে জোড় হাভ করে হরিঠাকুরকে প্রণাম করছিলেন। ভাওনাথের হাভে হাঁস ছটো দেখতে পেয়ে সংক্ষেপে প্রণাম সেরে বৃহ মঞ্চল হাসিমাখা ঠোঁট ছটো নেড়ে বললেন, ভাজারবাবুকা জন্তে লানা হায় ?

ভাওনাথ মাথা নেড়ে বলে, হাঁ।

ভাক্তারগিন্ধী হাঁক দিলেন, এই বুধু, এধারমে আও জলদি। এরপর ভাওনাধের দিকে চেয়ে বললেন, পা বাঁধা আছে তো হাঁসের ? রেখে দে ওখানটায়।

ভাজারবারু যরের মধ্যে ছিলেন। স্ত্রীর গলা শুনতে পেরে বাইরে এসে ভাওনাথকৈ বলেন, ঠিক হায়, আভি হরমে যা। কাল কল্পরমে ভেট করেগা হাসপাভালমে, বড়িয়া দাবাই দেয়েগা।

একদিকে যম আর অশু দিকে মাহুষ। এই যমে আর মাহুষে লড়াই চলে আরো পাঁচদিন। লড়াইএ যম জেভে, মাহুষ হারলো।

ভাওনাথের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে থাকে। রুকমিনের কি অবস্থা তা দেখার মত মনের অবস্থা তথন ছিল না তার। তারপর লোকের চেঁচামেচিতে সম্বিৎ ফেরে। চেয়ে দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে রুকমিন। স্থিনার মা আর বিলাসী মাথায় জল দিছে আর হাওয়া করছে। স্থিনাও স্থোনে দাঁড়িয়ে। সে নির্বাক। চোখ দিয়ে অবিরল জল পড়ছে টপ্টপ্ করে। চেয়ে আছে স্কুরমণির নিষ্পাদ দেহ ও বিবর্ণ মুখের দিকে।

ছ'হথা পরের কথা। ভাজারবারুর বাজির কাছ দিরেই বাগানে কাজে বাওরার রাজা। বাজির লাগোরা তার কাঁটা বেরা কল কুলের বাগান। বেড়ার পাশ দিরেই জল নিকাশ নর নালা। নালাটি গিরে বিশেছে চা চাবের মধ্যে আর একটা বড় নালাতে। বর্ষাকালে নালাতে সব সমরই জল্প জল্প জল চিক চিক্ত করে। এতে বারুদের হাঁস চবে সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগান। সকাল। ভাল করে রোদ ওঠেনি তথনো, ভাওনাথ কাজে বায়। ওর বড় ভাল লাগে ঐ হাঁসগুলো। ছলছল চোথে নালার পানে চায়। একটু হাসি, একটু অলক্ষ্য ক্রলন। হাতের ফাড়ুরা, কলমছুরি অথবা পাতির টুকরি যা যথন সঙ্গে থাকে সেটা নাবিয়ে হাঁস ধরতে যায় সে। নিজের অজ্ঞাতসারে কথন কথন হাত ছটো বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। চিঁচিঁ শব্দ করে ছুটে পালায় ওরা। থমকে দাঁড়ায় ভাওনাথ। ভদ্াতে চেয়ে থাকে। কখনও বা অজ্ঞাত ভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ছ'একটা কথা। বলে, মোকের ঠান্ নেই আবে ? গোসা ভেলেক ?

প্রতিদিনের মত সেদিনও কাজে যাছে ভাওনাধ। সকাল বেলা। দেখতে পার কতকগুলো উল্ছিট কলার পাতা, মাছের কাঁটা কাঁটি, মাংসের হাড়গোড় আর হু'চারটে ঝোলমাখা ভাত। হাঁসগুলো কিলবিল করে ছিঁড়ে তছনছ করছে কলার ঐ পাতাগুলো। হু'চারটে ভাত খাছে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে। ভাওনাথের মনে একটা কান্ধার ত্বর বেজে ওঠে হঠাও। কই, সেই মরুরপদ্ধী রঙের পাখাজলা হাঁস হুটো কোথায়? ছাড়া পায়নি বুঝি এখনো? বেলা তো হয়েছে জনেক। মুহুর্তের মধ্যে চোখেমুখে একটা চকিত হাসি খেলে তার। ঐ তো হাঁস হুটো নালার ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে চোখ বুলে উর্জপানে চেয়ে ত্বন্দেবের তার করছে। এগিয়ে যায় সেদিকে। যাবার বিষাদ। না, এতো সেই হাঁস হুটো নয়, এ হুটোর গলায় সাদাকালো ভোরা দাগ নেই।

একটা হা ছভাশ মুহুর্ত।

একটু দুরে ডাক্তারবাবুর বাড়ির গেটে দাঁড়িরে বুধু। ভাওনাথকৈ দেখতে পেরে ভার দিকে এগিয়ে বায় সে।

বুধু নিকটে বেভেই বেশ চড়া গলায় বলে ওঠে ভাওনাথ—গেড়ে ছুগোকা ভোয়লোক নরাইকে দেবে। এড বেলা হয়েছে হাঁস ছুটোকে ছাড়িসনি এখনো। বাজের নধ্যে থেকে কি জানি গুসরে নরছে, চিঁ চিঁ করে কাদতে, এইটেই। একটু বদি দ্যানারা থাকে ভোদের ?

অবাক। বিদ্যাল ভাওনাথের মুখের দিকে চেরে থাকে বুরু। কি বলে ভাওনাথ, ও কি কেপেছে ? ভাওনাথ বুধুকে নিশালক চেরে থাকতে দেখে বলে, নেই বোঝলেক? হাঁস ছটো কোথার? যে ছটো ভাজারবাবুকে দিয়েছিলান আমি।

এবারে বিশায় ভাঙে বুধুর। ও, ভুই ঐ হাঁস ছটো খুঁজছিস? ভোর হাঁস ছটো কিন্ত খুব ভাল ছিল। বেশ ভেলো। অনেকটা নাংস করে এই । কাল ডাজারবাবুর জন্মদিনে ঐ ছটো কেটে ভার বন্ধুবান্ধৰকে খাইয়েছেন।

ভাওনাথের মাধায় যেন বন্ধ পড়ে। নির্বাক নিশাল দাঁড়িরে থাকে বুধুর পানে চেয়ে। অল্পন্দ বাদে ভয় পাওয়ার মভ চমকে ওঠে সে। সমস্ত দেহটা নড়ে ওঠে। ছচোধ ছেপে দল আসে মনের পাড় ভেঙে ভেঙে। এরপর কাদে না গিয়ে সোজা ঘরে ফিরে আসে ভাওনাথ। একটা ঘইলাভে খানিকটে হাঁড়িয়া ছিল, চক্ চক্ করে থেয়ে নেয় সেটা। গভ পরশু স্কুরমনির কাদ্ধ ছিল। সেই উপলক্ষে চার ঘইলা হাঁড়িয়া এনে জাভভাই ও মইমানদের খাইয়ে দিয়ে এই টুকুই অবশিষ্ট ছিল।

আগেই অক্স দিক দিয়ে কাজে চলে গিয়েছিল রুক্মিন। কাজ থেকে ফেরে ঠিক সন্ধ্যায়।

সারাদিন একটানা খুমিয়েছে ভাওনাথ। গায়ের ওপর দিয়ে ছপুরের কড় কড়ে রোদ ধই কুটিয়ে গেছে ভবু খুম ভাঙেনি ভার। ভাওনাথকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে রুকমিনের প্রাণটা সাঁাৎ করে ওঠে। একটার পর আর একটা দলা লেগেই আছে। কপালে আরো কি আছে ভগবান জানেন। অসুধ বিস্থধ করেছে কি ভাওনাথের? গায়ে হাত দেয়। গা ঠাগু। চোধ বুজেই একটা হাই ভোলে ভাওনাথ। হাঁডিয়ার গদ্ধ পায় রুকমিন। বিশ্বাস করতে পারেনা বে হাঁডিয়া থেয়েছে ভাওনাথ কারণ সে তো অনেকদিন আগেই হাঁডিয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। এই হাঁছিয়া খাওয়া ছেড়ে দেওয়াতে অনেক বাঁকা বাঁকা কথা শুনতে হয়েছে ভাকে ভবু হাঁড়িয়া খায়নি সে। অনেকেই ভির্বক হেসে বলভো, ভকত হোকেক ভাওনাথ। বত সব ভগ্ডামী আর কি! কি হয়েছে ওর? এতদিন বাদে কেন হাঁডিয়া থেয়েছে সে? ভবে কি নাথা ধরেছে ধুব?

গায়ে ধাকা দের একটা। ভাওনাথ উঠে বলে। মুখে কথা নেই, রুক্মিনের দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে।

অমন করে কাঠের পুভুলের মত ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে চেয়ে আছে কেন ভাওনাথ ? রুকমিনের চোখেমুখে বিশ্বর ও ভর! কথা বলতে গলা কেঁপে ওঠে। কাঁপা গলায় জিগ্যেস করে, কা ভেলেক ?

ঝরঝর করে জল পড়ে ভাওনাথের চোখ দিয়ে। ছেঁড়াকাটা অস্পষ্ট আধো আধো ভাষায় বলে, গেড়ে ছু'গো নখে!

পাতালপুরীর এক ঝাঁক হিম হাওয়া বয়ে বায় ওদের ওপর দিয়ে। একটা অস্বাভাবিক বিমৃচ নীরব মুহুর্ত।

সন্ধাবেলা কাজ থেকে ধরে ফিরে আগেই এক এক মগ চা খায় ওরা। ছুধ চিনি থাকে না ভাতে। রঙ চা, ভার মধ্যে শুধু একটু লবণ আর ছু'চারটে গোলমরিচ। সেই লবণ গোলমরিচ দিয়ে ভৈরি করা চা খেয়ে সারাদিনের অবসাদক্লিষ্ট দেহ সভেজ ও সবল করে ভোলে।

ঝড় বইছে। সমস্ত আকাশে বাভাসে বিষ। গা জালা করছে, সারা দেহে আগুন জলছে। দাঁড়াতে পারেনা রুকমিন। কে যেন ঝাপটা মেরে ফেলে দিছে ভাকে। চা খাওয়া আর হয়না কারো। রাভে বেশি করে ভাভ রেঁধে জলে ভিজিয়ে রেখে দেয় সকালের জল্ফে, ভাই খেয়ে কাজে যাবে বলে। ভাও হলো না আর। ছপুরেই বা ভেমন কি খায় ওরা? একটা ভূটাপোড়া জথবা কভকগুলো ছোলা-কলাই ভাজা। পাভি ভোলার সময়ে ভোষরে কিরভে পারেনা ছপুরে!

স্কুরমণির বৃত্যুতে অসম্ভবরকম মুষড়ে পড়ে রুক্মিন। হঠাৎ क्यन यन वनल शिष्ट्र ता। निविकात, जाना जाकाक्या निर्दे। স্কাম দেহটা একটা শুকলো বাঁশের কঞ্চির মন্ত নিরস হয়ে গেছে। वर्ग वर्ग कि ভाবে, कान ভাতেই हैंग निरे। ভाকে দেখলেই বোঝা যায় ভার চোথের ভারা ছটো কেমন যেন স্থিমিড, উদাস। তার চোখের সামনে কি এক অপাধিব বস্তু, সে শুধু তাকেই দেখছে খুঁটে খুঁটে। ভার দেখা আর ফুরোয় না, কি জানি কুরোবেও না কোনদিন। ঘরের যাবভীয় কাঞ্চকর্ম সবই করভে ভাওনাথকে। সময় পেলে প্রায়ই বিলাসী এগে রালাবালা করে দেয়। আবার সেই সঙ্গে করে কাব্দে নিয়ে যায় ডাকে। ডাগিদ **पिट्य काट्य ना निट्य शिटन इयु उकानपिन के काट्य यु ना** ্মেলাতে গিয়েও হাত সরতো না তার, কা**দ** সেরে সকলেই ষরে চলে যেত কিন্তু সে থেকেই যেত সেখানে। চাপরাদীরা ধমক ।দত। বিলাদী তার নিজের কাজ দেরে এদে क्रकमित्नत वाकि कांकर्रेक् करत पिरा परत कितरण जारक निरा ।

সময় মত কাজে যাওয়া ছাড়া আর কোণাও রেক্সতে পারে না ভাওনাথ। যরের কাজ নিয়েই থাকতে হয় ডাকে। ভার নিজের যে কি মনের অবস্থা তা ভাববার কুরসং পার না সে। কখন কখন স্কুরমণির কথা মনে পড়ে, ভার ভাঙাচুরো খেলার জিনিসপত্তরগুলোর দিকে নজর পড়ে, কাঠের রংচটা নাকভাঙা পুড়ুলটা কাঁদছে, হাঁড়িকুছি ভাঙা খাপরাগুলো ধুলোর ধুলোর ভরঙি। ভাদরের নদীর মত ছুটে আসভো অবাধ জলের লোভ। হাওয়া বইতে শুরু হভো। জলগুলো আরো উদ্ধানে নেতে উঠভো— হ ছ, সাঁই গাঁই করে ধেয়ে আসভো। পরক্ষণেই রুক্মিনের দিকে দৃষ্টি পড়ে সমন্ত জল বাধা পেরে কুলে এসে বাছি থেরে খনকে

पैष्ठित छथन खात स्रूज्यनित कथी मत्न थीकरछा ना छात, क्रक्मिनरक निर्दार नाछ राम अंकरछा। माधना पिछ छारक। छद्र तम निर्विकात, এकि। कथी अर्थछ करेरछा ना। मत्न मत्न खानक कथी छात्रछ, क्रक्मिरनित रकाल यि खात रु खारम छारल स्रूज्यनित मृक्ष्मानित शूज्र रम तम स्व खात्म छात्र छेर्रद। किछ खाते बहरतत मर्था यथन रमरे वाछाम, अंक खारमिन छथन अर्थन कि खात छ। मछ्य । निर्वार निर्वार थाम, राधमूर्थ विवत, विवर्ग राम मनेतिक रक रमन हिविरम थाम, राधमूर्थ विवत, विवर्ग राम मुद्रार्छत मर्था। रु छा है हो छ मरन खारा, खल्रताबाह। स्व छर्ठ, राधमूर्थ छात खाला सलमल करत छर्ठ—रकन, अर्छ। खाहे वहत माज, स्थम्भकालन छारे रम छात्र छर्ठ राहम वहत अर्थ खात्र। हम हमें वहत वारम। कछ पीर्विन अरत ! कें। कां वहत वारम। कछ पीर्विन अरत ! कें। कां वहत वारम हम हमें वहत वारम।

এরপর সভাই একটা নতুন আলো দেখতে পায় ভাওনাথ। কিন্তু রুকনিনকে এ-সমস্ত নানা ভাবে বুঝিয়েও শান্ত করতে পারে না সে।

এইভাবে ছয়মাস কেটে যায়। নতুন করে নতুন বেশে জিভিয়া পুজো জাসে জাবার। ভাওনাথ রুকমিনকে বললো, জিভিয়াকা দিন আলেক, কা কা চিজবিজ কিনবু ?

জিভিয়ার কথা শুনে অনেকদিন বাদে একটু নড়েচড়ে বসে ফুক্মিন।

ভাওনাথের মনে অতীতের অনেক ছবি। সেই বাঁশবাড়ি, গভার অরণ্য, তুরবা নদী। কি জানি ক্লকমিনও ভাবছে সেইসব কথা। খানিকক্ষণ বাদে বলে ওঠে ক্লকমিন, কে কার লাগি ভিডিয়া করবু? ক্লকমিনের চোধ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। হঠাও ভার নজর পড়ে সেই রংচটা, নাকভাঙা কাঠের পুতুলটির দিকে। কি ভেবে উঠে গিয়ে পুতুলটি নিমে এসে কোলে করে বসে। ভার দিকে চেয়ে চেয়ে কভ কি ভাবছে, কধনো বিষয় হয়ে পড়ে আবার কধনও বা একটু মুচকে হাসে। মনে মনে স্কুরবাণীর ছবি বাঁকে ভাওনার্থ। ভাকে যেন দেখতে পাছে সে, হেঁটে বেড়াছে বুর বুর করে কভ কি বকছে নিজের মনে।

এক কাঁকে ভাওনাথের দিকে তাকায় ক্লকমিন। মুখে রছ হাসি, চোখে আশা আনন্দের উদ্দাম বৃত্য! উঠে গিয়ে স্কুরমণির ছেঁছা কাপড়টা নিয়ে আসে সে। পুরো কাপড়খানা দিয়ে পুডুলটাকে বারেবারে পরাতে চেটা করে কিছ তাকি হয় অত বড় একখানা কাপড় আর অত ছোট্ট একটা পুডুল ?

**डाउनाथ वरम, हिँ इरक मारव**।

ছিঁততে হাত সরে না ফ্রকমিনের। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, বছৎদিন নেই আলেক সখিনা, ওকার লে আব্ জুন। শেষে কি ভেবে ভাওনাথের অপেক্ষা না করে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। ভাওনাথও সঙ্গে সঙ্গে বায়। সখিনাকে নিয়ে আসে বাড়িতে, নিজে হাতে কাপড়টা পরিয়ে দেয় তাকে। কোলে করে আদর করতে থাকে। সখিনার চোঝ ছটো ছলছলিয়ে ওঠে। সখিনার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় ক্রকমিন, বর তর্মতর করে কি যেন খোঁজে। একটা বাটিতে কতকগুলো চানা ভাজা। সেগুলো ভেজে রেখেছিল ভাওনাথ স্পুরবেলায়—মেলাতে খাওয়ার জ্যে। বাটিসমেত সেই চানাগুলো এনে সখিনাকে বলে—লে, খা আব্।

স্থিনা ইডস্তত: করে, একবার রুক্মিনের দিকে আবার ভাওনাথের পানে চায়।

क्रकिन जारात राल, तल, थाय तल गारेया।

এমনি করে চার পাঁচমাস বেশ ভালভাবে কাটে সধিনাকে নিয়ে।
এরমধ্যে রুকমিনও সেরে উঠেছে অনেকটা, কাজেকর্মে নন দিয়েছে।
হঠাৎ এক অষটন ষটে একদিন। সধিনা আর আসে না। আনভে
গেলে ভ্যাবভ্যাব চোঝে চেয়ে থাকে, বাপমার দিকে মিনভিমাধা
দৃষ্টি মেলে ধরে বার বার। সেদিন ভার কারণ শুষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।
রুক্মিন ও বিলাসী ফিরছে কাজ থেকে। পথের মধ্যে রুক্মিনকে
জভিয়ে ধরে ভুকরে কেঁলে ওঠে সধিনা।

क्रकतिन चिर्तार करत, का एडरनक नारेशा । नारे नानरनक ?

त्म छात्र छाँ। हिंदा ब्लाइका कार्यमूच मूह्ए थाका। मिना कांगए कांगए वर्ण, त्याकात्र मिन यांश्रव छाकात्र भाह वार्न मानि बाह ना त्पर्य। वर्णाद्य श्वकात्रश्चन् त्यहे यात्व, श्वकात्र नषत्रत्य विव खार्ट।

ক্লকনিনের মধ্যে অক্স এক বোধ কাজ করতে থাকে। সধিনাকে ছেছে দিয়ে একটু সরে দাঁভার সে। চোথ মুছতে মুছতে বাভি চলে যায় সধিনা। ভার পথের দিকে বড় বড় চোথ করে চেয়ে থাকে ক্লকনিন। শেষে সে চোথের আড়াল হলে একটা দীর্ঘদাস ফেলে।

বিলাসী বললো, কা করবে মাইয়া, দোসরাকো ছোওয়া কা দেবে

সেদিন বাড়ি ফিরে কেমন যেন অবসন্ন মর্মাহত হয়ে বসে পড়ে ক্লকমিন। ভাওনাথ জিগ্যেস করায় সব কথা ধুলে বলে তাকে। প্রবোধ দেয় ভাওনাথ, ওলোককা ছোওয়া কা দেবে। মোকের ছোওয়া হোবে, রাথবু। প্রেমপ্রকাশের ভাই আর কাঁদরার বউয়ের মেয়ের জন্ম কথার পুনরোজি করে। রুকমিনের চোথ ছটো ছলছলিয়ে ওঠে জলে। খানিকক্ষণ ভাওনাথের দিকে চেয়ে থেকে ভার বুকে মুখ সুকোয়।

ধীরে ধীরে একমাসের মধ্যে বেশ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে রুকমিন। সে যে মনটাকে নিজের বশে আনতে পেরেছে তা অস্তব করতে পারে ভাওনাধ। আবার নতুন উদ্যোমে বর বাঁধতে স্বরুক করেছে। বলাবলি করে, হাঁস মুরগী পায়রা কিনবে, একটা ছাগলও কিনবে। ছধ দেবে সেটা। ছাগলের ছধ ধুব পুষ্টিকর। স্ব্রুরমণির জন্ম হওয়ার পর কাপড় নিয়ে বড় খ্যাচম্যাচ করেছিল ছখনি ধাই এবারে ভাল একখানা কাপড় দিভে হবে ভাকে।

একদিন সেই পুতুলটার ধুলোবালি ঝেড়ে ঘবে নেজে পরিষ্কার করে খেলার আর আর টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলোও ঝেড়েপুছে ঠিকঠাক করে রুকমিন। কি ভেবে শেবে কভকগুলো ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, খাপরা বাইরে ফেলে দেয়। পুতুলটা হাভে নিরে নানাভাবে নেড়েচেড়ে দেখে।

डाउनाथ चिर्त्राम करत्र, का मिरबाचिम् ?

ক্লকনিন ভাওনাথের পানে চেয়ে মুখটা বিক্বত করে বলে—না, এটাকে রেখে কি হবে আর? একটা বিশ্রী কুলক্ষণে পুতুল। আর একটা কিনলেই হবে নতুন ভাল দেখে। মনে করে—ওটাকে পুড়িয়ে কেলবে কিন্ত করতে পারেনি তা শেব পর্যন্ত। বেধানকার পুতুল সেখানেই রেখে দেয় আবার।

াবলাগাকে কিছু জানতে দিতে চায় না রুকমিন। একদিন হাগতে হাগতে জিগ্যেগ করে বিলাগী, ভোকের পেটমে ছোওয়া আহে বেটী ?

রুকমিন চেপে যেতে চেষ্টা করে কিন্তু পারেনি। ভার চোখেমুখে খুশির আবির ছড়িয়ে পড়ে। বিলাসীকে আড়াল করে পেটটার দিকে একবার ভাকায় ভারপর অলক্ষ্যে ডান হাভটা বুলিয়ে নেয় ভার ওপর দিয়ে।

দেখতে দেখতে কয়মাস কেটে যায়। বাসন্তী গদ্ধ আসে
নাকে। চারিদিক কুলে ভরতি। লতায়পাভায় যাসে শিশির
বিশুগুলো মুক্তার মত ফলে আছে। আগেই বাগান থেকে অনেক
চইলি সংগ্রহ করে রেখেছে ভাওনাথ। এছাড়া আরো ছু'গাড়ি
এনেছে ফরেষ্ট থেকে আট আনার একটা পাটা করে। কিছুদিন
বাদে তো আর সময় করতে পারবে না সে।

এরপর আকাশ রঙ বদলায়। নীলরঙের আকাশ আগুনে লাল হয়ে ওঠে। নেমে আসে কাল-বৈশাখী। ঝড় বইতে থাকে। বাড়ি-মর আসবাবপত্তর সব ধুলোবালি ছাই-এ ভরে বায়। ভাওনাথের চোখের সামনে মড় মড় শব্দ করে ভেঙে পড়ে গাছটা। একটা আর্ডনাদ। ভারপর সব শেষ। শুক্ত মর, শুক্ত মন। চারিদিকে বুরসুটে অশ্বকার।

क्रक्विन मात्रा याख्यात शत छाखनात्थत थाख्या-माख्यात त्कान 
क्रिक्ठिकाना छिल ना किष्ट्रमिन। क्षीवरन त्कानमिन या करत्विन 
बाक छाइ क्षत्र एत । लाइरन त्काथाख इंछियात श्रक्त त्थाल छाइ क्षत्र एत । लाइरन त्काथाख इंछियात श्रक्त त्थाय । त्या । त्या

একদিন বিলাসী বলে, ভোকের ভো উমের জেয়াদা নেই হোলেক, ফিন সাদি কর বেটা। অনেক বন্ধুবান্ধবেরাও একধা বলেছে ভাকে। নিরঞ্জনবার ও ভার জীও। কিন্তু ভাওনাথের মন সার দের না ভাতে। বিয়ের কথা মনে হলেই সে আরো বিমর্ব হয়ে পড়ে। অনেক হারানো কথা মনের মধ্যে জট পাকিয়ে বভজালে বলী করে ভাকে।

কিছুদিন বাদে একদিন প্রেমপ্রকাশ জারজন্মনার্ট করে মাদারী-হাটের হাটে নিয়ে বায় তাকে। হাটে নানারকমের জিনিসপত্তর দেখতে দেখতে হঠাৎ ভাওনাথের নজরে পড়ে কভকগুলো রঙ বেরঙের কাঠের পুড়ুল আর সরু কাঁচের চুড়ি। এর কাছেই একটা কড়াই, সিন্সেট্ট হাডা খুন্তির দোকান। সেখানে একটা বালভি কিনছে প্রেমপ্রকাশ। এই কাঁকে পুড়ুল ও চুড়িওলার দোকানে এগিরে আসে ভাওনাধ। হসুদ, নীল ও লাল রঙের একটা
পুতুল হাতে নিয়ে বেশ ক্ষভাবে নিয়ের করে। বেশ চড়া লাল
রঙ। ছোট ছেলেমেয়ে এইরকম চড়া লাল রঙই পছল করে।
পুতুলটা কোলের কাছে রেখে কাঁচের রঙ পছল করতে থাকে।
নীলরঙের চুড়িগুলোই ভার কাছে ভাল লাগে। পুতুল ও চুড়িগুলাকে
পুতুল আর আটটা চুড়ির দাম জিগ্যেস করে। চুড়িগুলা বলে,
পুতুল ছ'আনা আর আটটি চুড়ি আট আনা মোট দাম চোদ্ধ আনা।
পকেটে হাত চুকোয় ভাওনাথ। একটাকা আর একআনা আছে।
রপোর টাকাটা দোকানীর হাতে দেয়, সে ভার চোদ্ধ আনা কেটে
রেখে একটা ছ'আনি ফেরড দেয় ভাওনাথকে। এরমধ্যে একটা
বালতি হাতে এসে প্রেমপ্রকাশ জিগ্যেস করে, কা লেবে ?

ভওনাথ একটু হেসে পুতুল আর চুড়ি আটটা দেখার ভাকে। আনেকক্ষণ বিশ্বয়ের চোখে ভাওনাথের দিকে চেয়ে থাকে প্রেমপ্রকাশ তারপর বললে ক্রেকারকা দেবে ?

প্রেমপ্রকাশের কথায় বাস্তব জগতে ফিরে আসে ভাওনাথ। রুক্মিন যে নেই সে-কথা সে ভুলেই গিয়েছিল এভক্ষণ। মুখখানা থমথমে হয়ে ওঠে মুহুর্ভের মধ্যে। নির্বাক চেয়ে থাকে মাটির দিকে।

প্রেমপ্রকাশের তাগিদে আবার হাট বুরতে শুরু করে ওরা।

মরদ আওরাত জাড় বেঁধে হাট করছে, এটা সেটা দেখছে, হাসছে,
কথা কইছে। বিমূচের মত তাদের পানে চেয়ে চেয়ে দেখে,
তাদের কথা শোনে। বেশ ভাল লাগে ভাওনাথের আবার পরক্ষণেই
কে যেন তার হৃদপিওটা ছিঁড়ে কেটে টুকরো টুকরো করে কেলে।
অনেক জানাচেনা লোকের সজে দেখা হয়। একটা মুদিদোকানের
কাছে একটা লোককে দেখতে পার সে। পরিচিত বলে মনে
হয় তার অথচ শ্বরণ করতে পারছে না কোথার দেখেছে তাকে।
নিটোল বলিষ্ঠ দেহ, দাড়িবোচ কামানো, চুলগুলো ছোট করে
ছাঁটা। লোকটা সেখান থেকে মোড় ফিরভেই ছু'জনের চোধাচোৰি
হয়। থমকে দাভায় লোকটা। বলে, তোর লোক ভাওনাৰ
আউর প্রেমপ্রকাশ আহে ?

এবারে গলার স্বরে চিনতে পারে লোকটাকে। হাত ছ'চি। এক করে মাটিতে সুইয়ে প্রণাম করে ভাওনাথ। প্রেমপ্রকাশও।

সাধু ওদের আশীর্বাদ করে, বাগানের হালচাল জিগ্যেস করে। ভাওনাথ সর্বন্ধ হারিয়েছে জেনে আপসোস করে। সাধু কোথায় থাকে সে-কথা ওদের কাছে বলেনি তথনো। বলেছিল, কোথায় জার থাকবো, এথানে সেবানে মুরে বেড়াই !

এরমধ্যে প্রেমপ্রকাশ বলে ওঠে, চলু আব্। বর ডের দুরমে আহে, যালেমে রাভ পড় যাই। বাড়ির রাস্তা ধরে ওরা। এক কাঁকে ভাওনাথকে ইসারা করে আসছে হাটের দিন আসতে বলে সাধু।

একেই ভো রাতে বুম হয় না ভাওনাথের ভার ওপর সাধুর गटक (पथा इत्य जनिका जात्या (वर्ष यात्र। भाषुत (हराता, जात কথা মনে জাগে বারেবারে। মাথা, শরীর সমস্ত কেমন গরম হয়ে ওঠে। তবু সাধুর বিষয় ভাবতে খুব ভাল লাগে ভার। ভার মধ্যে যে কি আছে খুটে খুঁটে বের করতে চেষ্টা করে তা। অনেক লোকই তো আছে, প্রতিদিন অঞ্জ লোকের সঙ্গে তার দেখা হয় কিন্তু এই লোকটিকে দেখলে কেন এমন হয় ভার। আর कछको। दय नित्रक्षनवादूरक प्रथित। এরা यन याष्ट्रमञ्ज ज्ञातन। সভ্যিই সাধুকে দেখলে প্রাণে একরকম নতুন শক্তি পায় সে। সে শক্তির উৎস কোথায় টের পায় না তা তবে অহুভব করে দেহে मत्न। मनका नकल नमरम्हे छेनथून करत कानात क्या कार्यास **धाटक गाधु। সেধানে হয়ত একটি নাইট স্থুল বসিয়েছে আবার।** অনেক পড়ুয়া জমা হয়েছে। লোকটার ক্ষমতা আছে, অসাধারণ बरनत वन चाह्य। अत कि तनरे क्षे १ चार्श वाशातन थाकाकानीन অনেকবার তাকে জিগ্যেস করেছে ভাওনাথ তার কোন জবার प्रमिन गांधु। एथू अक्षेत्र ज्ञान शांत्र रहित बर्लाइ, जव बारह বোকের। ভোরলোক আহে, আকাশ আহে, বাভাস আহে। এক একটা দিন যেন এক একটা অনন্ত আকাশ। কিছুতেই শেষ হতে চার না। উদিধ হয়ে ওঠে ভাওনাথ। আসছে হাটের দিনের षष्ठ चर्लका करत्।

নানা প্রশ্ন, জিল্ঞাসার মধ্য দিয়ে এক হপ্তা কেটে বায় । হাটের দিন এলো। এ কয়েকদিনে সাধুর বিষয় ভাবতে ভাবতে নিজের জীবনটাকে যেন নতুনভাবে দেখতে পায় সে। তরু উপলন্ধি করতে পারেনা তবে সে যে একটা মালুষ, তাকে যে বেঁচে থাকতে হবে সে জ্ঞান সাধুকে দেখে, তার বিষয় ভেবে ভেবে জ্ঞানতে পেরেছে। আজ ফু'দিন একটু একটু সুম হচ্ছে। কোমল কুড়ির মত নানাপ্রকার ভাবতিলি নিয়ে একটা প্রশান্তির ছাপ কুটে উঠেছে চোখেমুখে। সকাল সকাল সুম থেকে ওঠে সেদিন। অনেক ভাঙা হাঁড়ি খাপরা খুঁজে খুঁজে শেষে ছোট একটা মেটে ঘটের মধ্যে সোডা পায় খানিকটে। উল্লন ধরিয়ে সোডাজল দিয়ে কাপড়জামা সিদ্ধ করে, কলে গিয়ে কেচে পরিক্ষার করে সেগুলো। সেই ধোওয়া কাপড়জামা পরে মাদারীহাট হাটে যায়। কাউকে বলেনি আগে, সক্লেও নেয়নি কাউকে, একা একাই যায় সে।

হাটে গিয়ে সাধুর সঙ্গে দেখা হয় ভাওনাথের। আগের দিন যেখানটায় ভাদের পরস্পরের দেখা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়েছিল সাধু। কি জানি, তার অপেকা করছিল সে। ছ'জনে সারা হাটটা বোরে তারা। দেখতে পায় একটু मृत्र এक द्वायशीय व्यानक श्वरता लाक द्या इत्य हा अशित्य याय সেদিকে। প্রথমে মনে করেছিল হয়ত রাগারাগি, ঝগড়াঝগড়ি হচ্ছে সেখানে কিন্তু তা নয় ৷ টি একস্প্যানসন্ বোর্ড থেকে লোক এসেছে তারা চা পানের উপকারীতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছে আর ছুটি লোক চা ভৈরি কেমন করে করতে হয় ভা সমবেভ लाकशुलातक वृत्रिया पिट्ह धवः छापिशतक विनावाया हा स्थरि দিছে। চা কেমন করে ভৈরি করতে হয় সে-সব ভাওনাথদের ভালোই জানা আছে তবে মাদারীহাটের আশপাশের বন্তির লোকগুলো শিখে নিছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শোনে ওরা। লোকগুলো বলে ভাল, মুখে তুবড়ি কোটে। এরপর বড় একটা শিশু গাছের ভলায় নিরিবিলি বলে অনেক ত্বহু:থের কথাবার্তা বলে।

ভাওনাথের মনে হয়, সাধু হয়ত আত্রকাত বিয়েধা করে সংসার

পেতেতে। গাঁড়িমোচ চুল ভো কেটেছেই, গলাভে রুক্রাব্দের সেই মালাটি নেই, কপালেও সিঁছুরের কোঁটা নেই। এক কাঁকে জিগ্যেস করে, ভোর কি সাদি করলেক ?

সাধু বুঝতে পারে যে ভার নতুন বেশ দেখে ভাওনাথের এই गत्नह हरत्रह । त्र এक्ट्रे ठातिपित्क त्रत्य प्रत्थ निकटि क्छे কোৰাও আছে কিনা ভারপর ঠেঁাটচাপা হাসি হেসে বলে, বর নেই বাঁধলেক মোয়। এরপর তার নতুন বেশের কারণ বিশ্লেষণ করে। দলমাননগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর জললের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাজাভাতখাওয়া আসে সে। সেখান থেকে গাড়িতে গোজা লালমণিরহাট। তথন রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলন চলছিল সেখানে। ভাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সুযোগ খোঁছে। द्मीबरन আরো অভিজ্ঞতা অর্জন করাই ছিল তার অভিপ্রায়। সুযোগ এসে যায় একদিন। দশদিন রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিকদের ডেরার আনাচে কানাচে ও স্টেশনের প্লাটফর্মে বুরে বুরে ভাদের কথাবার্ডা আলাপ আলোচনা শোনে সে। এজন্ত অনেক গালিগালাজও खनए७ राम्राह्म जारक। वहवात श्रमाश्राका मिरम जाजिएस मिरमहरू ভারা. পিঠেও ছ'এক ঘা বসিয়েছে তবু ও ক্ষান্ত হয়নি। ভাদের পিছু ছাড়তো না, পরক্ষণেই তাদের কাছে এসে হাজির হতো व्यावात । व्यत्नक भेशेथ करत्र मिन्डि व्यानिरम निर्वेत श्रीत्रहम ापंटबट<sup>ः</sup> ख्यां शि जात्र कथा विश्वां कत्र क्षां का का वा वतः शामाशामि बात्रश्दतत्र माळा पादता वाष्ट्रिय पिछ। छात्रा वलर्छा-भाना. বদমায়েস হায়। দালাল। ভেতরের খবর নিতে আসে। তাদের ষগভে তখন এমন একটা ধারনা ভাষেছে যে অপরকে আর কিছুতেই বিশাস করতে পারে না ভারা। সমস্ত নির্বাতনই নির্বাকে সভ কৰে সে। কারণ সে জানতো এবং এখনও বিশ্বাস করে যে প্রভ্যেক ৰাছুৰের মধ্যেই একটা সভা আছে, ভার বোধ ও উপলব্ধির শক্তি আছে। সেই বোধ ও উপলব্ধিই তাকে জ্ঞান এবং মাহুৰ চেনবার ক্ষতা দের, সভ্যের ছারোদ্যাটন করে। এরপর সভ্যিই সুযোগ আসে একদিন। ভবে এই স্থবোগ আসে একটা নারাত্মক অপবাদ ও নারপিঠের নধ্য দিরে। প্রতিদিনের নত সেদিনও সে শ্রাহিক

বন্ধির জানাচে কানাচে পাতি নেরে পোনে মেরেপুরুবের জালোচন। হঠাৎ দশবারজন লোক বর থেকে বেরিয়ে এসে বেরোরা করে তাকে। এদের মধ্যে তিনজন দ্রীলোকও ছিল। একজন জোরান বলিষ্ঠ মেয়েলোক হাতে এক জাঁটি ঝাঁটা, এসেই পুরুব লোকওলোকে উদ্দেশ করে বলে, ভোমরা কিছু করো না কেউ, মেয়েদের বেইজ্বভ করতে এসেছে ও, ওর শান্তি আমরা মেয়েরাই দেব। এই বলে একটুও দেরি না করে ধমাধম দশ এগারোটা বাড়ি মারে হাতের ঐ ঝাঁটাজাঁটি দিয়ে। হাত পিঠ পায়ের অনেক জায়গায় ঝাঁটার কাঠির আবাতে কতবিক্ষত হয়ে যায়। রক্তক্ষরণ হতে থাকে জয় অর করে। সেই অবস্থায় পিঠমোড়া করে একজন বারুর কাছে নিমে ভার ভাকে। ভার কাছে ওর নামে মেয়েছেলে সংক্রান্ড অপবাদ দেয়। এছাড়া রেল কোম্পানীর দালাল উপাধ্যামও দেয় ভারা। বারুটির কি জানি করুণা হয় ভার ঐরকম রক্তাক্ত দেহ দেখতে পেয়ে। তিনি মুখটা ঈবৎ বিক্ত করে বলেন, ভোমরা মারলে কেন ওকে? ধরে আনলেই পারতে?

সাধু নীরব ছিল এতক্ষণ। বাবুটি জিগ্যেস করেন, ওলোক যো বোলভা হায়, ওসব বাদ সাচ্চা হায় ?

এবারে কথা বলে সাধু। সে বলে, শ্রমিকদের ওপর বে-সব অভ্যাচার, অবিচার করেন মালিকরা তা সন্থ করতে পারেনা সে। ভার একার শক্তি ভাঁদের শক্তির তুলনায় নগণ্য ভাই একটা দল চায় সে যেখানে কাজ করবে, জীবনপাত করবে ভার মাবাপ ভাই-বোনদের দক্ত।

वायुंटित नाम ञ्यूत्रथवायू। अता बनाउं। ছোরোদবারু।

বিচক্ষণ, জানী লোক এই সুর্থবার। জীবনে জনেক জাউজেত জর্জন করেছেন, অনেক যাত প্রতিয়াত সজ্ঞর্ব সভ্ করেছেন বহ লোকের সংস্পর্শে গিয়ে। এর ফলে লোকের হাবভাব চলাকেরা, ক্রাটোটো দেখেন্ডনে লোক চেনবার একটা অবুত ক্ষমতা জন্মেছিল ভার। হরত তিনি সাধুর মনের কথা ভনতে পেরেছিলেন জানতে পেরেছিলেন তার জাবেদন। জিগ্যেস করেন, ভোব হাবারা সাত রহেগা ? সুরথবাবুর কথা শুনে উচ্ছুসিত হয়ে উঠে সাধু বলে, জরুর বহেগা।

লোকগুলো বিশ্বিত চোখে তাকিয়ে থাকে সুরথবাবুর পানে।

এরপর ভাদের ধরে ফিরে যেতে বলেন স্থরধবারু। সেই থেকে আরো সাভ বছর ভার সঙ্গে থাকে সে। অনেক শ্রমিক আন্দোলনে যোগ াদয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, অনেক কিছু আইন কানুন, রীতি নীতি, বাঁটঘাট জানতে পারে তার কাছ থেকে। রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলনের দরুণ হঠাৎ স্থরথবারু আর তার নামে পুলিশের পর্য়না বের হয় একদিন। সুর্থবাবুকে নজরবন্দী করে রাখে সরকার। তাকেও। কয়েকজন শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায় পুলিশে। এর ছ'একজন ছাড়া পায় হপ্তাধানেক বাদে আর বাকি সকলকে জেলে যেতে হয়। এরমাঝে একদিন অপ্রভ্যাশিভভাবে কলেরা হয়ে মারা যান স্থরধবাবু আর কাজের সমস্ত ভার গিয়ে পড়ে ভার ওপর। পুলিশের নজর আরো দৃঢ়তর হলে। ভার छ्रभटत, काषा ७ व्यक्रवात, कारता गटक कथा वनवात छेशा । तन्हे । এজক আন্তে আন্তে ন্তিমিত হয়ে পড়ে আন্দোলন। সকলেই জেলের নামে ভয় পায়। প্রমিকদের মধ্যে মাথা বলতে তু'একজন যারা ছিল ভারা কোম্পানী থেকে পরবস্তি পেয়ে খুলি মনে ভিল जुननी शास्त्र । शूनिम जात अशरत निरवणाङ्या जाति करत, রংপুর জেলার নধ্যে কোথাও থাকতে পারবে না সে। নিরুপায় हरम पिनाष्यपूरत याम । राथारन ७ पूनिए न क्र न सम् । वाथा হয়ে একটা উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করতে থাকে। এর আগে থেকেই জোরভালে চলছিল বলভল আন্দোলন। ভার চেউ ভারতের আকাশ ৰাভাগ মণিভ করছে, ধড়পাকড় শুরু হয়। অনেককেই কারাররণ করতে হয় আর বিদ্রোহীদের মধ্যে কয়েকজন আগুর প্রাউণ্ড কাম্ব করতে থাকে। অনেক ভাবে সে, ভবে কি বঙ্গভঙ্গ चार्त्नानरन योशं परव (नव भर्वछ। এই जार्त्नानरन योशमान করা তার পক্ষে নোটেই অসম্ভব নয় কারণ এর অনেক আগেই অুরথবাবুর সঙ্গে থাকাকালীন এর নেডাদের সঙ্গে আলাপ পরিচর श्राह्म अवः छारमत कथावाछा, नी छि गवरे छाना चाह्म छाता। সাধুর সঙ্গে জাননগর কামানে যায় ভাওনাধ। সেই রাভটা সেবানেই থাকে সে। দেবতে পায় সাধুর বরটা ভাদেরই মড একটা জাঁন্তাকুড়। জান্তাবলও এরচেয়ে জনেক ভাল। তুলনা-মূলকভাবে মনে পড়ে মন্ধসাহেবের টমটমের বোড়া থাকার আন্তাবলটার কথা। সেটাও ভাদের বরের চেয়ে জনেক উন্নত, হাওয়াবাভাস আছে। যতক্ষণ খুলি শান্ত মনে বসে মনের সজে কথা বলা যায়। যরের চারিপাশ তকতকে, একটু জাবর্জনা নেই কোথাও, ভ্যাপসা গন্ধ নেই; ভাজা তুর্বাঘাস আর ভিজে ছোলার গন্ধে ভরপুর। রাভ হলেও জালোর জভাব নেই, সাহেবের বাংলোর নীল সবুল জালোর রোশনি জাসে। বোড়াটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জারামে বাস ছোলা খায়। মনের স্থন্থির ভাব তার চোথেমুখে কুটে ওঠে, ভুলে যায় চারুকখাওয়ার কথা। পেটে খেলে পিঠে সয়। মোটর জানার পর বোড়াটা বিক্রী করে দেন বড়সাহেব। সেই আন্তাবলটাভেই ভার বেয়ারা থাকে এখন।

সাধুর বরের ভেতরটা কেমন এলোমেলো, ঝুলকালি, ধুলোবালিতে ভরতি। ঠিক ভাওনাথেরই বরের মত। বরটির মধ্যে এক কোনে এনেকগুলো ছাপা কাগজপত্তর স্তূপ দেওয়া রয়েছে। নানা ভাষার নানা রকম কাগজপত্তর। কোনটা হিন্দি, কোনটা বাংলা আবার কোনটা ইংরাজী। হিন্দি একটা কাগজের দিকে লক্ষ্য পড়ে ভাওনাথের। ভাতে বড় হরফে ছাপা আছে 'বিশ্বামিত্র'। কাগজটা

হাতে ভুলে নিয়ে পড়তে থাকে ভাওনাথ। নানা দেশের নানা थवत । बूद छान नार्श छाउनारथेत । जगश्यात्री, गछावशिषद गःशाम । जनभेत्न भद्राष्ट्र करलायन । निरायत प्रम नग्न, रमर्गित छ দশের অক্ত। কী অভুত স্বার্থত্যাগ। এই স্বার্থের অক্ত কত জন ৰাধা কোটে, লোককে কাঁকি দেয়, মারামারি কাটাকাটি করে এমন कि चून करत जात এता चार्यछान करत, जीवन विगर्फन मात्र जानेतत षण । মনের মধ্যে ভুমুল হল্ছ উপস্থিত হয়, কোনটা ঠিক। মনে यत्न छेशनिक क्रत्र ए एहे। क्रत्, हि। एवत गायत्न खन खन क्रत् ভেগে ওঠে অগুণতি লোক ছেলে মেয়ে পুরুষ, এই মাটি, গাছপালা मदीनांगा। कछपन मत्राह्, ठिक राष्ट्रे नगरप्रदे कछपन धन्न निरम् আৰার। একদিকে হাসি, অন্ত দিকে কালা। এই হাসিকারার **८७७त पिरारे जकलरक ठलर७ राष्ट्र करमात शत प्रमा निरा निरा ।** যার। মরছে ভারাই ফিরে আগছে আবার। যে হাসিকারা মালুবের যাে নির্ধারিত হয় সেটাকে তো মানুষে নিয়ন্তিত করতে পারে निक्ता। अकिपटन ना इस क्र'पिटन, क्र'पिटन ना इस प्रथपिटन অবশ্বই হবে। ভাওনাথের সমস্ত শরীরটা ক্ষীত হয়ে ওঠে, প্রতি লোমকুপের রোমগুলো খাঁড়া হয়।

ভাওনাথের চটকা ভাঙে সাধুর কথায়। সাধু বললো, কালে ভাৰোথিস্? এছাই গুনিয়াকো হালং। আৰ্ আহে, থোড়া বাদ্যে নধে।

ভাওনাথ মনে করে, সাধু হয়ত ভেবেছে যে সে তার নি:শ্ব নিসক
ভীবনের কথাই ভাবছে। ভাওনাথ জানতো কি সে ভাবছে, তরু
গুছিরে বলতে পারেনা সে। অনেকগুলো কথা একসকে পাক
থেয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ভালগোল পাকিয়ে যায় ভার।

সাধু বলে, লে ডানিক চাপানি পিয়লেবে আব্। হাট থেকে অনেকগুলো চিনেবাদান কিনে এনেছিল সাধু। চা আর সেগুলো চর্বন করে ওরা। চারের প্রতি চুমুকে অনেক ভাবভরজের বাত প্রতিবাভের বধ্যে ডলিয়ে যায় উভয়ে। একটা নিবুৰ রাভের নিস্তব মুহুর্ড। সাধুই নিস্তবভা ভাঙে, বলে, ভোয় ভ বলেক মুই সাদি করলেক। হো হো করে হেসে ওঠে সাধু।

ভাওনাথও অপ্রভিত হরে নির্বাক ছারাচিত্রের মন্ত একটু হাসে।
পজা অমুন্তব করে মনে মনে। সাধুর দিকে চেরে দেখতে পার,
ভার চেহারার একটা বিস্মাকর পরিবর্তন হরেছে। কি বেন ভাবছে
সে। চৌথ ছটো ছল ছল করছে, মুখ বিবর্ণ। এক ঝাঁক
এলোপাথাড়ি বাভাস বেন ভাকে মুবড়ে মুচড়ে একটা অকর্ষণ্য,
নিজ্জীয় অভপদার্থ করে ফেলেছে। ভাওনাথ ভাষা খুঁলে পারনা।
অভ বিশ্বাবুদ্ধি নেই ভার। অমুন্তব করতে পারে যে একটা আকস্মিক
ঝড়ে ভার সমন্ত আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে কিন্তু কি সেই ঝড় বারে
বারে সেই প্রশ্ন জাগে মনে। প্রশ্ন অনেক, জবাব শুধু একটা।
এভ ছঃখ কষ্ট যাভ প্রতিষাত সন্ধ করেছে ভরু কিছু করতে পারছেনা
এই অভাগা প্রমিকদের জন্ত যে কারণে ধর বাঁথেনি সে, সুকিরে
বেড়াছে এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে এখানে।

ভাওনাথের মনে হয়, জিগ্যেস করে ভাকে, কি করে এখানে ? মরের এককোণে একটা ফাড়ুয়া আর বাইরে ছোট উঠোনটার ওপরে একটা টুকরি দেখতে পায় সে। বিস্ফা জাগে মনে, এগুলো কেন ? ফাড়ুয়া টুকরি দিয়ে কি করে সাধু ? ভাওনাথ ধারনা করতে পারে বে বাগানে কুলির কাজ করে সে।

কিছুক্দণ বাদে ঝড় থেমে যায়। থমথমে আকাশ হেসেঁ ওঠে আবার। এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাভ যন হয়ে আসছে অন্ধ আন্ধ করে। সাধু লঠনটা আলে। সেই আলোভে ভাওনাথ দেখতে পায় আবার আগের মত স্বাভাবিক, সভেম্ব ও সহাস্থ হয়ে উঠেছে সাধু। মনে সাহস পায় ভাওনাথ, জিগ্যেস করে, ফাড় য়া টুক্রি কে কার আহে ?

সাধু বলে, মোকের। কুলির কাজ করি বাগানে। ভাওনাথ নির্বাক ছটো অবাক চোধ মেলে সাধুর দিকে চেয়ে থাকে।

ভাওনাথের মনের ভাব বুঝতে পারে সাধু। বলে, মোকের বাদ বিছাস্ নেই করোধিস ? এরপর নিজে থেকেই বলে চলে ভার পূর্ব ইভিহাস। সেও এসেছিল আসামে গুলমারি চা বাগানে ভাওনাথেরই নভ অন্ন বরুসে ভার বাপনারের সজে। অন্ত অন্ত কুলির বভ সেও কাজ করতো বাগানে, দিনে সঙ্গী সাধীর সজে সুস্থাননে কাটিয়ে দিত, রাতে হাঁড়িয়া খেত কোনদিন নিজের ধরে আবার কোনদিন বন্ধুবান্ধবের ধরে। সে যে কি, জীবনটাই বা কি, এ বোধ তার ছিল না তখন। সে জানতো সকলের জীবনই তার বভ। বাগানের সিটির স্থরে স্থরে বাঁধা। সিটি বা ঘণ্টার শক্ষই তাদের ওঠানামা করায়। নতুন কোন ভাবের বিকাশ নেই মনে, চিন্তা নেই, আশাও নেই।

ष्म अति विषय के विषय क থিতি করতে শেখে। সামাজিক আবহাওয়া তো আছেই ভাছাদা পারিবারিক আবহাওয়াই এর জন্ম বেশি দায়ী। সাধুও নষ্ট হয় অয় বয়সে আর আর সকলের মভ, মাবাপের খিন্তি শুনে আর ভাদের নির্লজ্জ কীতিকলাপ দেখে। শরত আসতে না আসতেই জীবনে বসন্ত দেখা যায়। শরভেই বসন্তের কুল কুটে ওঠে। একই ঘরে থেকে সে দেখতে পায় ভার মাবাপে অনেকরকম খিন্তি করে করে গোপনীয় কাজ সমাধা করে। রাভের অন্ধকার ঘরেও ভার চোধ ছটো সাপের মণির মত জ্বলভো। সে চেয়ে চেয়ে দেখতো সব, অভৃপ্তি হতো না কখনও। মনে নতুন এক অহুভূতি ও উত্তেজনার সাজা পেত। এর ফলে একদিন যে বাঁশবাড়ির মধ্যেই তার গোপন ছ है देव्हा भूर्व करत । গভিয়ারীকে गिँ ছর লাগিয়ে দেয়। গভিয়ারী ভর্মন সভরে। বছরের আর ভার চোদ্দ বছর। সমাজে একটা হসুসূস বেঁধে যায়। গভিয়ারী লোহারের মেয়ে আর সে চিক্বরাইক। লোহারের চেয়েতে চিকবরাইক জাভিতে বড়। অক্স জাভের ছোট यदतत त्याय जानात जम्म जां याय जात । य जम्म श्रेकायर जत विहास्त ভাকে আভভাইদের হাঁড়িয়া গোস্ ধাইয়ে আতে উঠতে হয় আবার। এছাড়া গভিয়ারীর বাবাকে দিতে হয় নগদ অনেকগুলো টাকা। একটা চোদ্দ বছর বালকের ভাকদ আর কডদিন থাকে? কিছ ছয় মাস পার না হতেই দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি বেন হারিয়ে ফেলে সাধু। গভিয়ারী যৌবন পিপাসায় উন্মন্ত ভখন ফলে একদিন এक है। स्मायान मन्न नित्र एक यात्र त्या । এएक मतन चूव দাগা পার সে কিছ ভবুও কেমন যেন ছত্তি বোধও করে অনেকটা।

श्रीिष्ठिन त्रांटित एनरे थिखि, विँ प्रिन कामण कामिष्त यञ्चभात राख थिदिक दिन हो पिरख है । गलदांटि भा पिरख ना पिरखर छक रम व्यावात । स्वारखरान वैश्वाना जिल्ला निराम निराम स्वान । स्वारखरान विश्वाना करत, मत्रपश्रामण के करे कास्य याम राज्यात । स्वारम प्राम करत, मत्रपश्रामण के करते कास्य याम राज्यात । स्वारम प्राम हिर्म करते कास्य गारम व्याप्त मत्रपश्रामण छाकिरम थारक छारमत नम्र निरुद्धत पिरक । छरछक्रनाम छम्मख रसम अर्थिक छारमत नम्र निरुद्धत पिरक । छरछक्रनाम छम्मख रसम व्याप्त प्राम व्याप्त मत्रप्र विश्वाम स्वारम व्याप्त करते । व्याप्त कर्म व्याप्त मामुख रम्पर्य स्वाप्त करते । व्याप्त कर्म व्याप्त कर्म व्याप्त हम्मस्व करते । व्याप्त कर्म व्याप्त कर्म व्याप्त कर्म व्याप्त करते निर्म करते निर्म हम्मस्व करते निर्म । ना, व्याप्त नम्मस्व विश्वाम विश्व मामुख वीम रख वीम रम । विद्य मामुख रमिन । विद्य मामुख रम्प विश्व मामुख वीम रख वीम रम । खान नम्मस्व करते निरम विश्व स्व वीम रम । खान नम्मस्व विश्व स्व वीम रम । खान नम्मस्व विश्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व

সাধুর চোখ দিয়ে কোঁটা কোঁটা জল পড়ছে। তবু তার চোখের সামনে অনেক ছবি। খুঁটে খুঁটে দেখছে সেগুলো। ভাওনাথ বুঝতে পারে সাধুর বুকটা কে যেন যাঁতায় পিষে গুড়ো শুড়ো করে দিছে। তার মুখের বিকৃত ভাব একটা মুত্যুযন্ত্রণার ইংগিং করছে। ভাওনাথের চোখ ছটোও জলে ভরে ওঠে, বুকটা ধড়ফড় করছে থাকে।

विक्नांदिक क्रिये क्रिका मूक्ट त्या गाथू। त्यार अ मतन नक्रम मिक्क ग्रक्षांत रियर व्यापात । त्य नमाम, व्यापात वक्त वक्त त्याप्त व्याप्त व्याप्

দশ টাকা খরচ হয় সাধুর। পঞ্চায়েত একজন কুলিকানিন বাইকে
দিয়ে পরীক্ষা করায় নেয়েটিকে। সেই ধাইকে দিতে হয় দশ টাকা।

এই ঘটনার পর দশ মাসের মধ্যে তার বাপমা মারা যায়। উপযুক্ত থাজের অভাব ও অমাসুবিক কারিক পরিপ্রমে বাপের যক্ষা হর তাতেই তার শেষ। এরপর মা মরে নিউমনিয়া হয়ে বিনা চিকিৎসার, বিনা পথ্যে।

বাপ মা মরার পর চার মাস যে কি অবস্থার কাটিরেছে সে ভা
মনে নেই ভার। মাঝে মাঝে দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরকের মৃত
অমাট বাঁধতো আবার মাঝে মাঝে সেই রক্ত গরম হয়ে টগবগ করে
কুটতে থাকভো। মনটা হিংল্র পশুর মৃত গর্জন করে উঠতো।
এরপর হঠাৎ একদিন জীবনটার একটা নতুন রূপ দেখতে পায় সে।
অমুভব করে, জীবনটা শুধু সিটির স্করে বাঁধা নয়, এ একটা বিশাল
বিশ্বত অসীম আকাশ। এখানে সব আছে। এই আকাশে এসে
মিলেছে অনেক ছোট ছোট আকাশ। এই অমুভূতির পরেই শুরু
হয় ভার সভিত্রকার জীবন।

गांधू (इरम वर्ण, का शांतालक भूरे ? कि शांतिरब्रि ? कर्छों कू शांतिरबिहि। या शांतिरब्रिहि रम जूननाय ज्ञानक ज्ञानक रविन পেखिहि

পরদিন সকালে একটা ভাবাবিষ্ট মন নিয়ে বাগানে কেরে ভাওনাধ। মন কিছুতেই কাজে যেতে চাইছেনা। কিছু উপার নেই। কাজে না গেলে একটুক্ষণের মধ্যেই হাবিলদার ভার ভেল-পাকানো বাঁলের বড় লাঠিটা হাতে এসে হাজির হবে। বড় সাহেবের কড়া ছকুর যত রাভই হোক ফরেষ্টের চইলি ঢোলাই শেব করতে হবে আজ নতুবা সমস্ত চইলি জালিয়ে দেবে করেষ্টের লোকগুলো কারণ ঐ জায়গায় নতুন করে গাছ রোপাই করবে আবার। রাভ আটনা পর্যন্ত চলে এই চইলি ঢোলাই। কাজের কাঁকে কাঁকে গাপুর কবাগুলো ভাওনাথের মনের মধ্যে উকিয়ুঁকি মারে। নিজের জীবনের ছক্ষে ছক্ষে মিলিয়ে দেখতে চেটা করে কিছু সেই কুরসৎ কোবার ভার ? কামদারী চাপরাশীর ছমকি শুনভে পায় কানে, লে জলদি করবে, ছিটো করনে হোস্।

ভাননগর থেকে আসার সময় ভোর করে ভার হাভের মধ্যে করটা টাকা ওঁজে দের সাধু। বাগানে গিরেই ভো কাজে বেডে হবে, রাতে ভার কাছে ছিল ভাই পাস্তা ভাত কি অন্ত কোন খাৰার तिरे या (थरत काष्य यात ति वह कथा (छत्वरे नाथू होका क'हा দেয় ভাকে। বলে, পুরি মিঠাই কিনকে খায় লেবে। এরপর রাতে কাজ থেকে যরে ফিরে চিন্তা ও কর্মসান্ত মন ও দেহ আর রালাবালা করতে সাড়া দেয় না। দোকান থেকে ক'পয়সার मूष्टि जात हामा छाजा कितन এतन त्थरत अत्त श्रह राष्ट्रे क्र मिन আগের বাসি বোরাপাভা বিছানার ওপর। কিছুভেই যুম আসে ना ভাওনাথের। বদ্ধবরের অস্ত গুমোটে দম আটকে আসে। বাঁশেরবাতা আর খড়কুটোর তৈরি দরজাটা একটা ধাকা মেরে সরিয়ে উঠোনে এসে বসে। একটু হাওয়া লাগে গায়ে। यम মেজাজ কতকটা ঠাণ্ডা হয়। নিজের জীবনের সঙ্গে সাধুর জাবন পুঝাসুপুঝভাবে মিলিয়ে দেখে আবার। হবছ এক। এডদিনে সে বুঝতে পারে, এই শুক্ততা ও নি:স্বতার নধ্যে কো**ন জীবন** নেই, জীবনে উপলব্ধি ও অহুভূতির প্রয়োজন। এই উপলব্ধি আছে জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে। উপদ্ধে আকাশের দিকে ডাকায় ভাওনার্থ। অনন্ত আকাশ। ধনর্থন कद्राष्ट्र, जात्मा (नरे, वांडांग (नरे। प्रथएंड प्रथएंड वांडांग वंद्र বুত্র মন্দ ছলে। আকাশ ছলে ওঠে। এরপর ঝড় আসে। মেষ হারিয়ে যায়। সমস্ত আকাশটা পরিক্ষুট হয়ে ভেসে ওঠে মুহুর্ভের মধ্যে। কী এক নতুন অহুভূতি ? ভেসে ওঠে চাঁদ, অসংখ্য **जाता। जालाग्र जालाग्र जत्त्र गाग्र जाकाग**हा। এই পৃথিবীটাও। আহ্রা ও পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে, লাল নীল সাদা কালো त्राह्य न्यादिन त्रथात्। त्रह्यातात्र की जनूर्व मिल्लन, मिन। गाधूत कथाश्वामा बत्न खार्थ। उथन उउठा छेशमिक कत्र ए शासिन এখন বুঝাতে পারে ভার কথা, বুঝাতে পারে-নাছবের দীবনও এক একটা অনন্ত আকাশ। এখানেও মেৰ আর রঙের খেলা হয়। মেঘ জীবনটাকে চেকে রাখে। ভাই জীবনে ঋড় जानए इत्व, त्वच मतित्र मित्र जाला जानए इत्व। उत्वरे क्षापर्यवागीण। कूरा छठिरव। यत जनवब् पूत्रभाक शास्त्र आपर्यवागीण। कूरा छठि जगरणारवत गांगत। विद्धांशी रख छठि यन। क्षाप्तत भन्न क्षाप्त अप क्षाप्त — क्ला, कि प्रमु धरे यूष्टित्र लाक्छला जूरण पिरा भिरा क्षाप्त धरे पतिज क्षाप्ति क्षाप्त शास्त्र शास्त्र विद्या क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त व्याप्त क्षाप्त विद्या क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त विद्या क्षाप्त क्षाप्त

আত্র দার্শনিকের মন দিয়ে দেখতে পায় সে—খালি হাতে আসতে হয়েছিল এই মাটিভে, পৃথিবীতে আবার শুক্ত হাতেই যেতে হবে ভাকে। একটা ছাতুকুড়োর দানাও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না সে। তরু সে বুঝতে পারে, সে যা রেখে যাবে তা অবিনশ্বর। আত্র ভার মধ্যে দেখতে পায় সে অগুণতি লোক, ছেলেমেয়ে, বুড়োগুড়ো, অনেক বাপমা, ভাইবোন। শুনতে পায় ভাদের কথাবার্তা। সেখানে সে দেখতে পায় ভার বাপমা, রুক্মিন ও সুকুর্মণিকে। ভারা হাসছে।

ঐ যে নীল শান্ত সমুদ্র, ওধানে অথৈ জ্বল। এরমধ্যে ঝিছুক শামুক, মণিমানিক্য সেধানেও কল্লোল শোনা যাচ্ছে! ফেনায়িভ জলের সঙ্গে দল বেঁধে আসছে ভারা। একটা নতুন রূপ ধারণ করেছে সমুদ্র। জীবনটাকে উপলব্ধি করভে পেরেছে আজ। ভার মধ্যে অনেক ছোট ছোট জীবনের বিকাশ। এই ভো জীবন, একের মধ্যে দশের প্রকাশ।

আ**দ দৃঢ় সম্বর সে। দীবনে ঝ**ড় চায়, ডুফান চায়। ঝড়, ঝড় ডুফান, ডুফান। আহক ঝড়, আহক ডুফান।

STATE CENTRAL LIBRARY
WEST BENGAL
CALCUTTA